চাকমা জাতি ও চাকমা রাজবংশের ইতিহাস

প্রণেতা—
স্বর্গীয় প্রাণহরি তালুকদার

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhante

স্বর্গীয় প্রাণহরি তালুকদার

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় জেঠা ও জেঠীমা স্বর্গগত প্রাণেন্দ্র মোহন তালুকদার প্রকাশ প্রাণহরি তালুকদার ও রসিক পতি তালুকদার এর পুণ্য স্মৃতি স্মরণে এই বইটি উৎসর্গ করা হইল।

একান্ত অনুগত ভ্রাতৃকন্যা

মিনতি প্রভা চাকমা

ট্রাইবেল অফিসার কলোনী;

রাঙ্গামাটি।

প্রকাশক— মিনতি প্রভা চাকমা
ট্রাইবেল অফিসারস. কলোনী.
রাঙ্গামাটি।

মুদ্রাকর — শ্রী সত্য প্রসন্ন বড়ুয়া বি, এ
অম্বিকা প্রেস,
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।

১ম সংস্করণ— ডিসেম্বর ১৯৮১ ইং।

মূল্য — ৪.০০ টাকা।

নিবেদন

এই "চাকমা জাতি ও চাকমা রাজ বংশের ইতিহাস" বইটি পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের লংগদু থানায় অন্তর্গত ১১ নং পেজানাম ছড়া মৌজার ভূতপূর্ব্ব হেডম্যান স্বর্গীয় প্রাণেন্দ্র মোহন তালুকদার প্রকাশ প্রাণহরি তালুকদার কর্তৃক রচিত। তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও বইটি ছাপাইতে পারেন নাই বলিয়া শেষে আমাকে তাঁহার বইটি ছাপাইয়া দিবার অনুরোধ করেন। আত্মীয়তার দিক দিয়া তিনি আমার জেঠা সম্পর্কীয় হন। আত্মীয়তাও ঘনিষ্ঠ। তাঁহার বইটি ছাপাইবার ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া আমি ইহা ছাপাইয়া দিতে রাজী হই। আনুমানিক ১৯৭৬ ইং সনের শেষ দিকে বইটির অনুলিপি লইয়া চট্টগ্রাম শহরের অম্বিকা প্রেসের মালিক বাবু সত্য প্রসন্ন বড়ুয়ার নিকট ছাপাইয়া দিবার জন্য জমা দিই এবং কিছু টাকা অগ্রিম প্রদান করি। তিনিও বইটির কয়েক পৃষ্ঠা ছাপাইয়া ফেলেন। ইতিমধ্যে আমি ছেলে মেয়েদের পড়ার খরচের চাপে পড়ি। অপর দিকে বাংলা দেশের টাকার মূল্যমান অত্যধিক ভাবে কমিয়া যাওয়ায় ছেলে মেয়েদের পড়ার খরচ সমেত পরিবার চালানো দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ফলে অম্বিকা প্রেসের মালিককে ছাপানো খরচ দিতে না পারায় প্রায় ৩।৪ বৎসর পর্য্যন্ত বইটির পাণ্ডুলিপি খানি প্রেসে পড়িয়া থাকে। ইতিমধ্যে বইটির লেখক কালগত হন। শেষে ১৯৮১ ইং সনে আমার পারিবারিক খরচের চাপ অনেকটা লাঘব

হইলে বইটি পুনঃ ছাপানোর কাজ হাতে নিই। বর্তমানে বইটি ছাপাইয়া দিতে পারিয়া স্বর্গীয় প্রাণহরি তালুকদারের বহুবৎসরের আকাঙ্খা পূরণ করতঃ নিজ গৃহীত দায়িত্ব সমাপন করি। তবে তিনি বইটি ছাপানো অবস্থায় দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তজ্জন্য আমি মর্মাহিত। প্রেসের মালিক বাবু সত্য প্রসন্ন বড়ুয়া বইটির প্রুফ দেখার গুরুদায়িত্ব সহ অন্যান্য যে সকল কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। সর্ব্বশেষে আমার কামনা এই যে, এই বইটি দ্বারা যদি সমাজ এবং পাঠকবৃন্দ বিন্দু মাত্র উপকৃত হন তবে আমার ছাপাইয়া দেওয়ার খরচ ও প্রচেষ্টা সার্থক হইবে।

ইতি—

মিনতি প্রভা চাকমা

ট্রাইবেল অফিসার কলোনি রাঙ্গামাটি; পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম;

নিম্নবর্ণিত পুস্তকগুলি আলোচনা করিয়া "চাক্‌মা জাতি ও চাক্‌মা রাজবংশ" বইটি রচিত হইয়াছে

১। মদীয় পূর্ব পুরুষগণের রক্ষিত পিতৃদেব হইতে প্রাপ্ত বিজোগ।

২। ব্রহ্মদেশের পুরাবৃত্ত—চুইজংক্যাথাং।

৩। ব্রহ্মসম্রাট তরবুমার লিখিত বৃটিশ আমলের চট্টগ্রাম কমিশনার অফিসে সংরক্ষিত ১৭৮৪ খৃঃ লিখিত একখানি পত্র।

৪। আরকানের রাজমালা—রাজাওয়াং।

৫। আরকানের কাহিনী—দজ্যাওয়াদি আরেদফুং।

৬। বৌদ্ধ মিশন গ্রন্থমালা—২৬ রেঙ্গুন শ্রী ধর্ম্ম তিলক স্থবির কর্তৃক অনুদিত সদ্ধর্ম্ম রত্নাকর।

শ্রীযুত উমেশ চন্দ্র চৌধুরী দ্বারা সংগৃহীত বড়ুয়া জাতি সম্বন্ধে।

৭ বাবু মাধব চন্দ্র চাক্‌মা, কর্ম্মির রাজনামার সহিত মিলাইয়া দেখা হইয়াছে।

৮। বাবু সতীশ চন্দ্র ঘোষের চাক্‌মা জাতির ইতিবৃত্তি হইতে কিছু গ্রহণ করা হইয়াছে।

৯। শাসনবংশ মৌলিক বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস রাজগুরু পণ্ডিত ধর্ম্মাধার মহাস্থবির ১৫ পৃঃ প্রাচীন উপাখ্যান অনুসারে ভারত কৌমুদী ১, ৪১৫ পৃঃ শ্রী ক্ষেত্র রাজ্য উপর ব্রহ্মের

ইরাবতীর টগউং এর এক ভারতীয় রাজবংশ দ্বারা এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

১০। চট্টগ্রামের ইতিহাস (পুরাণা আমল) মাহবুব উল আলম নয়া লোক প্রকাশনী আলমীন, কাজীর দেউরী সেকেণ্ড লেইন, চট্টগ্রাম, তাজ লাইব্রেরী, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম ২৯, ৩০, ৪০, ৪৫ পৃঃ।

১৪১৮ | ১৯ খৃঃ বহু মগ অনুচর সহ চাক্‌মাগণ চট্টগ্রামের শাসনকর্তা জালালুদ্দিন মহম্মদের অনুমতি লইয়া মাতামুহুরী এলাকায় ১২ খানি গ্রাম লাভ। ৬১ পৃঃ জালালুদ্দিনের অযোগ্য পুত্র শামসুদ্দিন মোহাম্মদ চাক্‌মাগণকে রামুর কিয়দংশ ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ৭৬ | ৭৭ খৃঃ চাক্‌মাগণ পূর্ণ স্বাধীন ১৫১৮ খৃঃ মগ সেনাপতি চেন্দুইজার সহিত রাজ্যসীমা স্থির। ২৯ ও ৩০ পৃঃ চাক্‌মা সম্প্রদায়ের ৪র্থ কি পঞ্চম শতাব্দী অত্র গ্রন্থের ১৬ পৃষ্ঠার টীকাতে বাবু সতীশ ঘোষের সহিত মিল (মতৈক্য)

শ্রী প্রাণেন্দ্র মোহন তালুকদার
(প্রকাশ ঃ প্রাণহরি তালুকদার)

চাক্‌মা জাতি ও চাক্‌মা রাজবংশ

প্রথম অধ্যায়

চাক্‌মা জাতির উৎপত্তি

শাক্য—শাক্য জাতির বসতি হেতু শ্যাম দেশ হইল।

চম্পক—চম্পক নগর প্রতিষ্ঠার পর চম্পক জাতি।

শ্যামা বা সামা—শ্যামদেশ হইতে ব্রহ্মদেশ কিয়দংশ দখল করিয়া ব্রহ্মবাসীরা সামা শামা বলিয়াছেন।

শ্যামা শামা হইতে ছামাং, চাং স্মাং পরে চাক্‌মা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

১ম চম্পক নগর হিমালয়ের পাদদেশে। কেহ কেহ শ্যাম দেশকেও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

২য় চম্পক নগর ব্রহ্মদেশের ঐরাবতী বা ইরাবতীর পূর্ব তীরে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

৩য় চম্পক নগর আসামের শ্রীহট্ট জেলায় তদ্‌কালে চাক্‌মা সেনাপতি কালা বাঘা আসামের কিয়দংশ জয় করিয়া তাঁহার বিজিত অংশের নাম তাঁহার নামানুসারে কালা বাঘা রাজ্য রাখিয়াছিলেন। তথায় তৃতীয় চম্পক নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া যুবরাজ বিজয়গিরী ২য় ও ৩য় চম্পক নগর হইতে আরকান

আক্রমণ করিয়া জয় করেন। চাক্‌মা রাজগণ শ্বেতহস্তী পৃষ্ঠে রাজ্যাভিষিক্ত হইতেন ও শ্বেতহস্তী পৃষ্ঠে সর্বদা বিচরণ করিতেন বলিয়া আরকানী মগেরা চাং স্মাং বলিয়াছিল। চাং অর্থ হাতী স্মাং অর্থ রাজা (মগ ভাষা)।

ভগবান বুদ্ধের সময়ে হিমালয়ের পাদদেশে শাক্য জাতির বাস ছিল। তদ্‌কালে কোশল রাজ উন্নতির চরম সীমায় উন্নীত হইয়াছিল। তখন পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজগণ কোশলের পদানত হইতে বাধ্য হইয়াছিল। সুতরাং শাক্য রাজাও কোশলের সামন্ত তাবেদারে পরিণত হয় শাক্যগণ অভিজাত বংশ জাতি বলিয়া কোশল রাজ শাক্য রাজকন্যার পাণি গ্রহণ করিতে চাহিলেন। ইহাতে শাক্যেরা প্রকৃত শাক্য রমণীর গর্ভজাত রাজকন্যা না দিয়া এক দাসী কন্যার গর্ভজাত কন্যা দিয়া কোশল রাজকে প্রবঞ্চনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে যুবরাজ বিড়ুডক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যৌবনে পদার্পণ করিলে যথোপযুক্ত রাজনীতি ও যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। একদা যুবরাজ বিড়ুডক মামার দেশ শাক্যদেশ পরিভ্রমণে যাইবার নিমিত্ত পিতার নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহার পিতা ইহাতে অনুমতি প্রদান করিলে শাক্যদেশে শাক্যদিগকে এই বিষয়ে পূর্বাহ্নে সংবাদ দিয়া অবগত করান। যুবরাজ যথাসময়ে মামার দেশে (শাক্য দেশে) পরিভ্রমণ করিতে যান। কিন্তু বিড়ুডকের এই পরিভ্রমণে তাঁহার মাতার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা ছিল। নানা প্রকারে তিনি নিষেধও করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, যুবরাজ মামার দেশে গিয়া পূজনীয় ও পূজনীয়া-দিগকে অভিবাদন করেন। কিন্তু তাঁহাকে অভিবাদন করিবার তাঁহার চেয়ে বয়ঃ কনিষ্ঠ কাহাকেও না পাইয়া বিস্মিত হইলেন।

তাঁহার যাওয়ার পূর্বে বয়ঃকনিষ্ঠদিগকে দূরদেশে তীর্থভ্রমণে পাঠান হইয়াছিল। তাহার কারণ যুবরাজ বিড়ুড়ককে কেহ যেন অভিবাদন করিতে না হয়। শাক্যেরা আভিজাত্য গর্বে অপর জাতির নিকট মাথা নত করে না। বয়ঃ কনিষ্ঠেরা তীর্থ ভ্রমণে গিয়াছে এই কথা তাঁহাকে জানাইয়া বুঝান হয়। যুবরাজ যতদিন শাক্যদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন আদর যত্নের কোন-ত্রুটি হয় নাই। অতঃপর যুবরাজ স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। ঠিক এই সময়ই তাঁহার তরবারির কথা স্মরণ হইল ভুলক্রমে তাঁহার তরবারিখানা তিনি যেই শয্যাপালঙ্কে শুইয়া ছিলেন সেই শয্যাপালঙ্কের পাশেই ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইলে তরবারিখানা লইয়া আনিবার জন্য তাঁহার এক সহচর বন্ধুকে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা যেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন সেই গৃহের নিকটবর্তী হইলে শুনিতে পান যে দুইজন দাসী বকাবকি করিতেছে আর তাঁহারা যে সমস্ত শয্যাপালঙ্কে শুইয়াছিলেন ও অবস্থান করিয়াছিলেন সেই শয্যা-পালঙ্কাদি গোলাপ জলে ও চন্দনের জলে ধুইয়া ফেলিতেছে। উভয়ে বলিতেছে যে, দাসীপুত্র আসিয়া কাজ বাড়াইয়া দিয়া

গেল। যুবরাজের সহচর বন্ধু দাসিগণের এসমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া কিয়ক্ষণ থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের কথাবার্তা শুনিলেন। অত:পর তরবারিখানা লইয়া হস্তীপৃষ্ঠে গিয়া আরোহণ পূর্বক দাসীদের বিরক্তিজনক বাক্যাদি যুবরাজ বিড়ুড়ককে আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া বলিলেন। যুবরাজ বিড়ুড়ক শাক্যদেশে গুপ্তচর দিয়া প্রকৃত বিষয় অবগত হইলেন। তিনি জানিতে পারিলেন যে সত্যই তাঁহার মাতা দাসী কন্যা। তদ্ধেতু তাঁহার বয়: কনিষ্ঠদিগকে তীর্থ পর্যটনে পাঠানো হইয়াছে ও তিনি তাঁহাদের ঘৃণার পাত্র বলিয়া উক্ত সব ধুইয়া ফেলা হইতেছিল। পিতাকেও দাসী কন্যা দিয়া শাক্যগণ প্রবঞ্চনা করিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয় প্রমাণ পাইয়া তিনি ক্রোধে অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ হইলেন। হস্তে তরবারি ধারণ পূর্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন,—শাক্যজাতি গর্বে এতদূর গর্বিত সুতরাং শাক্য রক্তে শাক্যদেশ ধৌত করিয়া ফেলিবেন এবং তাঁহাদের আভিজাত্য গর্ব চূর্ণ করিয়া দিবেন। এমতাবস্থায় বিড়ুড়ক শাক্যদেশে পুন: অভিযান করেন। ভগবান বুদ্ধ ইহা দিব্য জ্ঞানে জানিতে পারিয়া নিজ বংশ রক্ষার জন্য আগুলিয়া অর্ধপথে গিয়া কৌশলে বিড়ুড়কের অভিযান দুইবার ফেরৎ দেন কিন্তু শাক্যদের আভিজাত্য গর্বের কথা এবং তাঁহার পূর্ব প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মরণ হইতে পারিলেন না। উহা তাঁহার মনে পুন: পুন: জাগ্রত হওয়ায় তিনি তৃতীয়বার অভিযান করিলেন। শাক্যদের কাল পূর্ণ হইয়াছে ইহা ভগবান জ্ঞানচক্ষে জানিতে পারিয়া আর বাধা জমাইতে গেলেন না। তিনি

বিড়ুড়কের এই তৃতীয় অভিযান ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন না। সুতরাং তৃতীয় অভিযানে শাক্যদেশ আক্রমণ পূর্বক শাক্যদের রক্তে শাক্যদেশ প্লাবিত করিলেন। কোশল যুবরাজ বিড়ুড়কের এই আক্রমণে শাক্যজাতি ছিন্নভিন্ন হইয়া নানা দেশে নানা দিকে দলে দলে স্বদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় এবং বিভিন্ন দেশে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করে। একদল উত্তর পূর্ব দিকে পলায়ন করে এবং ক্রমে ক্রমে শ্যামদেশে গিয়া বসতি স্থাপন করে। বর্তমানে এই বক্ষ্যমান চাক্‌মা জাতি সেই দলের এক অংশ বলিয়া গ্রন্থকারের পুরুষানুক্রমে রক্ষিত ব্রাহ্মী লেখায় লিখিত পিতৃদেব হইতে প্রাপ্ত বিজোগে নির্দেশ করা ছিল। সুতরাং পিতৃদেবের বিজোগ অনুসারে ইহা লিখিত হইল। পিতৃদেব ব্রাহ্মী বা বামনী লেখার বিজোগ খানির যৎসামান্য অংশ বঙ্গানুবাদ করিয়া স্বর্গগত হন। বিস্তৃত বিবরণ আমার নিজ বিবরণে লিখা হইয়াছে। চাক্‌মা জাতির ইতিহাস উল্লিখিত বিপ্লব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শাক্য বংশের আদি পুরুষ পুরঞ্জিতের পরবর্তী বংশজ রাজা অভিরথের বহু পরবর্তী সুধন্ত নামক এক রাজা ছিলেন। তদ্‌পুত্র মরুদেব, তৎপুত্র চম্পক কলি বোধ হয় উক্ত মরুদেবের সময়ে অথবা রাজা চম্পক কলির সময়ে উক্ত বিপ্লব (অভিযান) সংঘটিত হইয়াছিল। এই শাক্যেরা ক্রমে ক্রমে শ্যামদেশে গিয়া উপস্থিত হয়। এই চম্পক কলি রাজাই শ্যামদেশে গিয়া আদি চম্পক নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বলিয়া পিতৃদেবের বিজোগে উল্লিখিত ছিল এবং

শাক্য জাতির বসতি হইতে পরে দেশটি শ্যাম নামে পরিণত হইয়াছে বলিয়াও উল্লেখ ছিল। সে যাহা হউক, ইহা কতদূর সত্য মিথ্যা উহা প্রমাণ পাওয়া অতি দুস্কর কারণ ইহা আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। ইতিমধ্যে কত বিপ্লব, কত উত্থান-পতন হইয়া কত পরিবর্তন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং আমাদের চাক্‌মা জাতির পৌরাণিক হস্তলিখিত তালপত্রে যেমন আগর তারা ছিল (বর্তমানেও কিছু আছে) তদ্রুপ পৌরাণিক কাহিনী ও চাক্‌মা ভাষায় তদ্‌কালের হট্ট্যালী কাগজে চাক্‌মা লেখায় ও বামনী লেখায় কেহ কেহ লিখিয়া রাখিয়া ছিলেন। তদ্‌কালে এই সমস্ত কাগজাদি বাঁশের চুঙায় পূর্ব পুরুষেরা অতি যত্নে রাখিয়াও মধ্যে মধ্যে কীটে নষ্ট করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। সেই সমস্ত কাগজাদির বিবরণ একের সহিত অন্যের সম্পূর্ণ মিল থাকা সম্ভব নহে। এতৎসত্বেও কিছু কিছু অমিল থাকিলেও তাহাতে ইতিহাস লেখার কোন বিঘ্ন ঘটেনা। এজন্য অনেক কিংবদন্তি, আচার-ব্যবহার ভাষা ও সংস্কৃতির উপরও নির্ভর করিতে হয়। সে যাহা হউক বাবু মাধব চাক্‌মা কর্মীর লিখিত রাজনামা ও বাবু সতীশ ঘোষের চাক্‌মা জাতির ইতিবৃত্তি বার্ম্মার ইতিহাস (পুরাবৃত্ত) চুইজং কাথাং, আরকানের রাজমালা রাজাওয়াং, আরকান কাহিনী দেজাওয়াদি আরেদফুং গ্রন্থাদির সহিত লেখকের পিতৃদেবের পুরুষানুক্রমে লিখিত বিজোগের সহিত মিলাইয়া বিশেষভাবে পিতৃদেবের বিজোগের উপর নির্ভর করিয়া চাক্‌মা জাতির ইতিহাস আরম্ভ করিলাম।

চম্পক নগর প্রতিষ্ঠাতা রাজা চম্পককলীর দুই মহিষী ছিল *১ প্রথম মহিষীর সন্তান গুণধন অল্প বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া যান। দ্বিতীয় মহিষীর গর্ভে দুই সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ আনন্দ মোহন বুদ্ধ শিষ্য হইয়া যায়। কনিষ্ঠ লাঙ্গনধন রাজ্যভার গ্রহণ করেন। রাজা চম্পককলী প্রত্যহ সহস্র দানগ্রহিতা ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে পাঁচ সিকি করিয়া দান করিতেন বলিয়া প্রকাশ আছে। সে যাহা হউক গুণধন যে সন্ন্যাসী

টীকা—

*১ বাবু মাধব মাষ্টার কর্মীর রাজনামায় লিখিয়াছেন।

(১) শাক্য রাজার পুত্র সুধন্য এবং তৎপুত্র শ্যামল। এই শ্যামলই হিমালয় পর্বতের কলাপ নগর হইতে সমতল ভূমিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছেন এই রাজধানীকে শ্যামলের পুত্র চম্পককলী তাঁহার নামে চম্পক নগর রাখিয়াছেন। এই নগর হিমালয়ের পাদদেশে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুধন্যের দুই মহিষী। প্রথম মহিষীর গর্ভে গুণধন। ইনি সন্ন্যাসী হইয়া যান। দ্বিতীয় রাণীর গর্ভে আনন্দ মোহন ও লাঙ্গল ধন। আনন্দ মোহনও বুদ্ধশিষ্য হইয়া যান এবং কনিষ্ঠ লাঙ্গল ধন রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। চম্পককলী যদি শ্যামলের পুত্র হইয়া থাকে তঁহার নামে চম্পক নগর নাম না দিয়া পিতার নামে শ্যামল নগর নাম রাখিয়া দিতে পারিতেন। কারণ শ্যামলই রাজধানী পরিবর্তন করিয়া উহা স্থাপন করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি পিতার বিয়োগ অনুসরণ করিয়াছি।

হইয়া যান এবং আনন্দ মোহনও যে বুদ্ধশিষ্য হইয়া যান ইহা চম্পকনগর প্রতিষ্ঠার পূর্ব ঘটনা হইতে পারে।

পিতৃদেবের বিয়োগ অনুসারে রাজা চম্পককলীর মন্ত্রী ছিলেন চাং কুশ্য। এই মন্ত্রীর পুত্র জয়ধন রাজা লাঙ্গল ধনের সেনাপতি ছিলেন। লাঙ্গল ধনের পুত্র ক্ষুদ্রজিন (রাজনামায় ক্ষত্রজিত) ও সমুদ্রজিত। রাজা লাঙ্গল ধন পরলোক গমন করিলে তদ্‌পুত্র ক্ষুদ্রজিন রাজপাটে বসেন। রাজা ক্ষুদ্রজিনের প্রথম পুত্রটি অল্প বয়সে মৃত্যু হইলে তাঁহার মনে অত্যধিক আঘাত লাগিয়া তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হয়। অতঃপর তাঁহার কনিষ্ঠ সমুদ্র-জিতকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন পূর্বক সংসার ত্যাগ করেন। *২ রাজা সমুদ্র জিতের কোন পুত্র

*২ রাজনামায় ক্ষত্রজিতের পুত্র সমুদ্রজিত বলা হইয়াছে। পিতার বিয়োগে এই সমুদ্রজিত কলাপনগর আবিষ্কার করেন। তিনি চম্পক নগর হইতে মৃগয়ায় গিয়া এক কস্তুরী মৃগের পশ্চাদ্ধাবন পূর্বক দল-বল ছিন্ন হইয়া হিমালয় পর্বতের কোন শাখা পর্বতে কলাপ নগরে গিয়া উপস্থিত হন। কলাপনগর এক ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্যের রাজধানী বটে। ঠাকুরমার উপকথার ন্যায় এতদ্‌সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আছে তাহা পরে প্রদত্ত হইল।

বাবু মাধব মাষ্টার কর্মি রাজনামায়, উল্লেখ করিয়াছেন যে হিমালয় পর্বতের কলাপনগর হইতে রাজ শ্যামল হিমালয়ের পাদদেশে সমতল ভূমিতে রাজধানী স্থানান্তর পূর্বক এক

সন্তান ছিল না। সুতরাং তাঁহার পরলোক গমনের পর উক্ত জয়ধন সেনাপতির পুত্র সুভল। *৩ সুভলের পুত্র শ্যামল রাজপাঠে অধিষ্ঠিত হন। তৎপুত্র সেন্ধ্যাসুর ও চান্দাসুখ *৪

নগর প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তৎপুত্র চম্পকলী আমার নামেই উক্ত নগরটিকে চম্পকনগর নামে নাম রাখেন। ইহা তাহার পিতৃদেবের বিজোগের সহিত মিল নাই। কোনটি সত্য বলা কঠিন।

কলাপ নগরের বিবরণ ঃ

রাজা সমুদ্রজিত একদা দলবল লইয়া শিকারে গমন করিলে এক বনখণ্ডে বহু বন্য পশুর পদচিহ্ন দেখিতে পাইয়া সেই বনভূমি চতুর্দিকে বেষ্টন করিতে আদেশ দন। আরও আদেশ করিলেন যে কোন শিকার যেন কাহারও সম্মুখ দিয়া পলাইয়া না যায়। কিন্তু দৈব দুর্বিপাকে এক কস্তুরী মৃগ রাজ-সম্মুখ দিয়া পলাইয়া যায়। রাজা তাঁহার আদেশ ও অঙ্গীকার মতে মৃগের পশ্চাধাবন করেন। কস্তুরী মৃগের সুঘ্রাণ অনুসরণ করিতে করিতে মৃগের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া দূর দূরান্তে বন প্রদেশের বহু স্রোতস্বী ও পর্বত শৈলচূড়া অতিক্রম করিতে করিতে দলবল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। এইরূপে মৃগের অনুসরণ করিয়া এক শৈল শিকড়ে মৃগকে বানাহত পূর্বক বধ করিতে সমর্থ হন। তখন প্রায় সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ, সন্ধ্যা সমাগম হয়। এই অসময়ে গভীর বন-প্রদেশে হরিণটা পাইলে কি হইবে? তিনি তখন দলবল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া

রাজ শ্যামলের পরলোক প্রাপ্তির পর তৎ জ্যৈষ্ঠপুত্র সৈন্ধ্যাম্বুর রাজ সিংহাসনে বসিয়া অল্পকাল রাজত্ব করার পর কণিষ্ঠ চান্দাম্বুখকে রাজ্যভার অর্পণ পূর্বক স্বপ্রতিষ্ঠিত বুদ্ধ মন্দিরে বুদ্ধ মূর্ত্তির সম্মুখে সমাধি করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি বুদ্ধ মূর্ত্তিতে লয়প্রাপ্ত হইয়াছেন। তদ্‌বধি বুদ্ধ মূর্ত্তিকে আর এক নামে চাক্‌মারা সেন্ধ্যামনি বলিয়া থাকে। বিশেষতঃ রাঙ্গুনীয়ার রাজা নগরের বুদ্ধ মূর্ত্তিকে চাক্‌মা

সাথীহীন একা। তন্মধ্যে রাত্রি সমাগম হইতেছে। হরিণটা কোথায় লইয়া যাইবে? এই হিংস্র বন্যজন্তু সংকুল বনপ্রদেশে কোথায় আশ্রয় নিবে? এইসব চিন্তা করিতে লাগিলেন। আশ্রয় স্থান সন্ধান করিতে করিতে এক শাখা বিশিষ্ট প্রকাণ্ড ও সুউচ্চ বৃক্ষ পাইলেন অনতিদূরে আর একটি বৃক্ষের নিম্নশাখায় হরিণের মৃতদেহটি লতার দ্বারা ভালভাবে টাঙ্গাইয়া রাখিলেন। তিনি সেই সুউচ্চ গাছটিতে আরোহণ করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাত্রি গভীর হইলে হরিণের মৃতদেহ হইতে আলো বিচ্ছুরিত হইতে আরম্ভ করে। হরিণের মৃতদেহ হইতে এরূপ জ্যোতি স্ফুরণ হইতে দেখিয়া রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং জ্যোতি অবলোকণ করিয়া উক্ত বৃক্ষে বিনিদ্র রজনী কাটাইলেন রাত্রি শেষে প্রভাতের আলো বিকাশ পাইতে থাকিলে এবং বন্য মোরগের ডাক শুনিয়া ভোরের আভাষ পাওয়াতে রাজা বৃক্ষ হইতে নামিয়া পড়েন। হরিণের মৃত দেহটির নিকট গিয়া দেখেন তখনও হরিণের কপোলদেশ

জাতিরা সেন্ধ্যামুনি বলিয়া আসিতেছে। ইহা কতদূর সত্য বলা কঠিন। ০৫ রাজা সেন্ধ্যাসুরের একটি মাত্র কন্যা ছিল নাম হিরণ কুমারী। *৬ রাজ কুমারী হিরণ কুমারীর ও একটি উপাখ্যান আছে। ০৭ সে যাহা হউক সেন্ধ্যাসুরের কনিষ্ঠ

হইতে আলো বিকিরণ হইতে ছিল। হরিণটি বৃক্ষ হইতে নামাইয়া দেখিতে পান যে হরিণটির কপোলদেশ অন্য হরিণের কপোলদেশ হইতে ভিন্ন। কপোলদেশ প্রশস্ত ও কপোলদেশে একখানি উজ্জল পাথর আছে। সেই পাথর হইতে আলো বিকিরণ হইতেছিল। আরও আশ্চর্য্য হইলেন যে মৃগের লেজে দুইটি থলিয়া আছে। সেই থলিয়া হইতে কস্তুরী গন্ধ বিস্তার হয়। রাজা মৃত হরিণের দেহটি লইয়া জনপদ বিহীণ গহণ অরণ্যে কোথায় যাইবেন চিন্তা করিলেন। অতঃপর হরিণের কপোলদেশ হইতে উজ্জল পাথরখানি ও লেজ হইতে কস্তুরী থলিয়াগুলি কাটিয়া লইয়া পকেটে পুরিলেন এবং লোকালয় অনুসন্ধানের জন্য মধ্যে মধ্যে বৃক্ষশীর্ষে উঠিয়া চতুর্দিকে দূরদূরান্তে অবলোকন করিতে থাকেন এরূপ সুতীক্ষ্ম দৃষ্টিতে অবলোকন করিতে করিতে উত্তর পূর্বকোণে পার্বত্য প্রদেশে অতি সুদূরে ধুম্র উত্থিতের ন্যায় দেখিতে পাইলেন। সুতরাং রাজা ধুম্র লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ বৃক্ষশীর্ষে আরোহণ পূর্বক উক্ত ধুম্র চাহিয়া দেখেন। এরূপ পর্বত শিকড় ঝরণাদি অতিক্রম করিতে করিতে অবশেষে প্রকৃত ধুম্র বলিয়া চিনিতে পারেন। অতঃপর ক্রমশঃ ধুম্রের নিকটবর্তী হইয়া কুকুরের

পুত্র চান্দাসুখ রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া সারাজীবন দান-ধর্মে ও বিবিধ ধর্মশাস্ত্র আলোচনায় রত থাকেন। তাঁহার রাজদরবারে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি ও ধার্মিক ব্যক্তি স্থান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু লেখকের পিতৃদেবের বিয়োগে ছান্দা সুখের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ রাজা সাধেং গিরী জন্মধারণ করেন বলিয়া উল্লেখ আছে রাজা চান্দাসুখ স্বর্গগত হইলে পিতার আসনে বসিয়া রাজ্যভার গ্রহণ

ঘেউ ঘেউ চীৎকার ধ্বনি শুনিতে শুনিতে এক খনন করা খাদ ও গাছ পাথরের কেল্লা দেখিতে পান। সুতরাং কেল্লার পাশেপাশে যাইতে যাইতে কেল্লার দরজায় উপস্থিত হইলেন। দরজায় স্ত্রীলোক শান্ত্রী কতিপয় নিদ্রায় অভিভূত দেখিলেন। উহারা প্রভাত আভায় বিভোরে ঘুমাইতেছিল। সুতরাং রাজা সমুদ্রজিত বিনা বাধায় কিল্লার ভিতর প্রবেশ করিলেন কিয়দ্দূর প্রবেশ করিবার পর বহু সশস্ত্র স্ত্রীলোক আসিয়া রাজাকে ঘিরিয়া ফেলে এবং বন্দী করে। রাজা—আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করেন নাই। অতঃপর তাহাদের রমণী রাজ কল্পাবতীকে সংবাদ প্রদান করেন। রমণী রাজের আদেশে রাজাকে কারাগারে নিক্ষপ করা হয়। যত রাত্রি হইতে থাকে কারাগারের রাজার দেহ হইতে আলো বিকীরণ হইতে থাকে শান্ত্রী স্ত্রীলোকগণ ইহা দেখিয়া অন্য স্ত্রীলোকদিগকে এবং পরে রমণীরাজকে উক্ত সংবাদ জানায়। অতঃপর রমণীগণ সহ স্বয়ং রমণীরাজ অন্তরাল হইতে উহা দেখিতে পান। বন্দীর দেহ হইতে সুগন্ধও বিস্তার হইতেছিল।

করেন। প্রবাদ আছে তদরাণী একদা এক ব্যাধজাতীয় ব্যক্তি হইতে একটি শুকপাখী খরিদ করিয়া রাখেন। ব্যাধ লোকটি উক্ত শুক পাখীটি বাজারে বিক্রয় করিবার নিমিত্ত গিয়াছিল। রাণী পাখীটি অতি যত্নের সহিত পালন করিয়া পাখীটিকে পোষ মানান। রাণী সেই শুক পাখীর একটি জোড়া পাইবার জন্ত বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু মিলাইতে পারিলেন না। (এই সমস্ত কাহিনী ঠাকুরমার রূপকথার ন্যায়। ইতিহাসে এই সমস্ত আখ্যান যুক্তিযুক্ত নহে। অথচ এই সমস্ত আখ্যানের ভিতর জাতীয় ইতিহাসের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তদ্‌নিমিত্ত এই সমস্ত উপাখ্যানাদি প্রদত্ত হইল।)

রাণী শুকের জোড়ার জন্ত সদা সর্বদা কাতরতা প্রকাশ করিতেন। সুতরাং রাজা সাধেংগিরী রাণীর তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত একদা ব্যাধ জাতীয় লোক সমভিব্যবহারে দলবল সহ

বন্দী করার সময়ও রমণীগণ তাহার দেহের সুগন্ধে মোহিত হইয়াছিল। কারাগারে নিক্ষেপ করার তাহাদের আদৌ ইচ্ছা ছিলনা। তখনও রমণীগণ রমণিরাজকে উহা জানাইয়াছিল। রমণীরাজ এই দৃশ্যে বিস্মিত হইলেন। বন্দী দেবতা না মনুষ্য রমণিগণের দ্বারা বন্দী হইতে রমণীরাজ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বন্দী তাহার আদ্যোপান্ত বিবরণ বর্ণনা করিয়া চম্পক নগরের রাজা বলিয়া পরিচয় দেন। অনন্তর রাজা সমুদ্রজিতকে কারাগার হইতে স্থানান্তর করিয়া একটি সুসজ্জিত গৃহে নিয়া রাখা হইল। এই রমণীরাজ এই পার্বত্য প্রদেশের

শুকপাখী ধরিবার নিমিত্ত হিমালয় পর্বতের শাখা শৃঙ্গে অভি-যান করেন। এই শুকপাখীর অভিযানে গিয়া হিমালয়ের এক শাখা চূড়ায় এক ধ্যানমগ্ন ঋষীর সাক্ষাৎ পান। রাজা এই ঋষীৎ সাক্ষাৎ পাইয়া শুকপাখী ধরার কথা ভুলিয়া ঋষী সন্নিধানে ছয়মাস কাল অতিবাহিত এবং ঋষীর নিকট বিবিধ যোগ প্রণালী, ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মকর্মাদি শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি ছয়মাস পরে চম্পক নগরে ফিরিয়া আসেন। নগরে ফিরিয়া গিয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত ধর্ম কর্মাদি দানযজ্ঞ বিবিধ মাঙ্গলিক ক্রিয়াদি প্রজাদের নিকট প্রচার করেন। তন্মধ্যে স্বর্গগত পূর্বপুরুষ উদ্ধারের পূজা বা যজ্ঞ, জাতীয় ভাষায় অন্নদান যজ্ঞ বা ভাত দিয়া জীব পূজা। ইহাও বুদ্ধ পূজা। অতঃপর সারেংগিরী তৎপুত্র ধর্মসুখকে রাজ্যভার অর্পণ পূর্বক বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া হিমালয়ের কোন এক শৃঙ্গে যোগ সাধনার জন্য গমন করেন। তিনি গমনকালে পুত্র ধর্মসুখকে ইহাও

রাজার একমাত্র কন্যা। রাজা এই একমাত্র কন্যা কল্লাবতীকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। কল্লাবতীর শৈশব অবস্থায় তাহার মাতার মৃত্যু হয়। কল্লাবতীর পিতার মৃত্যুর পর প্রজাগণ ও অমাত্যবর্গ তাঁহাকে রাজপাটে বসাইয়া অমাত্যবর্গ তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। কল্লাবতী দুর্গের মধ্যে রমণী কর্মচারী ও রমণী সৈনিকের দ্বারা পরি-বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করেন। চম্পক নগরের রাজা এই সমুদ্রজিতের সহিত কল্লাবতীর যথাসময়ে পরিণয় উৎসব

বলিয়া যান যে ১২ বৎসর পূর্ণ হইলে রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমে হিমালয়ের শাখাশৃঙ্গে যথায় শুক পাখীর পাল দেখিতে পাইবে তথায় শুক পাখীর অনুসরণ করিলে তাঁহার তপোবনের সন্ধান পাইবে এবং তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। পিতার নির্দেশ মত রাজা ধর্ম্মসুখ বার বৎসর গতে তাঁহার পিতার সন্ধানে দলবল সহ বহির্গত হন এবং একপাল শুক পাখীর অনুসরণ করিতে করিতে ফল-পুষ্প মুকুলে শোভিত সুরম্য বন প্রদেশে পিতার শঙ্খ ধ্বনি শুনিতে পান। অতঃপর চতুষ্কোণ বিশিষ্ট চারিটি অশ্বত্থ বধ বৃক্ষের মধ্যস্থলে ভস্মস্তুপের উপর তাঁহার পিতাকে যোগাসনে দেখিতে পান। তাঁহারা আরও দেখিতে পান যে চারিটি অশ্বত্থ বৃক্ষে পরস্পর সংলগ্ন উপরিভাগে চাঁদোয়ার ন্যায় একখানি মাকড়সার জাল অবস্থিত রহিয়াছে। তাহারা তাঁহাকে দেখিবা মাত্রই তাঁহার দেহ হইতে হঠাৎ ব্রহ্ম যোগানল

সম্পাদিত হয়। অতঃপর চম্পক নগরে দূত পাঠান হয় এবং কলাপন্ত চম্পকনগরের সহিত যোগ করিলেন।

৩। রাজনামায় আছে সুবল।

৪। রাজ নামায় শ্যামলের পুত্র সাধেংগিরী বলা হইয়াছে।

৫। রাজনামায় সেন্ধ্যাসুরকে চেঙ্গ্যাসুর বলা হইয়াছে এবং তাঁহাকে সাধেংগিরীর পুত্রও বলা হইয়াছে। কোনটা সত্য বলা যায় না।

৬। কিন্তু রাজনামায় চৈঙ্গ্যাসুরের দুইটি পুত্র উল্লেখ আছে। যথা ধর্ম্মসুর ও চম্পাসুর।

প্রজ্জ্বলিত হইয়া ভস্মীভূত হইয়া যান এবং পরক্ষণেই শূন্যরথ উড্ডীয়মান হইয়া তালবাদ্য সহকারে শূন্যপথে উর্দ্ধাকাশে চলিয়া যাইতে দেখিতে পায়। তাহারা আরও শুনিতে পাইল যে রথে কে বা কাহারা মন্ত্রপাঠ করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত শূন্য রথ হইতে একটি আগর তারা মাটিতে ফেলিয়া দেয়। শূন্য রথটি হস্তীদ্বারা ধানা হইতেছিল। ধ্বজেতে বানর শুকপাখীর পাল উড়িয়া উড়িয়া ধ্বজস্তম্ভের মাথায় বসিতেছে-এরূপ দৃশ্য দেখিতে পাইল ৭

এই কাহিনী বর্ত্তমান যুগে বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও অদ্যাবধি চাকমা সমাজ উহার অনুকরণ করিয়া থাকে। মানুষ পরলোক প্রাপ্ত হইলে সাধেংগিরী রাজার শূন্যরথের অনুকরণে হস্তী, বানর, শুকপাখী ও রথ প্রস্তুত করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ভস্মস্তূপের চারিকোণে চতুষ্কোণ অবস্থায় যে চারিটি অশ্বত্থ বট অবস্থিত ছিল সেই চারি অশ্বত্থ বট বৃক্ষে সংলগ্ন অবস্থায় মাকড়সার জাল তাহাদের দৃষ্টি গোচর হইয়াছিল তদনুরূপ মৃত ব্যক্তির দাহক্রিয়া করিবার সময় অদ্যাবধি চারিটি বাঁশ পুতিয়া পাতলা বস্ত্রদ্বারা মাকড়সার জালের অনুরূপ উক্ত চারিটি বাঁশের

৭। রাজা সেন্ধ্যাসুর বা চৈঙ্গাসুর লয়প্রাপ্ত হওয়ার পর হইতে রাজকন্যা হিরণ কুমারী বুদ্ধ মূর্ত্তিটিকে প্রত্যহ প্রাতঃ সন্ধ্যা পূজা অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করেন। মন্দিরটি রাজ-বাড়ীর অনতিদূরে অবস্থিত ছিল।

(অসমাপ্ত)

আগায় বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং তালবাদ্যও বাজান হয়। উক্ত তাল স্বর্গ বাদ্যের তাল বলা হইয়া থাকে এবং রথ হইতে ভূমে নিক্ষিপ্ত সাধেংগিরী তারার মন্ত্রও পাঠ করা হইয়া থাকে। ইহা বর্তমান কুসংস্কার বলিলেও সমাজে আজও প্রচলিত রহিয়াছে এবং সাধেংগিরী রাজার স্বর্গে গমন এই ঘোষণাও সমস্ত চাকমা জগতে ঘোষিত হইতেছে। সে যাহা হউক তদ্‌কালে ভারতে সমাধি ও যোগ সাধনার একটা প্রেরণা জেগেছিল, এতে সন্দেহ নেই। সেই যুগ আধ্যাত্মিক যুগ বলিয়া বলা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাজা ভীমঞ্জয় ও সেনাপতি কালাবাঘা

বাবু মাধব চন্দ্র চাকমা কর্ম্মীর রাজনামায় রাজা সাধেংগিরীর পুত্র চৈজ্যাসুর ও তৎপুত্র ধর্ম্মাসুর ও চম্পাসুর আছে। কিন্তু আমার পিতৃদেবের বিজোগে সাধেংগিরীর পুত্র ধর্ম্মসুখ ও তৎপুত্র দ্বিতীয় সুধন্ন, তৎপুত্র চম্পাসুর ও তৎপুত্র (১) সুমেসুর (রাজনামায় সমেসুর) (২) দেবসুর, (৩) বিস্বুসুর (রাজনামায় বিস্বুসুর রাজপাটে বসেন নাই)। কিন্তু গ্রন্থকারের পিতার বিজোগে সুমেসুর রাজা হন এবং তদপর বিস্বুসুর ও সিংহাসনে বসেন। কিন্তু দ্বিতীয় পুত্র দেবসুরের সিংহাসন লাভের কোন উল্লেখ নাই। রাজনামায়ও উল্লেখ নাই। রাজা বিস্বুসুরের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় সুমেসুরের পুত্র ভীমঞ্জয় রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা ভীমঞ্জয়ের কালাবাঘা নামক এক সেনাপতি ছিল। তাহার পর্বত প্রমাণ কৃষ্ণ দেহ ও ভীমশক্তি ছিল বলিয়া তাহার উক্ত নাম। একটি বিশেষ বিবরণ রহিয়া গিয়াছে। তাহা হইল এই বর্ণিত দলের শাক্যেরা স্বদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া ক্রমে শ্যামদেশে গিয়া বসতি স্থাপন করে এবং তথায় রাজা চম্পকলী তাঁহার নামে রাজধানী চম্পক নগর রাখেন। ইহা লেখকের পিতৃদেব

হইতে প্রাপ্ত বিজোগ মতে লিখিতে বাধ্য হইলাম। এই চম্পক নগর হইতে পরবর্তীকালে চম্পক জাতি বলিয়াও আর এক নামে প্রকাশ পায়। তথা হইতে এক কালে ব্রহ্মরাজ্য আক্রমণ করিয়া ব্রহ্মদেশের ঐরাবতী নদীর পূর্ব পাড় জয় করিয়া বিজয় পতাকা উত্তোলন করেন। এবং তথায় ঐরাবতীর তীরে ২য় চম্পক নগর স্থাপন করেন। তখন ব্রহ্মবাসীরা শামা ছামা বলিয়া আখ্যা দিয়াছিল। ইহার অর্থ শ্যামদেশবাসী আসিয়াছে। এই দ্বিতীয় চম্পকনগর উত্তর ব্রহ্মে বলিয়া মনে হয়। এখনও উত্তর ব্রহ্মে সান বলিয়া এক জাতি আছে ঐ স্থানকে সান প্রদেশ বা সান জেলা বলা হইয়া থাকে। ব্রহ্ম ইতিহাস সুজ্যং কাথাং জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে যে তদ্‌কালে এক সময় ব্রহ্মদেশ তিনভাগে বিভক্ত ছিল। এক অংশ আরাকান রাজ্যের অধীনে, এক অংশ চাক্‌মা রাজের অধীনে আর এক অংশ ব্রহ্ম রাজার শাসনে ছিল। দ্বিতীয় আরাকান ইতিহাস দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদফু'তে ভুরিভুরি প্রমাণ রহিয়াছে। রাজা ভীমগুয় এই দ্বিতীয় চম্পক নগরে ছিলেন। তাঁহার পূর্ববর্তী পুরুষগণ যেমন সমুদ্রজিত, সেন্ধ্যাসুর, চান্দাসুখ, সাধেংগিরী রাজগণ কোন চম্পকনগরে ছিলেন বলা যায় না। সে যাহা হউক রাজা ভীমগুয় তাঁহার উক্ত সেনাপতি কালা বাঘাকে আসাম অভিযান করিতে আদেশ দেন। সেনাপতি কালা বাঘা আসামের কিয়দংশ জয় করেন। রাজা ভীমগুয় এই বিজিত দেশকে উক্ত সেনাপতির নামানুসারে কাল বাঘা রাজ্য বলিয়া রাখেন। তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়া ৩য়

চম্পক নগর নাম দেন। এই দুই চম্পক নগরে রাজা ভীমঞ্জয় ও তদ্‌পুত্র সাং বুদ্ধা এবং পরবর্তীগণও উভয় নগরে আসা-যাওয়া করিয়া রহিয়াছিলেন। অর্থাৎ উভয় রাজধানীতে কিছুকাল কিছুকাল করিয়া বাস করিয়াছিলেন। রাজা ভীমঞ্জয় একদা মৃগয়ায় গিয়া হিমালয়ের এক গিরি শিখরে এক মন্দির দেখিতে পান এবং মন্দিরাভ্যান্তরে বুদ্ধমূর্তি ও বুদ্ধের অমিয় বাণী কতকগুলি মন্ত্র খোদিত দেখিতে পাইয়াছিলেন। সুতরাং খোদিত মন্ত্রগুলির সারমম বুঝিয়া রাজা ভীমঞ্জয়ের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। এমতাবস্থায় তৎপুত্র সাংবুদ্ধাকে রাজ্যভার অর্পণ পূর্বক তিনিও বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া তপস্যায় গমন করেন। তদ্‌কালে ভারতে আধ্যাত্মিক যুগ ছিল, ইহা সন্দেহ নাই। রাজা সাংবুদ্ধা অল্পদিন রাজ্য শাসন করার পর পরলোক প্রাপ্ত হইলে তৎপুত্র উদেয় গিরী রাজ্যভার গ্রহণ করেন। *৮ সাংবুদ্ধার তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ বিজয়গিরী, মধ্যম উদেয় গিরি ও কনিষ্ঠ চমকাগরি।

৮। এখানেও বাবু মাধব চাকমার রাজনামার সহিত অমিল। পিতার বিজোগে সাংবুদ্ধার পুত্র বিজয়, উদেয়গিরি—এই কথা মিল আছে কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন, সাংবুদ্ধার পুত্র বিজয় গিরি, কনিষ্ঠ উদেয় গিরি দুই ভাই। কিন্তু পিতার বিজোগে জ্যেষ্ঠ বিজয় গিরি ও কনিষ্ঠ চমক গিরি, মধ্যম উদয় গিরি—তিন ভাই ইহা গেংখুলী গীতেও চাকমাদের মুখে মুখে রহিয়াছে। সুতরাং আমি পিতার বিজোগ, গেংখুলী গীতি ও চাকমা জাতিতে মুখে মুখে যাহা রহিয়াছে—এইসব অনুসরণ করিয়া সাংবুদ্ধার পুত্র বিজয়গিরি, উদয়গিরি ও চমকগিরি বলিয়া লিখিয়াছি।

তৃতীয় অধ্যায়

যুবরাজ বিজয়গিরি

আসামের কালাবাঘা রাজ্যের শাসনকর্তা সেনাপতি কালা বাঘার মৃত্যু হইলে রাজা সাংবুদ্ধার পুত্র বিজয়গিরিকে কালা বাঘা রাজ্য শাসন করিবার নিমিত্ত ভার অর্পণ করেন। এই সময় আরকানের মগ জাতিরা দুর্দান্ত হইয়া উঠে। কালা বাঘা রাজ্য ও আসামের অন্যান্য স্থানে, ত্রিপুরা রাজ্যে, বঙ্গদেশের নানাস্থানে মগদস্যুরা অতর্কিতে লুণ্ঠতরাজ করিত। মগ দস্যুদের অত্যাচারে বহু জনপদ গ্রাম-নগর জনশূন্য হইয়া বিজন অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল তদ্ধেতু মগদের অত্যাচারে তিক্ত হইয়া যুবরাজ বিজয়গিরি মগ দমনের নিমিত্ত সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন এবং পিতার অনুমতি চাহিয়া বহু সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রদিতে সজ্জিত হইতে লাগিলেন। যুবরাজ বিজয় আরকান অভিযানে প্রস্তুত হইতেছেন সংবাদ পাইয়া ত্রিপুরার মহারাজ বিজয়ের নিকট দূত পাঠাইয়া দেন। অতঃপর যুবরাজ বিজয় ও ত্রিপুরাধিপতি উভয়ে এক বৈঠকে মিলিত হন এবং উভয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে আবদ্ধ হন। সুতরাং ত্রিপুরা মহারাজও হৈ চৈ নামক একদল সৈন্য যুবরাজ বিজয়ের সৈন্যদলের সহিত যোগ করিয়া দেন। উক্ত ত্রিপুরা সৈন্য অপর সেনাপতি কুঞ্জধনের অধীনে দেওয়া হয়। অধিকন্তু বহু দেশের বহু জমিদার ও বাঙ্গালী

সৈন্য দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করেন। ইহাতে বিজয়ের সৈন্যদল পুষ্ট হয়। কালাবাঘা রাজ্যের ৯ আরাকান সীমান্তে অর্দ্ধপথে ঠেঙ্গা নদীর পাড়ে শিবির সংস্থাপন করেন। এই শিবির ১০ হইতে যুবরাজ বিজয় প্রধান সেনাপতি রাধা মোহনকে আরকান আক্রমণ করিতে আদেশ দেন। অতর্কিত আক্রমণে মগদের গ্রামের পর গ্রাম জনপদগুলি ধ্বংস করিতে করিতে শঙ্খ উপত্যকা দিয়া চট্টগ্রামে (তদ্‌কালে চাঁটীগাঁও) রাধা মোহন সেনাপতি নুতন শিবির সংস্থাপন করেন। তথা হইতে ইধাং নামক পর্বতের সন্নিকটে বর্তমান কর্ণফুলী মোহনার ধ্যাং পাহাড়ে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ক্রমে তৌণ মুহুরী মাতা মুহুরী উপত্যকা দখল করিয়া নিয়া ক্রমে নাগা ঠেগে গিয়া মগ সৈন্য ও চাক্‌মা সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ক্রমে মংধু, ভূসিটং, রাসিধং কলাদিনী মাইয় নদীর উপত্যকা দখল করিয়া লয়। স্বয়ং রোয়াং রাজ যুদ্ধে আসিয়া সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ক্রমে সেনাপতি রাধা মোহন খ্যাং রাজ্য এবং অক্সা রাজ্যও জয় করিয়া লন। প্রত্যাবর্ত্তন পথে কিরাত রাজ্য (কুকি রাজ্য) কালঞ্জয়ের রাজ্য জয় করিতে অগ্রসর হন। কিরাত রাজ কালঞ্জয় সংবাদ পাইয়া পাথরী কিল্লা রচনা করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকেন। রাধা মোহন পনর দিন পর্যন্ত

৯। কালাবাঘা রাজ্য বর্তমান শ্রীহট্ট জেলা বলিয়া সকলেই অনুমান করেন।

১০। শিবির—ঘাটি, চাক্‌মা কথায় গ্বারাদ বা গারদ।

কিল্লা অবরোধ করিয়া পনর দিন পরে কালঞ্জয়কে বধ করিতে সমর্থ হন। কালঞ্জয় রাজ্যের পতন হইলে পর্বতজাত মণিমানিক্য ও গজ মুক্তাদি বৃহৎ গজদন্ত, গণ্ডারের শৃঙ্গ ইত্যাদি বহু মূল্যবান ধনরত্ন লাভ করিলেন। সেনাপতি রাধা মোহন দিগ্বিজয় সমাপ্ত করিয়া চাক্কা ধাঁওতে শিবির সংস্থাপন করেন এবং যুবরাজ বিজয়গিরির নিকট দূত প্রেরণ করিয়া যুদ্ধ জয়ের সংবাদ প্রদান করিলেন। এদিকে অন্যতম সেনাপতি কুঞ্জধন রিয়াং দেশ মুরুং দেশ জয় করিলেন। দূত মুখে বিজয় দেশ জয়ের সংবাদ শ্রবণ করিয়া কালাবাঘা রাজ্যের সীমান্তবর্তী ঠেওয়া নদীর তীরস্থ শিবির চাক্কা ধাঁওতে গিয়া সেনাপতি রাধা মোহনের সহিত মিলিত হন। ইতিমধ্যে অন্যতম সেনাপতি কুঞ্জধনও তথায় একত্রিত হন। অতঃপর রাধা মোহন স্বদেশ দ্বিতীয় চম্পক নগরে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য যুবরাজ বিজয়-গিরির অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। যুবরাজ সেনাপতির প্রার্থনা মঞ্জুর করায় রাধা মোহন সেনাপতি স্বদেশাভিমুখে গমন করেন। স্বয়ং যুবরাজ ও আঠার দিন পর প্রত্যাবর্তন করিবেন বলিয়া রাধা মোহনকে বলিয়াছিলেন। ইহার পর যুবরাজ বিজিত রাজ্য সমূহের শাসন-শৃঙ্খলায় মনোযোগ দেন এবং ইহাতে যুবরাজের দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়। বিজিত রাজ্যে শৃঙ্খলা বিধান সমাপ্ত করিয়া এবং উপযুক্ত প্রতিনিধি নিযুক্ত করত: তিনিও সদলবলে সৈন্যসেনা সহ স্বদেশ অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন এবং অর্ধপথ গিয়া শিবির সংস্থাপন

পূর্বক চম্পক নগরে তাঁহার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ জানাইবার নিমিত্ত দূত পাঠাইয়া দেন। যথাসময়ে দূত চম্পক নগরে যুবরাজ বিজয়গিরির আগমন সংবাদ জানাইতে গিয়া দেখিতে পান যে ইতিমধ্যে বৃদ্ধ রাজা সাংবুদ্ধা পরলোকগমন করিয়াছেন। অতঃপর রাজ্য রাজাহীন হওয়াতে রাষ্ট্রবিপ্লব ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ আশঙ্কায় অমাত্যবর্গ ও প্রজাবৃন্দ কনিষ্ঠ কুমার উদেয় গিরিকে সিংহাসনে বসান। কণিষ্ঠ যুবরাজ অনিচ্ছা সত্বেও রাজ্যভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যুবরাজ বিজয় দেশে ফিরিয়া আসিলে তিনি সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। বিজয় গিরির দূতের সাথে কনিষ্ঠ উদেয় জ্যেষ্ঠকে আগু বাড়াইয়া লইবার নিমিত্ত একজন মন্ত্রীও পাঠাইয়া দিলেন। যথাসময়ে প্রেরিত মন্ত্রীসহ দূত যুবরাজ বিজয়গিরির নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে দূত ও মন্ত্রী উভয়ে সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত যুবরাজকে শ্রবণ করাইলেন। সুতরাং যুবরাজ বিজয় সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া পিতার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে দানক্রিয়া ও অশৌচ পালন করিয়া সপ্তদিন অতিবাহিত করেন। অতঃপর সৈন্য সেনাপতিগণের নিকট তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তিনি আর স্বদেশে ফিরিয়া না যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বিজিত রাজ্যেই থাকিয়া যাইবেন বলিয়া মনস্থির করিয়াছেন। কারণ স্বদেশে ফিরিয়া গেলে ছোট ভাইয়ের প্রতি অন্যায় করা হইবে। সেনাগণ যুবরাজ বিজয় গিরির প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত ছিল। সুতরাং তাহারাও

তাঁহার সাথে থাকিয়া যাইবে বলিয়া সকলেই মত প্রকাশ করিল। সুতরাং তাঁহার সঙ্গে সবাই রহিয়া গেল। নব বিজিত রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া ক্রমে চা-প্রেই কুলে ব্রহ্মরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হন। অতঃপর সকল জাতি হইতে পত্নী গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সেনাগণকে আদেশ দিলেন এবং তিনিও স্বয়ং তদ্দেশীয় উচ্চ বংশজাত রূপলাবণ্য আরী জাতির সুন্দরী রমণীর পাণি গ্রহণ করিলেন। যথাসময়ে ও শুভলগ্নে চারিটি হাতীকে নানা প্রকারে সজ্জিত করিয়া গজশ্রেষ্ঠ ধবলগিরি নামক হস্তীপৃষ্ঠে মহাসমারোহে রাজ্যাভিষেক উৎসব সম্পন্ন করেন। ০১১ অপর তিনটি হস্তীর নাম যথাক্রমে মণিধর, সুরন্দব ও গিরীধর। শাক্য বংশীয়রা এই প্রকারে কন্যা বিবাহ করিয়া এক প্রকার জাতিভ্রষ্ট ও ধর্মভ্রষ্ট হইল। পূর্বতন শাক্যগণ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেও জাতীয় চিহ্ন স্বরূপ ক্ষত্রিয়েরা (পৈতা) ধারণ করিত। শাক্যবংশ ক্ষত্রিয়েরা পূর্বে স্বীয় জাতিকে অতি উচ্চ বংশীয় মনে করিত। আভিজাত্য গর্বে অন্য জাতি হইতে বিবাহ করা এবং অন্য জাতিকে কন্যা সম্প্রদান করা রীতি-বিরুদ্ধ ছিল। এইবার নানা বিজাতীয় কন্যার পাণি গ্রহণ করাতে সন্তান সন্ততিগণ পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় কুলের রক্ত সংমিশ্রণে চরিত্রগত দোষগুণ লাভ করিয়াছিল এবং

১১। বিজয়গিরির আরকান অভিযান বাবু সতীশ ঘোগ চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

আকৃতি-প্রকৃতি-বর্ণ বিবিধরূপ হইয়া অভিনব জাতিতে পরিণত হইল। মূল শাক্য বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ আদিকালে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেও বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ক্ষত্রিয়দের যেরূপ উপবীত ছিল সেই উপবীত বর্জন করেন নাই। ইহা আদি ক্ষত্রিয়দের জাতীয় চিহ্ন বটে। এই শাক্য বংশধরগণ বিদেশে থাকিয়া বিজাতীয় সংশ্রবে আসিয়া ধীরে ধীরে পরবর্তীকালে উহা সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া ফেলিয়াছে। বলা বাহুল্য আসামের অন্তর্গত কালাবাঘা রাজ্যে বর্তমানে শ্রীহট্ট জেলায় ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরাদের সহিত প্রতিবেশী হিসাবে বাস করায় তাহারা বহু পূজা পার্বণাদি ত্রিপুরা জাতি হইতে গ্রহণ করে। আবার রাজা বিজয় গিরি আরকান বিজয় করিয়া বহুশত বৎসর আরাকানে মগদের সহিত প্রতিবেশী হিসাবে কালযাপন করিয়াছিল। বলিতে গেলে অন্ততঃ হাজার দেড়েক বৎসর যাবত বর্তমান শাক্যজাতি মূল শাক্যবংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে এবং বিদেশীয় জাতিদের সহিত পাশাপাশি বাস করিয়া তথাপি ত্রিপুরা ও মগ ভাষা একটুও গ্রহণ করেন নাই। চাক্‌মাদের ভাষা অনুসন্ধান করিলে পূর্বতন ভাষা পালি সংস্কৃত শব্দ এবং শুদ্ধ বঙ্গ ভাষার শব্দ বহুল পরিমাণে পাওয়া যাইবে। অবশ্য পরে মুসলমান রাজত্বের সময় সামান্য মাত্র মুসলিম আরবী-পার্শী ভাষার শব্দ চাক্‌মা ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহা নগণ্য বলিলেই হয়। ইহা স্বাভাবিক। প্রত্যেক জাতির ভাষায় উহা ঘটিয়াছে।

ইহাতেও প্রমাণ হয় যে, অনার্য ভাষা চাকমারা মোটেই গ্রহণ করেন নাই। ইহাদের আচার-ব্যবহার ও অনার্যদের আচার-ব্যবহারের সহিত অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। কতেক পূজা পদ্ধতি ত্রিপুরা জাতি হইতে গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। রাজা বিজয় যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতার দরুণ দুর্দমনীয় পরাক্রমেও তীক্ষ্ম বুদ্ধি বলে ব্রহ্মদেশ, আরকান ও উত্তর ব্রহ্মে বিজাতীয়গণকে বশীভূত করতঃ শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন।

রাজা বিজয় গিরির কোন পুত্র সন্তান হয় নাই। তাঁহার বিজিত রাজ্য যাহাতে অক্ষুন্ন অবস্থায় থাকে এবং পরবর্তীকালে যাহাতে পরাধীনতার কবলে পতিত হইতে না হয়। তীক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন মন্ত্রীপ্রবর শ্রীস্তোম (ব্রহ্মভাষায় সিরিত্তমা) সৈন্য বাহিনী নূতনভাবে আরও গঠন করিয়া সুশিক্ষিত করিয়া তোলেন এবং সৈন্য বাহিনী পুষ্ট করতঃ শক্তিশালী করেন। বৃদ্ধ সেনাপতি কুঞ্জধন দ্বারা সেনাবাহিনীকে সুশিক্ষা দিয়া সহকারী সেনাপতি ধুঙ্গী প্রধান সেনাপতি পদ লাভ করেন। তিনি ও তাঁর সহকারী জেন্দু রণ কৌশলে ও রণ পাণ্ডিত্যে অদ্বিতীয় হন। সৈন্যবাহিনী যদিও শক্তিশালী করেন, তথাপি সাংসারিক ধর্মে যাহারা লিপ্ত ছিল প্রত্যেক পরিবারের যুবকগণকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়া যুব সৈন্যবাহিনী গঠন পূর্বক দেশকে সুদৃঢ় করেন। রাজা বিজয় গিরির দূরদর্শিতায় তাঁহার বিজিত রাজ্য সর্বপ্রকারে সুদৃঢ় হওয়াতে বিজয় গিরি অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলেও আরকান রাজ ও ব্রহ্মসম্রাট

হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে সাহস করেন নাই। *১২ রাজা বিজয় নিঃসন্তান অবস্থায় স্বর্গগত হইলে প্রজাগণ ও নেতৃবর্গদের অনুমোদনক্রমে রাজনীতিজ্ঞ ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন মন্ত্রী প্রবর শ্রীত্তোম রাজা বিজয় গিরির অনুকরণে মণিধর নামক দ্বিতীয় গজশ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠে মহাসমারোহে রাজ্যাভিষিক্ত হন। তিনি রাজ গদীতে বসিয়া রতনপুর, কাঞ্চনপুর, আরকান চৈদং কিল্লাদি ও মৈনাং প্রভৃতি রাজ্য নিজ অধিকারে লইয়া আসেন এবং রাজা বিজয় গিরির দেহাবশেষের উপর পর্ব্বত শৃঙ্গে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। পর্ব্বতের নাম বিজয় গিরি রাখেন। সেই বিজয়গিরি পর্ব্বতের পাদমূলেই তিনি রাজধানী স্থাপন করেন।

১২। মাধব চন্দ্র চাকমা কর্ম্মি তাঁহার রাজনামাতে লিখিয়াছেন যে রাজা বিজয় গিরির পরলোক গমনের সংবাদ শুনিয়া হৃত রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত ব্রহ্ম সম্রাট সুযোগ বুঝিয়া তদ্‌মন্ত্রীকে অভিযানে প্রেরণ করেন। সুতরাং বিজয় গিরি রাজের প্রধানমন্ত্রী শ্রীত্তোম বা সিরিত্তম ব্রহ্মমন্ত্রীর সহিত সাক্ষ্যাৎ করিয়া পরামর্শ করতঃ ব্রহ্মরাজকে দুইটি শ্বেতহস্তী ও নানাবিধ রত্ন উপঢৌকন প্রদান করেন। তাহাতে ব্রহ্ম সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া সিরিত্তমকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন এবং পার্বত্য সঙ্কুল সমস্ত প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব তাঁহার উপর অর্পণ করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীত্তোম (শ্রীউত্তম লিখিয়াছেন) রাজনীতিতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং রাজা হইবার পর উপরোক্ত রাজ্যাদি দখল

(আরকান ইতিহাসে ছিরিত্তমা ছাফ ও সিরিত্তমা) চাকমাদের নামে শ্রীত্তোম। এই শ্রীত্তোম রাজ রাজা বিজয় গিরির অনতি পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী উজ্জলতম রত্ন বিশেষ। এই সময় হইতে আরকানের মগেরা চাং স্মাং বলিয়াছিল এই অর্থ মগ ভাষায় চাং অর্থ হাতী স্মাং রাজা। মগদের ভাষা হইতে পরবর্তীকালে চাকমা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এই শ্রীত্তোম রাজ ও রাজা বিজয়গিরির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শ্বেতবর্ণ হস্তী পৃষ্ঠে অভিষিক্ত হইয়াছেন ও বিচরণ করিতেন। তাই মগেরা এই আখ্যা দিয়াছিল। এই সময় পর্যন্ত বক্ষ্যমান চাকমা জাতি চম্পক নগরে গমনাগমন করিত। ইহার পর সমস্ত কালাবাঘা রাজ্য ত্রিপুরাধিপতি অধিকার করিয়া লইলে ক্রমে গমনাগমন রহিত

করিয়াছেন বলিয়াও লিখিয়াছেন। রাজা বিজয় গিরির মৃত্যুর পর মুহূর্তেই দিগ্বিজয়কারী চাকমা রাজশক্তি রাতারাতি শক্তি-হীন হইয়া পড়া কখনও সম্ভব নহে। যাহাতে ব্রহ্ম রাজকে খুশী করিয়া অনুগ্রহ রাজ্যাভিষিক্ত হইবেন। তাহাতে আবার লেখিয়াছেন, পার্বত্য সংকুল প্রদেশের শাসনভার দিয়াছেন। ইহাতে সম্পূর্ণ বুঝা যায় যে শ্রীত্তোম ব্রহ্মরাজের অধীনতা স্বীকার করিয়া একজন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছেন আবার ব্রহ্মরাজ্যের অধীন হইয়া উল্লিখিত রাজ্যাদি কোন সাহসে দখল করিয়া শ্রীত্তোম রাজ নিজ দখলেও নিজ অধিকারে আনিতে পারেন। ইহা যদি হইতে পারে আরকান রাজ নীরব রহিলেন কেন? তিনি আরকান রাজের কোন

হয়। ক্রমে কালাবাঘা রাজ্যের চাকমারাও জাতীয় স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ত্রিপুরা কি আসামীদের সাথে মিশিয়া গিয়াছে

সে যাহা হউক রাজা শ্রীত্তোমার পুত্র শরণ নামা, তৎপুত্র উলত্তমা, তৎপুত্র জমু, তৎপুত্র কমল জমু, তৎপুত্র উচ্চগিরি বা উনুজ গিরি, তৎপুত্র মনিজ গিরি প্রকাশ মইস্যা গিরি। ইনি রাজধানী পরিবর্তন করিয়া নিজ নামে মনিজ নগর নাম রাখেন।

উল্লেখ করেন নাই। এতদ্ব্যতীত চট্টগ্রাম কমিশনার (বৃটিশ আমলের) অফিসে রক্ষিত ১৭৮৪ খৃঃ ব্রহ্ম সম্রাট তরবুমার স্বাক্ষরিত একখানা পত্রে জ্বলন্ত প্রমাণ দিতেছে যে রাজা ছিরিতমা শাক কিরূপ শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার বিবরণ সংক্ষেপে এই—ইহা চট্টগ্রামের তদানীন্তন শাসনকর্তার নিকট লিখিত পত্র। উভয় রাজ্যের মধ্যে অবাধ বানিজ্য চালাইবার প্রার্থনায় লিখিত হইয়াছিল। পত্রখানি সুদীর্ঘ চট্টগ্রাম মোঘল রাজ এবং অমরপুর আম্বাং দামা কর্তৃক আবাদিত ও অধ্যুষিত হয়। এখানে তাঁহারা চতুঃশতাধিক দুই সহস্র সাধারণ উপাসনা মন্দির ও চতুর্বিংশতি জলাশয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আম্বাং দামার সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে এই দেশ ছত্রধারী উপাধি বিশিষ্ট নৃপতিগণের শাসনাধীন ছিল। তাঁহারা অনেক উপাসনা মন্দির প্রস্তুত এবং প্রত্যেক জাতীয় লোকদিগকে ধর্ম শিক্ষা দিতে যাজক নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। বস্তুতঃ ইহাদিগকে সময়ে রতনপুর দুর্গাদি, আরকান, দুর্গাপতি, রামপতি, চৈদক, মহাদিনী, মানাং প্রভৃতি দেশের

আরকানি ভাষায় মইস্তা গিরি নাম প্রকাশ পায়। মনিজ গিরি বা মইস্তা গিরির পুত্র কমলজুগ, তৎপুত্র মদনজুগ, তৎপুত্র জীবন জুগ, তৎপুত্র রতন গিরি, তৎপুত্র ধনগিরি তৎপুত্র স্বর্ণগিরি। তিনি বিজন অরণ্যে গুহায় যোগ সাধন করিতেন। তৎপুত্র বোধ্যাংগিরি বা বুদ্ধাগিরি। ইনি রাজকার্য সুনির্বাহের জন্য জনৈক বাঙ্গালী মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। এই বাঙ্গালী মন্ত্রী দ্বারা রাজ্যের সুশৃঙ্খলা আনয়ন পূর্বক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। ইহাতে মগেরা ঈর্ষান্বিত হইয়া তিনি তাঁহাদের চক্ষুশূল হইয়া পড়েন। কিন্তু মগেরা তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াও কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন নাই। বুদ্ধাং গিরীর মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ধর্মগিরি সিংহাসন অলংকৃত করেন। ইনি কুকি রাজ্য শ্যাকল

অধিপতি রাজা ছিরিতমা ছাকের অধিকারের পূর্ব এদেশের শাসন ব্যবস্থা নিকৃষ্ট ছিল। তাঁহার সময় ন্যায়পরায়ণতা ও কার্য দক্ষতার সহিত শাসন কার্য নির্বাহ হইত। তাঁহার শাসনে প্রজাবর্গ সুখী ছিল। তদানীন্তন সাধুগণের বন্ধুত্ব দ্বারা তিনি অনুগৃহীত হইতেন। ইহাদের মধ্যে বুদ্ধনামা একজন আবাসাভিমুখে গেলে তৎসমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ধর্মোপদেশ প্রদানের নিমিত্ত যেন একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া দেন। এই প্রার্থনা মতে খোয়ামার্চ্চি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময় স্বর্গ হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং বহুমূল্য প্রস্তরাদি বর্ষিত হইয়াছিল। এই সমুদয় প্রাগুক্ত ধর্ম যাজকের রক্ষণাবেক্ষণে ভূ-মধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল। দয়া, ন্যায়পরায়ণতার

দেশ জয় করেন। তৎপুত্র মনোরথ, তৎপুত্র অরিজিত, তৎপুত্র মৈমাংসা, তৎপুত্র কেবল, তৎপুত্র বৈরিন্দম, তৎপুত্র জ্ঞানাম্বু, তৎপুত্র শ্বেতব্রত। মগেরা তাঁহাকে চৌতুং সা রাজা বলে। এই চৌতুং সা রাজা নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক প্রাপ্ত হইলে অমাত্যগণ ও প্রজাগণ মিলিয়া জনৈক রাজবংশীয় ব্যক্তিকে রাজ সিংহাসনে সংস্থাপন করে। ইহার নাম শাকলীয়া রাজা। ইনি রাজা হইবার একটি কিংবদন্তী আছে। এক হস্তীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। হস্তী যাহাকে অভিবাদন করে অথবা পৃষ্ঠে তুলিয়া লয় তাহাকে রাজা করা হইবে। এই শাকলীয়া রাজাকে হস্তী মাথার উপর তুলিয়া লয় বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহা কতদূর সত্য মিথ্যা বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। এই শাকলিয়া রাজারও এক মেয়ে সন্তান ভিন্ন কোন পুত্র সন্তান ছিল না। মেয়েটির নাম মাঁনে কবি। এক ব্যক্তি বঙ্গদেশে গিয়া

সহিত প্রজা শাসন করতঃ আমি ছিরিতমাশাহকর আইন ও রীতিনীতি যথার্থ পালন করিয়াছি। সুতরাং এই ব্রহ্ম সম্রাটের চিঠিতে অতি পরিষ্কার প্রমাণ হয় যে, রাজা বিজয়গিরীর মন্ত্রী পরে রাজা শ্রীতোম (মগ ভাষায় আরকান ইতিহাস দেঙ্গ্যাওয়াদি আয়েদ ফুংতে অপভ্রংশে ছিরিতমা শাক কোনখানে সিরিত্তমা উল্লেখ করা হইয়াছে।) বিজয়ের পরেও চাকমা রাজশক্তি কোন প্রকারে দুর্বল হয় নাই। রতনপুর, কাঞ্চনপুর, আরকান, চৈদং কীওাদি মৈনাং প্রভৃতি তিনি নিজ অধিকারে আনিতে সমর্থ হইতেন না। বরং সবল ছিল বলিয়া ইহাতে সপ্রমাণ হয়।

যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে রাজা শাকলিয়া রাজা তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যা মাইনকবির বিবাহ দেন এবং তাঁহাকে সেনাপতি পদে বরণ করেন। এই সময় মগ-চাকমায় ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল। সেনাপতি বাঙ্গালীও চাকমা সেনা পরিচালনা করিয়া মগদের সহিত যুদ্ধ করেন এবং মগ দমন করেন। তদ্‌বধি তিনি বাঙ্গালী সর্দার বলিয়া খ্যাত হন। শাকলিয়া রাজার মৃত্যু হইলে দৌহিত্র সূত্রে তিনি রাজ-সিংহাসন লাভ করেন। যেই মগ রাজা চাকমাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল তাঁহার পূর্বপুরুষ চাকমাদের সাহায্যে আর-কানের রাজা হইয়াছেন। এই মগ রাজার নাম খ্যাসিং রাজা। তাহার অকৃতজ্ঞতায় চাকমারা তাহার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। রাজা বিজয়গিরির ২৪ | ২৫ পুরুষের পর মগেরা মস্তক উত্তোলন পূর্বক চাকমাদের বিরুদ্ধে দাড়াইতে সাহস করিতেছিল। উক্ত শ্রীত্তোম বা সিরিত্তমা রাজা হইতে আমাদের বিয়োগ অনুসারে আরকান ইতিহাস দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদ ফুং এ লিখিত চাকমা রাজগণের নাম হুবহু মিল আছে। মধ্যে মধ্যে দুই একজনের নাম ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। চাকমাদের সহিত যে মগ রাজা খ্যাসিং রাজের পরবর্তী বংশজ মগরাজ যুদ্ধ করিতেছিল, রাজা বাঙ্গালী সর্দারের সহিত সন্ধি করিবার ইচ্ছায় এক বৈঠক অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত বাঙ্গালী সর্দারের নিকট এক দূত পাঠায়। রাজা বাঙ্গালী সর্দার ও উহাতে সম্মতি প্রকাশ করায় যথাসময়ে যথাস্থানে উভয় রাজা

বৈঠকে মিলিত হন। মগরাজ বৈঠকে প্রস্তাব করেন যে পুনঃ পুনঃ মগ চাকমায় সংঘর্ষে উভয় পক্ষের লোক বৃথা ক্ষয় হইতেছে। সন্ধিও কোন দিন স্থায়ী হয় নাই। সুতরাং সম্বন্ধ ব্যতিরেকে স্থায়ী হইবে না। এমতাবস্থায় মগরাজের দুইটি কন্যা আছে। যদি মনঃপুতঃ হয় যে কোন একটি অথবা দুইটিই বাঙ্গালী সর্দারের পুত্রগণের সহিত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে। মগরাজের এই প্রস্তাবে বাঙ্গালী সর্দারও সম্মতি জ্ঞাপন করে। সুতরাং উভয় পক্ষ মিলিত হইয়া যথা-সময়ে বাঙ্গালী সর্দারের দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ মাদালীয়া ও তদ্ কনিষ্ঠ রাম থংচার সহিত পরিণয় কার্য সম্পাদন হইয়া যায়। মগরাজ দুই কন্যাকে বহু ধনরত্ন ও দাসদাসী উপঢৌকন দেন। তদুপরি যৌতুক স্বরূপ উভয় কন্যাকে কতেক ঘর মগ প্রজা অংশ করিয়া প্রদান করেন। বর্তমান বড়ুয়া জাতি ও বড়ুয়া গোজা আরকান রাজের দুই কন্যাকে উপহার প্রদত্ত দাসদাসি ও মগ প্রজার পূর্ববর্তীগণের বংশধর বটে। তবে তাহাদের মধ্যে পরবর্তীকালে বাহিরের লোকও প্রবেশ করিয়াছে, ইহা ধ্রুব সত্য। বড়ুয়া জাতির মধ্যে মিমাগ্রীগুলি বড় রাজকন্যার গোষ্ঠী। এইরূপ মগ চাকমায় আত্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ হইলে পরবর্তী আরকান রাজ কুকী খ্যাং মুরুং পা খোয়া বনজই বা বনজুগী ইত্যাদি কীরাত জাতিদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত পরবর্তী চাক্‌মা রাজের সহিত পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কারণ ঐ সমস্ত কীরাতগণ আরকান চাক্‌মা ও ত্রিপুরা

রাজ্যাদিতে সময় সময় অতর্কিতে গ্রাম জনপদগুলি আক্রমণ পূর্বক লুঠতরাজ করিত এবং বহু লোক হত্যা করিয়া যাইত। অধিবাসীরা কীরাত দস্যুদের ভয়ে সদা-সর্বদা আতঙ্কিত থাকিত। সময় সময় কীরাতদের ভয়ে গ্রামবাসীরা রাত্রি-কালে বনে জঙ্গলে আত্ম গোপন করিয়া থাকিতে বাধ্য হইত। তাই মগ-চাক্‌মা সম্মিলিত হইয়া কীরাত দেশাদিতে অভি-যান করেন। কীরাত ভূমিতে গারদ বা শিবির স্থাপন পূর্বক কীরাত দিগের গ্রামগুলিতে আক্রমণ করে। সকাল সকাল প্রাতঃ ভোজন সমাপ্ত করিয়া প্রতিদিন নিজ নিজ অস্ত্র শস্ত্রা-দিতে সজ্জিত হইয়া কীরাতদের বাসভূমি আক্রমণ করিত। তদ্‌পর দ্বিপ্রহরে আহার করিতে গারদে ফিরিয়া আসিত। এইরূপে কীরাতদিগকে তাড়াইতে তাড়াইতে ব্যবধান দূরবর্তী হইলে গারদ বা শিবির স্থানান্তরিত করিত। তদ্‌কালে কীরাত-গণ বাসগৃহ নির্মাণ করিতে জানিত না। অঘোর জঙ্গলে বৃক্ষের শাখার উপর মাচা প্রস্তুত করিয় বাস করিত। এইরূপে কয়েকদিন যুদ্ধ করার পর একদিন দ্বিপ্রহরের আহার সমাপণ করিবার নিমিত্ত মগ-চাক্‌মা সৈন্য নিজ নিজ গারদে ফিরিয়া গিয়া দেখিতে পায় যে তখনও পাচকগণ রন্ধন সমাপণ করিতে পারে নাই।

সুতরাং আহার্য্য প্রস্তুত হওয়ার অক্ষেপায় নিজ নিজ শেল, শূল, জাঠী, বল্লম, মুষল, মুদগর, ঢাল, কাধং, তরবারী ইত্যাদি, স্ব স্ব অস্ত্রাদি যথাস্থানে রাখিয়া বিশ্রাম করিতেছিল।

কয়েকদিন যুদ্ধ করাতে ক্লান্ত দেহে ও ক্ষুধায় প্রায় সকলেই শরীর এলাইয়া দিয়া নিজ নিজ শয়ন স্থানে নিশ্চিন্তে শুইয়া ও বসিয়া রহিয়াছে। ঠিক এই সময় কীরাতেরা জঙ্গলের আড়ে আড়ে আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখে। এই সুবর্ণ সুযোগ বুঝিয়া কীরাতগণ চাক্‌মা ও মগ সৈন্যগণকে অতর্কিতে আক্রমণ করে এবং চাক্‌মা ও মগ সৈন্যগণ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া প্রাণ রক্ষার জন্য বনে জঙ্গলে পলাইয়া গিয়া আত্মগোপন করিতে বাধ্য হয়। কেহ কেহ গাছের আগায় উঠিয়া অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিল। তাহাদের এই অতর্কিত আক্রমণে বহু সৈন্য হতাহত হয়। চাক্‌মা পাচক শ্রেষ্ঠ তখন একটি ডেকের ঢাকুনি খান বাম হস্তে ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে ডেকে কাঠি নাড়িতেছিল কীরাতদের এই অতর্কিত আক্রমণে পাচক শ্রেষ্ঠ পলাইয়া যাইবার হুঁশ হারাইয়া ফেলে এবং দক্ষিণ হস্তে কাঠিখানা, বাম হস্তে ঢাকুনি ধরিয়া হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং হঠাৎ নিজ অজ্ঞাতসারে তাণ্ডব আরম্ভ করিয়া দিল। উক্ত কাঠিখানা তরবারী এবং ঢাকুনী ঢাল মনে করিয়া উক্ত দুইটি জিনিষ ঘুরাইতে ঘুরাইতে কীরাতদের দিকে ধাবমান হইতে আরম্ভ করে। কীরাতেরা তাহার এই দুর্দ্দমনীয় তাণ্ডব লীলায় কি মনে করিয়া ভয়ে পলাইতে আরম্ভ করে। পাচক প্রধান উহাদের পশ্চাৎ ধাবন করিতে থাকে। যে সমস্ত সৈন্য ঝোপে ঝাড়ে আত্মগোপন করিয়াছিল তন্মধ্যে নাহারা গাছের আগায় উঠিয়া লক্ষ্য করিতেছিল তাহারা পাচক প্রধানের এবম্বিধ

দুর্দ্ধর্ষ তাণ্ডব দেখিয়া তাহাদের জাতীয় ভাষায় উজাও উজাও শব্দে খ্যাং শিখ ও রেং যুদ্ধের আনন্দ ও আহ্বান ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া গাছের আগা হইতে নামিয়া পড়ে। আরও যাহারা আত্মগোপন করিয়াছিল তাহারা বহির্গত হইয়া পূর্ণতেজে কীরাতদের দিকে ধাবিত হয়। তাহারা কীরাতদের যুব-শিশু-বৃদ্ধ হত্যা করিতে করিতে তাহাদের ঘরবাড়ী ভস্মীভূত করিয়া দেয়। অতঃপর গারদে ফিরিয়া সতর্কতার সহিত আহার সমাপনান্তে উত্তেজিত ভাবে কীরাতদিগের গ্রামের পর গ্রাম আগুনে পোড়াইয়া শ্মশানে পরিণত করিয়া দেয়। কীরাতেরা যাহারা বাঁচিয়া রহিল তাহারা এক উচ্চ পর্বত হইতে অন্য উচ্চ পর্বতে গিয়া আত্মরক্ষা করিল। তদবধি তাহাদের বাসভূমি সমতল ভূমিতে আর রহিলনা। উচ্চ পাহাড়ে তাহারা বাসভূমি স্থাপন করিতে থাকে। এই কীরাত যুদ্ধ শেষ হইলে চাক্‌মা রাজপুত্রগণ পাচক প্রধানকে সেনাপতি

টীকা :—আরকান কাহিনী (দেঙ্গ্যাওয়াদ আরেদফুং) বর্ণনা মতে চাক্‌মা ও বাঙ্গালী সম্মিলিত মগের সঙ্গে যুদ্ধ ৪৮০ মগাব্দে খৃষ্টীয় ১১১৮/১৯ সনে সংঘটিত হয়। সুতরাং বাঙ্গালী সর্দার প্রায় ৮৪৮ কি ৮৪৯ বছর পূর্বে ছিল। এই স্যাসিংরাজ আরকান রাজাবলী রাজা ওয়াং গ্রন্থে উল্লেখ আছে ৩৫৬ মগাব্দে ৯৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দে স্যাতৈন ছেক ছাক বা শাক্যদিগের সাহায্যে সিংহাসন লাভ করিয়াছে। ইহা ৯৭২ বৎসরের ঘটনা।

২য় কথা হইল আরকান ইতিহাস দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদ

পদে বরণ করেন এবং সাধারণ্যে তাহাকে "রণ পাগলা' আখ্যায় আখ্যায়িত করেন। আরকান রাজ যৌতুক স্বরূপ যে সমস্ত লোক তাঁহার কন্যাদ্বয়কে দিয়াছিলেন এই পাচক-প্রধান তাহাদেরই একজন বলিয়া প্রকাশ। এই রন পাগল সেনাপতির বংশধরগণ বড়ুয়া গোজার দেওয়ান গোষ্ঠি বটে সে যাহা হউক বাঙ্গালী সর্দার বার্ধক্যে উপনীত হইলে রাজ পদ হইতে অবসর গ্রহণ পূর্বক তদ্ জ্যেষ্ঠ পুত্র মাদলীয়াকে রাজ পাটে বসান। তিনি অল্পদিন রাজত্ব করিয়া পরলোক গত হইলে তদ্ কনিষ্ঠ রাজ থংচা রাজা হন। তিনিও দীর্ঘ কাল রাজভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র কমল চেগে রাজা হন। তৎপুত্র রতন গিরি, তৎপুত্র কাল থংজ, তৎপুত্র চক্রধ , তৎপুত্র ফেলা ধাবেং, তৎপুত্র মেরমত্যা ক্রমান্বয় রাজসিংহাসন অলংকৃত করিয়া তৎপুত্র অরুণ জুগ আরকান ইতিহাসে ইয়াংজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হন।

ফুং ২৪—২৫ পৃঃ উল্লেখ আছে য ৪৮০ মগাব্দে পেগো, আধুনিক পেগু দেশে আলং চিছু নামক জনৈক রাজা ছিলেন। চাকমারা পশ্চিমের বাঙ্গালীদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে। পেগো রাজ স্বীয় প্রধান মন্ত্রী কোরেঙ্গীকে সেনাপতি পদে বরণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রেরণ করেন। তিনি যুদ্ধে উপনীত হইলে সারস পক্ষীর মুখে মৃত প্রাণীর চর্ম দেখিতে পান। চর্ম্ম চাকমা, সারস বাঙ্গালী বলিয়া রাজার নিকট ব্যাখ্যা করে। অনন্তর হঠাৎ মহামুনি

চতুর্থ অধ্যায়

অরুণ জুগ

রাজা অরুণ জুগ বহুকাল রাজত্ব করার পর আবার মগেরা চাক্‌মাদের শত্রু হইয়া উঠে রাজা বিজয় গিরির ৩১।৩৪ পুরুষ পর্যন্ত চাক্‌মা রাজশক্তি প্রবল পরাক্রান্ত ছিল বলিয়া ব্রহ্মদেশের পুরাবৃত্ত চট্টগ্রাম ক্যথাং এবং আরাকান ইতিহাস দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদ ফুং জলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে। দেখা যায় যে রাজা বিজয় গিরির পরবর্তী উজ্জ্বল রত্ন শ্রীত্তোম বা সিরিত্তমা রাজা হইতে অরুণ জুগ পর্যন্ত রাজশক্তি প্রবল ছিল এবং কোন প্রকারে ব্রহ্মরাজ ও আরাকান রাজ চাক্‌মা রাজশক্তি ক্ষুণ্ণ করিয়া দিতে পারেন নাই। চাক্‌মা রাজ অরুণ

বুদ্ধমূর্ত্তি ঘামিয়া উঠে। বজ্রপাত, অকাল বৃষ্টি, বন্যা এই অমঙ্গল দর্শনে যুদ্ধে ক্ষান্ত হন এবং পুরোহিতের দ্বারা শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করেন। এই ঘটনার বহুকাল পরে আনাল নামক পেগু রাজার সময়ে পুনরায় বাঙ্গালী চাক্‌মাগণ মিলিয়া যুদ্ধার্থ মাতিয়া উঠে। এই রাজা ৫০ হাজার সৈন্য লইয়া দাম্মাজিয়াকে সেনাপতি করিয়া পাঠান। দাম্মাজিয়া যাত্রা করিয়া একটি কাক ও আর একটি বকের ঝগড়া দেখিতে পাইলেন। কাকের ডানা ভাঙ্গিয়া গেল। ৫ দিন যাবত চাক্‌মা বাঙ্গালীর সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে চাক্‌মা-বাঙ্গালী পলাইয়া গেল। এই সেনাপতি দাম্মাজিয়া ও আনালুদ্ধা নামক পেগু রাজার

জুগের সহিত মগরাজ মেঙ্গ্যাদি এবং তদ্‌মন্ত্রী রাজাঙ্গ্যা চাংগ্রাই যদি কুরুচিপূর্ণ কূট-কৌশল অবলম্বন না করিয়া সম্মুখ যুদ্ধ করিতেন বোধ হয় চাক্‌মা রাজশক্তি অদ্যাবদি সবল থাকিত। চাক্‌মা রাজ অরুণ জুগ মগ ভাষায় ইয়াংজকে পরাজয় করার কাহিনী নিম্নে প্রদত্ত হইল। তাহা এই আরাকান ইতিহাস দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদ ফুং ২৪-২৫ পৃঃ ৬৯৫ মঘাব্দ ১৩৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দ আরকানাধিপতি মেঙ্গ্যাদি উচ্চ ব্রহ্মের মইসা গিরির চাক্‌মা রাজা ইয়াজং বা অরুণ জুগের বিরুদ্ধে তদমন্ত্রী সহ ঘোর পরামর্শ দ্বারা স্বমন্ত্রী রাজাংগ্যা চাং গ্রাইকে দশ সহস্র সৈন্য দিয়া পাঠাইলেন। পরে রিজার্ভ হইতে আরও বিশ সহস্র তাঁহার সাহায্যার্থে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু রাজাংগ্যা চাংগ্রাই আরও অনেক সৈন্য সংগ্রহ পূর্বক তংখংজার শাসনকর্তা হ্রিজ্জচুর অধীনে দশ হাজর এবং তঙ্গুর শাসনকর্তা বেমাচুর সংগে

নিকট কাক ও বকের অর্থ করিয়া দিয়াছিলেন। কাক বাঙ্গালী বক স্বয়ং তাহারা। অনন্তর আবার কুতুবদিয়ার উত্তরে বাংগালীগণ এবং আরকানের অন্তর্গত ক্রিন্দেল পাহাড়ের চাকমাগণ প্রবল হইয়া উঠে। দুইমন্ত্রী পরামর্শ করিল বাংগালী দিগকে জয় করিতে পারিলে চাক্‌মাদিগকে সহজে বশে আনিতে পারিবে। সুতরাং চাক্‌মা বাংগালী যেন মিলিতে না পারে তজ্জন্য সাবধান থাকিতে হইবে। বেগতিক দেখিলেই বাংগালীরা পালাইয়া যায়। প্রায়শঃই অশান্তি উৎপাদন করে। এই নিমিত্ত ৫০ সহস্র বালাম নৌকা প্রস্তুত

দশ হাজার সৈন্য দিয়া মং ক্রুমের পথে জান্দোয়াজার শাসন কর্তা ছাদোয়াং এর সহিত দশ হাজার সৈন্য দিয়া ছাব্রং কামার পথে, দানাচকর শাসনকর্তা ক্যাচুঙের সহিত দশ হাজার দালাচকর পথে; রুজাগুরং নামক শাসনকর্তাকে দশ হাজার রুচ্চাইর পথে, মাইয়ং এর শাসনকর্তা খেচুকে দশ হাজার এবং চিথোংজার শাসনকর্তা লা চুইর অধীনে দশ হাজার সৈন্য দিয়া ছালাচ্যের জলপথে প্রেরণ করেন। মন্ত্রী নিজে বিশ হাজার রিজার্ভ সৈন্য, পঞ্চাশ হাজার অপরাপর সৈন্য, ত্রিশ হাজার বাংগালী কুলি সমভিব্যহারে চানির পথে যাত্রা করিলেন। এইরূপে প্রত্যেকেই যথাস্থানে প্রস্তুত হইয়া রহিল। এতদভিন্ন বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল তংখংজার শাসন কর্তার নিকটেই পেগুরাজ থাকিবে। পেগুরাজ বাধা দিতে চাহিলে তোমরা বলিবে আমরা যুদ্ধ করিতে আসি নাই।

পূর্ণ করতঃ বাঙ্গালীদের জাহাজ চালাইবার পথে ডুবাইয়া রাখা হয়। মাতামুহুরী নদীর মোহনায় চান্দাজাও মুখ্যংজা নামক সেনাপতিদ্বয়ের অধীনে ১০ সহস্র সৈন্য থাকে। অন্য দিকে বংশ ভেলায় বারুদ, গোলা বিশিষ্ট বহু সংখ্যক সৈনিক পুত্তলিকা স্থাপন পূর্বক ভাটার সময় ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বাঙগালীরা উহা আক্রমণ করিলে তাহাদের জাহাজ বিধ্বস্থ হইয়া যায়। এই কৌশলে বাঙ্গালীরা সহজেই পরাজিত হয়। পক্ষান্তরে চাকমা রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া বহু উপঢৌকন সহকারে মঘরাজার বশ্যতা স্বীকার করেন। মন্ত্রী মঘরাজাকে

মঘরাজ মিত্রতা স্থাপনের জন্য এক পরমা সুন্দরী রমণী উপহার লইয়া আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন পরে তোমরা স্ত্রীলোকটি-কে সজ্জিত করিয়া দেখাইবে। দালার পথযাত্রী কাচুকেও এইরূপে শ্যামরাজকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত উপদেশ দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য তাহাদের প্রত্যেকের সংগে এক একটি সুন্দরী রমণীও দেওয়া হইয়াছিল। অনন্তর মন্ত্রীপ্রবর রাজ'জ্যা চাং গ্রাই ইহা জানাইয়া দিয়াছিলেন যে তিনি স্বয়ং চাক্‌মা রাজার রাজধানী উচ্চ ব্রহ্মের মইছাগিরি আক্রমন করিবেন। সুতরাং উচ্চ নিম্ন ব্রহ্মের সকলে সাবধান থাকিবার জন্যও বলিয়া দওয়া হইল। যখন যাহা ঘটে যেন অবিলম্বে তাঁহার কাছে সংবাদ প্রেরিত হয়। মন্ত্রী চাং গ্রাই দাব্‌ক্র নগরে উপনীত হইয়া চান্দাই নামক জনৈক শাসনকর্তাকে একখানি পত্রসহ চাক্‌মা রাজ দরবারে দূতরূপে পাঠাইলেন। পত্রে উল্লিখিত হইল মগ রাজা এক পরমা সুন্দরী যুবতী মগ রাজের সহোদরা লইয়া তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার এই ভগ্নিকে দিয়া সম্বন্ধ করাইয়া আত্মীয়বন্ধনে

বুঝাইয়া দিলেন যে চাকমা রাজ বাঙগালীর কূটবুদ্ধিতে ভ্রমে পড়িয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপনে কোন আশঙ্কার কারণ নাই। এই ক্রিন্দেল পাহাড়ের চাকমা রাজ বলিয়া যে উল্লেখ করা হইয়াছে উনি বোধ হয় আসল চাক্‌মা রাজার অধস্তন কোন একজন বড় গোছের সর্দার হই-বেন। আসল চাকমারাজা নহে বলিয়া ধারণা হয়।

আবদ্ধ হইতে চাহেন। চান্দাই দূতরূপে চাক্‌মা রাজ দরবারে উপস্থিত হইয়া চাক্‌মা রাজাকে নিজ মুখে যতদূর সম্ভব এতাদৃশ বিবরণী বেশ সাজাইয়া ও গুছাইয়া বলিল চাক্‌মা রাজা ইহাতে বেশ পরিতুষ্ট হইয়া চান্দাইকে যথোচিত পুরস্কৃত করিলেন এবং মগ মন্ত্রী রাজাঙ্গ্যার নিমিত্ত একটি হস্তী, একখানি স্বর্ণহার, একখানি সুবর্ণ যাঁতি, দুইটি ঘোড়া; সুবর্ণ মণ্ডিত রেকাব ও জিন এবং একটি সোনার থোকদান পারিতোষিক দিয়া স্বীয় মন্ত্রী ব্রেজমুনি (মগ ভাষায় ব্রাচমী) কে পাঠাইয়া দিলেন। চাক্‌মা মন্ত্রী আসিতেছেন শুনিয়া মগরাজার মন্ত্রী ছাংগ্রাই সৈন্যবাহিনী পোচন্দাওর পাহাড়ে লুকাইয়া রাখিলেন। নিজে মাত্র কয়েকজন লোক লইয়া রহিলেন। ব্রাচমী বা ব্রেজমনি আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে যতদূর সম্ভব অভ্যর্থনা ও সমাদর করিলেন এবং যুবতী রমণীকে মগরাজের সহোদর বলা হয়। অতঃপর মগ মন্ত্রী প্রবর চাকমা রাজার নিকট একখানা পত্র লেখিয়া সমস্ত বিবরণ জানাইলেন। এইরূপে চাক্‌মা মন্ত্রীর হাতে পত্র দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। চাক্‌মা মন্ত্রী ব্রেজমনি যথাসময়ে চাক্‌মা রাজার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইলে পত্রখানা প্রদান পূর্বক সমস্ত বিষয় অবগত করাইলেন। চাক্‌মা রাজ অরুণ জুগ উক্ত রমণীকে আনায়নের নিমিত্ত অনেক লোকজনসহ পুনরায় নিজ মন্ত্রীকে পাঠাইয়া দেন। মগমন্ত্রী রাজাঙ্গ্যা একশত হস্তীসহ ঢাকার শাসনকর্তা রেয়ংকে দশ সহস্র সৈন্য দিয়া

রমণীকে পাঠাইয়া দেন। রেংকে গোপনে বলিয়া দেওয়া হইল যে—চাক্‌মা রাজা আমোদ প্রমোদ বড়ই ভালবাসেন। সুতরাং চাক্‌মা রাজা যখন আমোদ প্রমোদে আসক্ত হইবেন, এই সুযোগ পাইলেই আপন সুযোগ যাহাতে ত্যাগ করা না হয়। কাঁচার শাসনকর্ত্তা ওয়াল্ট বোর সঙ্গেও দশসহস্র সৈন্য দেওয়া হইয়াছিল। পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রমণের নিমিত্ত তাহাকে পাঠাইলেন। চাক্‌মা রাজ ইয়াংজ বা অরুণ জুগ উক্ত রমণীকে তাঁহার পার্শ্বে বসাইয়া নৃত্যগীতাদি আমোদ প্রমোদে যখন মগ্ন হন এই সুযোগে রাত্রি মধ্যাহ্ন সময়ে মইস্যাগিরি চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত সকলকে সঙ্কেত করেন এবং তিনি স্বয়ং দশ সহস্র সৈন্য দ্বারা আক্রমণ করিলেন। ওয়াল্ট বোও জলপথে পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হন। এইরূপে দলে দলে সমস্ত দলের সৈন্যরা চাকমা রাজধানী মানিগিরি বা মইস্যাগিরি অবরুদ্ধ করে। তথাপি তিন দিন তিন রাত্রি ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সবশেষে চাক্‌মারাজ ইয়াংজ বা অরুণযুগকে বন্দী করা হয় এই মইস্যাগিরির পর্বতাকীর্ণ নগরের মধ্যবর্তী আসল রাজপ্রাসাদও অবরোধ করিয়া অতি সহজেই চাকমা রাজের মধ্যম পুত্র চৌফ্রু বা চন্দ্রজিত, কনিষ্ঠ শক্রজিৎ চৌকু প্রথম তিন পিতা পুত্র বন্দী করিয়া তদ্‌পর দ্বিতীয় প্রাসাদ হইতে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সূর্য্যজিত সহ তিন রাণী তিন পুত্র দুই কন্যা সহ বন্দী করিলেন। সমস্ত মইস্যা-গিরি লুণ্ঠন ও অগণিত সৈন্য ও অধিবাসী হতাহত হইয়া

মনিজগিরি বা মইস্যাগিরি হাহাকারে পূর্ণ হইল। আরকান অধীশ্বরের মন্ত্রী রাজাঙ্গ্যা চাংগ্রাই বিজিত চাক্‌মা রাজধানী হইতে ৩৫০টি হস্তী, বহু সংখ্যক ঘোড়া এবং ৫০টি গয়াল, অপরিমিত স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুক্তা এবং দশ সহস্র চাক্‌মা প্রজা লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মনিদগিরি শ্মশানে পরিণত হইল। আরকানাধিপতির মন্ত্রী রাজাঙ্গ্যা চাংগ্রাইকে প্রায় দুই লক্ষ সৈন্যের দ্বারা চাকমারাজ অরুণজুগের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া ও কুরুচিপূর্ণ কূট্‌কৌশল এবং অতর্কিত আক্রমণ করিতে হইয়াছিল। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে তৎকালে চাকমারাজ কি পরিমাণ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। দুঃখের বিষয় সেই হইতে চাক্‌মা রাজশক্তি আর মস্তক উত্তোলন করিতে পারে নাই। মুসলমান রাজত্বের সময় কিছু উত্থান হইবার স্রোত আসিয়াছিল। খুব পরিতাপের বিষয় পরক্ষণেই বৃটিশ রাজত্বের প্রারম্ভ হওয়ায় পুন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে। দুরারোগ্য রোগে যেমন সমস্ত চিকিৎসা ব্যর্থ হয়, চাক্‌মা রাজশক্তি ঠিক তদনুরূপ হইল। সে যাহা হউক; আরকানাধীশ্বরের মন্ত্রী রাজাঙ্গ্যা চাংগ্রাই স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলে কূট রাজনীতির কর্ম-দক্ষতায় সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া আরাকানাধীশ্বর মেঙ্গ্যাদি তাঁহাকে মহাউছাওয়ান্না অর্থাৎ মহাপ্রাজ্ঞ খেতাব প্রদান করিলেন এবং একখানি স্বর্ণ মণ্ডিত পাল্কী প্রদান করেন এবং আরো অনেক উপহার প্রদান করিয়া তাহাকে পরিতুষ্ট করেন।

এতদ্ব্যতীত হস্তীতে আরোহণ করাইয়া বিচরণ করিতে অনুমতি প্রদান করেন এবং তাঁহার পুত্র মাঙ্‌জাউর সঙ্গে চাকমা রাজার কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ দিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা চন্দ্রমুখী বা চমি খাঁকে বলপূর্বক স্বয়ং তিনি বিবাহ করিলেন। অনন্তর চাক্‌মা রাজ অরুণ জুগকে (ইয়াংজাকে) আরাকানের অন্তপাতি কামুছা নামক স্থানের কাফা জাতির আধিপত্য অর্পণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সূর্য্যজিতকে (চকুংকে) কিউ দোজা, মধ্যম পুত্র চন্দ্রজিতকে (চেক্রুকে) মিং দোজা মিজ্জা এবং কনিষ্ঠ পুত্র শত্রুজিতকে (চাতুকে) কাংজা নামক স্থানে, তিনটি পুত্রকে তিনটি প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করেন। এতদ্ব্যতীত চন্দ্রজিতকে (চৌক্রুকে) কাংজা নামক স্থানের জলকর উশুলের তহশীলভার অর্থাৎ বেপারীগণ হইতে কর আদায়ের কাজে নিয়োগ করেন। চাকমা রাজপুত্র এই তিনজনকেই মগ রাজের বিশেষ তত্ত্বাবধানে রাখেন। অপর দশ সহস্র চাক্‌মা প্রজাকে আরকানের অন্তর্গত এংখ্যং ও ইয়ংখ্যক নামক স্থানে বাস করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পূর্বতন জাতির নাম পরিবর্তিত করিয়া দিয়া দৈং নাক্‌ আখ্যা প্রদান করা হইল। এতাদৃশ অধীনতায় জীবন যাপন করা রাজপুত্রগণের ক্রমে অসহনীয় বোধ হইতে লাগিল। ৭৫০ মগাব্দে, ১৩৪৩ ও ৪৪ খৃঃ দক্ষিণ আরাকানে বিদ্রোহ দেখা দিলে আরাকান রাজ মেঙ্গাদি লিম্‌ব্রু যাত্রা করিতে বাধ্য হন। এই সুযোগ তাহারা তিন ভ্রাতায় একত্র যোগে পোচছোও

পাহাড় পার হইয়া উচ্চ ব্রহ্মে পলাইয়া গেলেন। এই ঘটনার পূর্বে বৃদ্ধ রাজা অরুণ জুগ ও দুষ্ট রাণী পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতঃপর জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সূর্যজিত (চতুং) ভূত পূর্বাবশিষ্ট প্রজাগণকে লইয়া ৭২৪ মঘীতে মংজামক্রু নামক স্থানে রাজত্ব আরম্ভ করেন। মধ্যম পুত্র চন্দ্রজিত কামিজ রাজার নিকট মং রেজুনো খেতাব লইয়া প্রুম রাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হন। কনিষ্ঠ শক্রজিত (চৌতু) চাখ্যং রাজার অধীনে থাকিয়া ক্রমে ৭২৪ মঘীতে ১৩৬২-৬৩ অব্দে তারদ্বা উপাধি পাইয়া আসাক্রু দেশের শাসনভার লাভ করেন। দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদ ফুং ২৬-৩০ পৃঃ এই আরকান ইতিহাসে স্পষ্টতঃ প্রমাণ দিতেছে য উচ্চ ব্রহ্মের মইস্যাগিরিতে চাক্‌মা রাজার প্রাচীন রাজধানী ছিল। অতঃপর জ্যেষ্ঠ রাজকুমার পরলোক প্রাপ্ত হন এবং ছোট রাজকুমারও দূরদেশে দেশ ভ্রমণে গিয়াছেন। সুতরাং মং জাম্‌ব্রু স্থানের ভূত পূর্বাবশিষ্ট প্রজাগণের আহ্বানে মধ্যম কুমার চন্দ্রজিত (চৌপ্রু) মংজাম্‌ব্রুর শূন্য রাজপাটে গিয়া বসেন এবং রাজত্ব করিতে থাকেন। এই মধ্যম কুমার আরকানাধীশ্বরের নিকট ঘাটের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তদ্ধেতু তিনি স্বজাতীয় প্রজাগণের নিকট ঘাগত্যা রাজা বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। আরকানাধীশ্বরের অবর্তমানে তাঁহারা এক সঙ্গে তিন ভ্রাতাই তাঁহার অধীনতা বর্জন করিয়া পলাইয়া যাওয়াতে আরকানপতি মেঙ্গ্যাদির তাহাদের প্রতি কোন মমতা ছিলনা। বরং

তাহাদের প্রতি আক্রোশ ভাবাপন্ন হন। কয়েক বৎসর পর আরকানপতি মেঙ্গ্যাদিরও মৃত্যু ঘটে। সুতরাং পরবর্তী আরকান রাজা চাক্‌মাদের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। ঘাগত্যা রাজাকে মং জাম্‌ব্রু স্থান হইতে তাড়াইয়া কাসাদিনী কূলে চাক্রোই ধাঁও বা, চক্রদাহ নামক স্থানে পুন বসতি স্থাপন করিতে বাধ্য করেন। তথাপি মগের অত্যাচার হইতে রেহাই পায় নাই। এখানে ঘাগত্যা রাজার মৃত্যু হয় এবং তদপুত্র রামথংচা রাজা হন। মগদের উপদ্রব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুতরাং মগদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ও মর্যাদাহানির ভয়ে রাজা রামথংচা গৈরিক বসন ধারণ পূর্বক শ্রামণ ধর্মে দীক্ষিত হইয়া থাকেন। তাঁহার সম্বন্ধে একটি কথা রহিয়া গিয়াছে। চাক্‌মারা একটি ছড়ার মত কথা রচনা করিয়াছিল।

যথা,

চল বাপ ভেই চল যেই চম্পক নগরে
ফিরে যেই এলে মইশ্যাংগ্যা—
লালস নেই—ন এলে মইশ্যাঙ্গ্যা কেলশ নেই।
ঘরৎ খেলে মগে পায়, ঝারৎ গেলে; মগে না পেলে
বাঘে খায়।

মইশ্যাঙ্গ্যা :— চাকমারা বৌদ্ধ শ্রমণকে মইস্যাং বলে। অর্থাৎ প্রব্রজিত উপসম্পদা হওয়ার আগে যে গৈরিক ধারণ করিয়া থাকে তাহাকে মইস্যাং ধর্ম বলে। কেলশ— ক্লেশ। ঘরৎ খেলে—বাড়ীতে অবস্থান করিলে, ঝারৎ গেলে—জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিলে।

পঞ্চম অধ্যায়

মগদের অত্যাচারে চাকমারা আর তথায় টিকিয়া থাকিতে পারিতেছিল না। ক্রমশঃ আরকান পরিত্যাগ পূর্বক মাতা-মুহুরী তৈনছুর বাঘখালি এলাকায় স্থানান্তর হইতে থাকে। ক্রমে ভাল ভাল গৃহস্থ পরিবারের সংখ্যা কমিতে থাকে। এমতাবস্থায় নেতৃস্থানীয় সর্দারগণ প্রমাদ গণিলেন। পরি-শেষে সর্দারগণ সকলে মিলিয়া মন্ত্রণা করত: মৈসাং রাজকে আরকান ত্যাগ করিয়া সকলেই চট্টগ্রামের অন্তর্গত যথায় সর্বসাধারণ চাকমারা স্থানান্তর হইতেছিল মাতামুহুরী অঞ্চলে স্থানান্তর হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিল। কিন্তু মস্যাং রাজ মর্যাদার অজুহাতে অপর অধিকারে বিনা সম্মতিতে হঠাৎ স্থানান্তর হওয়া সমীচিন মনে করিলেন না। সুতরাং সর্দারগণ বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল যে. এলে মৈসাঙ্গ্যা লালস নেই ন এলে মৈসাংগ্যা কেলস নেই ক্ষুণ্ণ মনে তাহারা ইহা প্রকাশ করিয়াছিল অতঃপর রাজপুত্রগণ সর্দারগণের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হন। পরামর্শ বৈঠকে সিদ্ধান্ত করিয়া একজন রাজপুত্র সঙ্গে লইয়া মন্ত্রী থৈন সুরেশ্বরীকে ঢাকার নবাবের নিকট পাঠান হইল। এই মৈসাং রাজের তিনটি পুত্র। যথা—জ্যেষ্ঠ (১) ম্যারেক্যা (ম্যাচনক্যা). পরে মাচন-কত্রী, মগেরা বলেছিল মরেক্যাজ। (২) কদম বাংলা বা কামেক গিরি, মগেরা বলেছিল কদম বাংলা। (৩) রদংসা।

এখানেও মাধব চন্দ্র চাকমা কর্ম্মির রাজনামায় এবং সতীশ ঘোষের চাকমা জাতি পুস্তকে মন্ত্রী থৈন সুরেশ্বরীকেও মৈসাং রাজার পুত্র বলিয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। থৈন সুরেশ্বরী মন্ত্রী ছিলেন। পরে রাজপুত্রগণ মারা পড়িয়া রাজবংশে কেহ না থাকাতে তঁহার কার্য্যকলাপের গুণে বাংলার নবাব হইতে রাজা খেতাব লাভ করিয়াছিলেন এবং সিংহাসনও লাভ করিয়াছিলেন। মৈশাং রাজের এক কন্যা ছিল। তাঁহার নাম ভেংলী। এক লস্করের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। লস্কর অর্থ সেনাপতি। সে যাহা হউক মন্ত্রী থৈন সুরেশ্বরী তদ্‌কালের চট্‌টগ্রামের শাসনকর্তা হইতে ১২ খানি গ্রামে বসতি করিবার জন্য অনুমতি লাভ করিলেন এবং একদল বাঙ্গালী সৈন্যও লাভ করিলেন। তাঁহারা সৈন্যসহ উপস্থিত হইলে রাজ পরিবার ও অন্যান্য সর্দ্দারগণ সপরিবারে উপস্থিত প্রজাবৃন্দ লইয়া চটগ্রাম অভিমুখে রওনা হন। মগরাজ এই সংবাদ পাইয়া বাধা দিবার নিমিত্ত একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার মারেক্যা ও মধ্যম কুমার কদম বাংলা মগ সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া বাধা দিতে থাকে এবং ছোট কুমার রদংসা ও মন্ত্রী থৈন সুরেশ্বরীকে কতেক সৈন্য প্রহরায় প্রজাগণ সহ সকলকে লইয়া অগ্রে

---

১২ খানি গ্রাম লাভ ১৪১৮-৯ খৃষ্টাব্দ। তদ্‌কালে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন গণেশের পুত্র জালালুদ্দীন। মৈসাং রাজকে মগেরা মং চুই বলিয়াছিলেন।

পাঠাইয়া দেওয়া হয়। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম কুমার মগ সৈন্যদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিবার সময় মধ্যম কুমার বীরগতি লাভ করে। মগ সৈন্যরাও পশ্চাদপদ হইয়া আর বাধা জন্মায় নাই। অতঃপর নিরাপদে চট্টগ্রামের অন্তর্গত মাতামুহুরী অঞ্চলে উপস্থিত হইয়া বারটি স্থানে বসতি স্থাপন পূর্বক শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে। মধ্যম কুমার কদম বাংলা মারা যাওয়াতে বৃদ্ধ মৈসাংরাজ শোকে মুহ্যমান হইয়া কয়েকদিন পর দেহত্যাগ করেন। প্রথম কদমতলী বা আলী কদমে বসতি করিয়া পরে যুবরাজ মায়েক্যা বা মানেক্যা আর একটি সুন্দর স্থানে রাজধানী করিয়া তথায় রাজ্যাভিষিক্ত হন এবং মানেক গিরি নাম ধারণ করেন ও রাজধানীর নাম মানিকপুর রাখেন। এই ঘটনার পর আর একদল চাকমা রাজ্যের দলের স্বজাতীয়দিগকে অনুসরণ পূর্বক অগ্রসর হইতে থাকিলে দেখিতে পায় যে আগের দল পথের চিহ্ন স্বরূপ যে সমস্ত বনজ কলাগাছ কাটিয়া গিয়াছে সেই সমস্ত কলাগাছের ভিগ আগা উঠিয়াছে বা বাহির হইয়াছে। ইহা দেখিয়া তাহারা মনে করিল যে আগের দলকে তাহারা আর সহজে পথে পাইবে না। অর্থাৎ আগের দলের সহিত পথে একত্রিত হইতে পারিবে না। এই চিন্তা করিয়া তাহারা আর অগ্রসর হইল না। তাহারা রোয়াং বা আরকান দেশে রহিয়া গেল। পরে তাহাদিগকে

উক্ত যুদ্ধ ৭৮০ মঘিতে সংঘটিত হয়।

রে য়ংগ্যা চাকমা আখ্যা দেওয়া হইল। আর যাহারা চট্ট-গ্রামে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল তাহাদিগকে উহারা আনক্যা চাক্‌মা বলিত বলবাহুল্য, চট্টগ্রামকে তখন আরকান-বাসীরা আনক বলিত। রাজা মাঙ্গরক্যা বা মানেকগিরি কয়েক বৎসর মানেকপুরে রাজত্ব করার পর দুঃখের বিষয় আবার আরকান দস্যুগণ অতর্কিতে মানেকপুর আক্রমন করিয়া লুঠতরাজ করে এবং বহুলোক হত্যা করে। এই খণ্ডযুদ্ধে ছোট রাজ কুমার বদংসাও প্রাণ বিসর্জন করেন। এই ঘটনার পর মানেক গিরিও অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। সুতরাং মন্ত্রী থৈন সুরেশ্বরী মানিকপুর ত্যাগ পূর্বক পুনরায় আলি কদমে বা কদমতলীতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। এবং মগ কুকি দমনের জন্য নবাব হইতে পুনরায় একদল সৈন্যের উপর সেনাপতিত্ব লাভ করিয়া মগদিগকে পরাভূত করেন। মগরাজ তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপন করি-লেন। সুতরাং এই যুদ্ধেও মগ-চাক্‌মায় মিলিত হইল। এই যুদ্ধ তৈনমুড়ি গাঙের যুদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত হয়। তিনি এখানে পাথরী কীল্লা করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার একজন দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতি ছিল। রণে উন্মত্ত হইতেন বলিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় রণপাগলা আখ্যা দিয়াছিলেন। এই সেনাপতি ও পূর্ববর্তী রণ পাগলার বংশধর বটে। এই যুদ্ধের পর মন্ত্রী থৈন সুরেশ্বরী নবাব হইতে প্রকৃত রাজা খেতাব লাভ করেন। এই যুদ্ধে আরকান রাজের সেনাপতি ছিলেন ছেন্দইজা।

চৌন মুড়ি গাঙে একটি বড় কুম ছিল। সেই কুমের বাঁক চমার করিয়া বিরাট চরের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তজ্জন্য একটি কথা রহিয়া গিয়াছে।—"মোরের মাথায় বের দিলাক্ মগ-চাক্মায় মিল হলাক্। রাজা থৈন সুরেশ্বরী দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। তাঁহার নামানুসারে তৈনছুরী নাম হইয়াছে। তাঁহার রাজত্বের সময় চট্টগ্রামের আধিপত্য লইয়া ত্রিপুরা মহারাজের সহিত মোগলদের এবং আরকানাদিপতির এই ত্রিশক্তির মধ্যে শক্তির পরীক্ষা হইতেছিল। চট্টগ্রাম এই ত্রিশক্তির মধ্যে পুনঃ পুনঃ হাত বদল হইতেছিল। রাজা থৈন সুরেশ্বরী কোন পক্ষ অবলম্বন না করিয়া নিরপেক্ষ থাকেন। রাজা তৈন বা থৈন সুরেশ্বরী তাঁহার একমাত্র পুত্র জন্ম (মগেরা বলে চ-দুই) কে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অমর ধামে প্রস্থান করেন। এই অবধি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত চাকমা রাজের সহিত আরকানীদের আর কোন গোল-যোগের সংবাদ নাই। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে চট্টগ্রামের আধিপত্য লইয়া উক্ত ত্রিশক্তির মধ্যে তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, এই বিপ্লব কাহিনী পরে বর্ণিত হইবে। এখন চাকমা রাজা জন্মর সম্বন্ধে বলা যাউক। ১৪৩০ শকাব্দে (১৫১৭-১৮ খৃঃ) পর্তুগীজ ভ্রমণকারী জন, ডি, সেলবেরা আরকানাধীশ্বরের দ্বারা আহুত হইয়া চট্টগ্রাম পরি-দর্শন করেন। তৎকালে চট্টগ্রাম আরকানপতির হস্তে ছিল।

চৌন মুড়ি গাঙে পাথরী কীল্লার এখনও নাম আছে।

মগরাজ কিছুদিন বিজিত রাজ্য চট্টগ্রামে অবস্থান করিয়া (রাজমালা ১৫১৭ পৃঃ) ৮৭৯ মঘীর ৫ই পৌষ (খৃষ্টাব্দ ১৫১৭) জিয়া জা নামধেয় হস্তীতে আরোহণ করিয়া ঢাকায় গমন করেন। অন্যদিকে মগ রাজপুত্র ইরে মং সন্ধীপ, হাতিয়া প্রভৃতি স্থান দখল করিয়া সৈন্য সামন্তের সহিত নোয়াখালীর অন্তর্গত লক্ষ্মীমপুরে চলিয়া যান। ১৫ই মাঘ, ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে চাকমা রাজ জনু (চনুই) বশ্যতা স্বীকার পূর্বক আরকান রাজ সমীপে তৎপ্রতিনিধি চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ধাবাংগ্রীর মারফৎ দুইটি শ্বেত হস্তী উপঢৌকন প্রদান করেন। এই সময় ধাবাংগ্রীর কোন কার্য্যে আরকানপতি ছেন্দুজাকে চট্টগ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। ছেন্দুইজা চট্টগ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পান যে, চাকমারাজ প্রদত্ত শ্বেত হস্তীদ্বয় প্রকৃতপক্ষে শ্বেত হস্তী নহে। চুন মাখাইয়া শ্বেত করা হইয়াছে। চাকমা রাজার ঈদৃশ প্রতারণায় ছেন্দুইজা ক্রোধান্বিত হইয়া উপহারাদি সহ চাকমা রাজার মন্ত্রী চতুষ্টয়কে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। মহারাজ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া উপহারাদি ও উক্ত দুইটি হস্তীসহ মন্ত্রী চতুষ্টয়কে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবার নিমিত্ত ছেন্দুইজাকে আদেশ পাঠাইলেন। ছেন্দুইজা ভয়ে বন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান পূর্বক ঢাকায় রাজার নিকট উপস্থিত করাইলেন। মন্ত্রী চতুষ্টয় বুঝাইয়া বলিলেন যে, আরকানাধীশ্বর শ্বেত হস্তীতে ভিন্ন বিচরণ করেন না। সুতরাং শ্বেতহস্তীর অভাবে সম্মান হেতু এরূপ করিয়া বশ্যতা স্বীকার করা হইতেছে।

ইহা রাজ প্রতিনিধি চট্টগ্রামের শাসনকর্তাকেও বুঝান হইয়াছে। আরকান রাজ তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং উপহারাদি গ্রহণ করিলেন। রাজা ছেন্দুইজাকে অত্যধিক ভৎর্সনা করেন। সে রাজবংশ সম্ভূত হইয়াও ধাবাংগ্রীর কাজে সমর্থন করেন নাই। সুতরাং সে রাজনীতিতে তখনও অনভিজ্ঞ রহিয়াছে বলিয়া চট্টগ্রামের মহা পাঙ্গাগ্যের নিকট তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন। ইহার কিছুদিন পরে আরকান অধীশ্বর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কালে চট্টগ্রামে উপস্থিত হইলে ৮৮১ মঘাব্দের ১৩ই মাঘ ১৫২০ খৃষ্টাব্দে চাকমা রাজ জনু তদীয় কন্যা সাজেম্বীকে (মাগেরা বলে সাজাইয়ু) আরকান রাজের সহিত বিবাহ দেন। আরকান রাজ চাকমা রাজ জনুকে বহু ক্ষমতা প্রদান পূর্বক বহু মূল্য পোষকও (খেলাত) প্রদান করেন এবং (কোংলাপ্রু) সদাশয় উপাধিতে ভূষিত করেন। দেঙ্গাওয়াদি আরেদ ফুং ৫৪-৫৯ পৃঃ ১৫২০ খৃষ্টাব্দে চাকমা রাজার রাজ্যসীমাও স্থির হইয়া যায়। পূর্বে ম্রাম্রে নদী বর্তমান নাফ নদী, পশ্চিমে সীতাকুণ্ড পাহাড; দক্ষিণে সমুদ্র, উত্তরে চাঁইচাল পর্বতশ্রেণী। চাক্‌মা রাজ জনুর দুইটি কন্যা সন্তান ভিন্ন পুত্র সন্তান ছিল না। জ্যেষ্ঠ কন্যা রাজেম্বীর সহিত দ্বিতীয় রণপাগলার পুত্র বুড়া বড়ুয়ার বিবাহ হয়। তাঁহার অপর নাম ভুরুস্যা। জামাতা ও সেনাপতি বুড়া বড়ুয়ার সহায়তায় ও আরকান রাজের অনুগ্রহ লাভ করিয়া রাজা জনু সাতিশয় প্রতাপান্বিত হইয়া উঠেন। রাজা জনুর পরলোক প্রাপ্তি ঘটিলে

দৌহিত্র সূত্রে জামাতা বুড়া বড়ুয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। বুড়া বড়ুয়া সিংহাসনারূঢ় হইয়া অল্পকাল রাজত্ব করার পর ইহলোক ত্যাগ করিলে তৎপুত্র লাত্তুয়া বড়ুয়া রাজগদী লাভ করেন। এই বড়ুয়া বংশ সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। পূর্ববর্তী আরকান রাজ চাকমা রাজা বাঙ্গালী সর্দার ৪৮০

বৌদ্ধ মিশন গ্রন্থমালা ২৬ রেঙ্গুনে বৌদ্ধ মিশন প্রেসে মুদ্রিত সদ্ধর্ম রত্নাকর ২৪৮০ বুদ্ধাব্দ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ গ্রন্থের পরিশিষ্টে বড়ুয়া জাতি সম্বন্ধে শ্রীযুত উমেশ চন্দ্র মুৎসুদ্দীর দ্বারা সংগৃহীত বড়ুয়া জাতি সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা দিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে এই :—

বুদ্ধ ধর্ম ভারতে পতনের যুগে একদল বৃজি বা বর্জ্জি বংশ সম্ভূত লোক মগধ বিহার হইতে পলাইয়া আসাম হইয়া চট্টগ্রামে ও পরে আরকানে উপস্থিত হয়। পরে তাহারা আরকানি মগদের সহিত সম্বন্ধপাতি করিয়া প্রায় মিশিয়া গিয়াছিল। বড়ুয়াদের পূর্বে মগ ভাষাও ছিল। যেমন বংশের নাম ও নাম মগের নাম হইয়াছিল। সেই বৃজি বর্জ্জি জাতির সম্ভূত বলিয়া বড়ুয়া নাম হইয়া গিয়াছে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। চাকমা জাতিতে যে বড়ুয়া গোজা আছে তাহা বড়ুয়া জাতির এক অংশ। বড়ুয়ারা বলিয়া থাকে তাহারা রাজবংশি। বড়ুয়া গোজারা বলিয়া থাকে তাহারা রাজ পাড়ালিয়া। কথাটা একই। তিনি আর একটি লিখিয়াছেন—

মগাব্দে ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্রের জন্য আরকান রাজের যে দুইটি কন্যা দিয়া সম্বন্ধ করিয়াছিলেন এবং দুই কন্যাকে আরকান রাজ কতেক খানসামা ও প্রজা যৌতুক দিয়ছিলেন সেই বংশজ প্রথম রণ-পাগলা এবং বুড়া বড়ুয়ার পিতা দ্বিতীয় রণ-পাগলা প্রথম রণ-পাগলার বংশধর বটে।

মগধ বিহার হইতে তাঁহারা আসিয়াছেন বলিয়া মগেরা তাহাদিগকে বড় আখ্যা দেওয়াতে বড় হইতে বড়ুয়া শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে।

কিন্তু ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। কারণ আসামেও হিন্দু বড়ুয়া আছে। সেখানেত মগ নাই। বৃজি বা বর্জ্জি হইতে বড়ুয়া শব্দের বুৎপত্তি হইয়াছে—ইহাই ঠিক মনে হয়। বড়ুয়ার মধ্য মিমাগ্রী গোষ্ঠি— যড় কন্যার গোষ্ঠি।

—:•:—

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজা সাত্তুয়া

সাত্তুয়া বড়ুয়াকে পাগলা রাজা বলিয়া বলা হইয়া থাকে। কেহ কেহ সাত্তুয়া বড়ুয়ার পুত্র পাগলা রাজাও বলিয়া থাকে। রাজা যদি সাত্তুয়া বড়ুয়ার পুত্র হইয়া থাকে তাহার অবশ্য স্বতন্ত্র নাম থাকিবার কথা। কিন্তু ঐরূপ তাহার স্বতন্ত্র নাম পাওয়া যায় নাই বাবু সতীশ ঘোষের চাকমা জাতির ইতিবৃত্তে ও মাধব চন্দ্র চাক্‌মা কর্মির রাজনামায়ও সাত্তুয়া বড়ুয়াকে পাগলা রাজা বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া সাত্তুয়া বড়ুয়াকে পাগলা রাজা বলিতে বাধ্য হইলাম ইনি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান এবং প্রবল পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। তাঁহার প্রবল প্রতাপে মগেরা দমিত ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি একবার চট্টগ্রাম সহরও লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। এই নরপতি কোন এক সাধক ঋদ্ধি সম্পন্ন গুরু হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া সমাধি করিতেন। চাক্‌মা জাতির মুখে মুখে গেংখুলিগানে কিংবদন্তি আছে যে উক্ত রাজা প্রায় মধ্যে মধ্যে বস্ত্র অন্তরালে (গোপন ভাবে) লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া নীরব নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিতেন। ইহাতে রাণীর

বিস্ময় উৎপাদন হইলে রাণী একদিন হঠাৎ পর্দা উঠাইয়া দেখেন রাণী দেখিতে পান যে রাজা কলিজা বাহির করিয়া ধৌত করিতেছেন। ইহা দেখিয়া রাণী চীৎকার করিয়া উঠেন। সুতরাং ইহাতে রাজার উৎকট রোগভঙ্গ হইয়া কলিজা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে সক্ষম হইলেন না। তাহার ফলে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। সুতরাং এমতাবস্থায় নানাপ্রকার ছলনা উদ্ভাবন বিনা দোষে লোকজন হত্যা করিতে আরম্ভ করেন। এভাবে বহু লোক হত্যা করিয়াছেন। দশবিঙ্গাধারেৎ নামক এক অমাত্য তাহার নয়টি ছেলে কাটিয়া ফেলিলেন এবং উক্ত দশবিঙ্গার ঢুলুনীতে শায়িত একটি মাত্র দুগ্ধপোষ্য শিশু রহিল এবং একটি মেয়ে সন্তান বাঁচিয়া থাকে। এই অমাত্য বুং গোজার ও রাঁড়ী গোজার আদি পুরুষ বটে। বাহুল্য ভয়ে উহার বর্ণনা দেওয়া হইল না। রাজার ঈদৃশ মস্তিষ্ক বিকৃতিতে রাণীর মনেও ভয় জন্মিল। এমতাবস্থায় রাণী অপরাপর সর্দারগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজাকে কাটিয়া ফেলিয়া পুতিয়া ফেলা হয়।

অতঃপর সাত্তুয়া বড়ুয়া বা পাগলা রাজার রাণী সিংহাসনে আরোহন করতঃ রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। তিনি কাট্টুয়া রাণী নামে খ্যাত হন। কয়েক বৎসর রাজত্ব করার পর বার্দ্ধক্যাবস্থায় উপনীত হইলে অচল অবস্থায় রাজ্য

প্রবাদ আছে মুণি ঋষি ধ্যান গরে পাগলা রাজা চিৎ কল্‌জ্যা খুয়েই নাই সিয়ান গরে।

শাসনের ক্ষমতা হ্রাস পায়। ইহাতে আর একজন রাজগদীতে আবশ্যক হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় একটি প্রজা সম্মিলনী হইল। এই সম্মিলনীতে চারি অমাত্য হইতে একজনকে রাজাসনে বসাইতে প্রস্তাব স্থির হয়। কিন্তু চারি অমাত্যের মধ্যে কাহাকে ত্যাগ করিয়া কাহাকে রাজাসনে বসানো যাইতে পারে ইহা এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। কারণ সবাইত সমান। আলে চনায় সর্ব সম্মতিক্রমে একটা সিদ্ধান্ত উপনীত হইল। সাব্যস্ত হইল, একটি ধর্ম অভিষেক দরবার বসান হইবে। চারি অমাত্য যথা—ধুয্যা, কুয্যা, ধামানা ও পীড়া ভাজা। এতদ্ব্যতীত নেন্দাবাককও লওয়া হইল। কারণ, একজন রাজগদীতে বাসলে যেন চারি অমাত্য ঠিক থাকে। এই পাঁচজনকে নির্বাচন করিয়া তাহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে দরবার সারা রাত্রি বসিবে। প্রজাগণ জাগ্রত থাকিয়া সারারাত্রি দরবার রাখিবে। রাত্রি শেষে প্রভাত হইতে হইতে যে অগ্রে আসিয়া সিংহাসনে বসিতে সমর্থ হইবে তাহাকে রাজা করা হইবে। এই পাঁচজনকে জানাইয়া দিল এবং ঘোষণা করা হইল। সুতরাং দরবারের একখানা সিংহাসন বসাইয়া অপরদের জন্য চারিখানা পিঁড়ী রাখিয়া দেওয়া হইল। সুতরাং প্রস্তাব অনুযায়ী উক্তরূপ ধর্ম অভিষেক দরবার

তাহার আসল নাম আর একটি ছিল। পীড়া ভাজা নামটি পরে হইয়াছে। আসল নাম জানা না থাকায় উক্ত নামটি ব্যবহার করা গেল।

বসান হইল। সর্ব্বাগ্রে ধুর্য্যা রাত্রিশেষে মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া দরবার ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে সিংহাসন খালি—সমস্ত আসনই খালি আছে। তাহার অগ্রে কেহই উপস্থিত হন নাই। সুতরাং তিনি রাজাসনে বসিয়া পড়েন। তাঁহার পর রাত্রিশেষে ভোরের আভাষ পাইয়া পিঁড়াভাঙ্গাও দরবারে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি তাঁহার অগ্রে কে আসিয়া সিংহাসনে বসিয়া পড়িয়াছেন চিনিতে পারিতেছিলেন না। সুতরাং ধুর্য্যা মন্ত্রীকে তাকাইয়া পিঁড়িতে বসিবার সময় পিঁড়ির ঠিক স্থানে না বসিয়া পিঁড়ির কাঁচাতে বসার দরুণ চিৎ হইয়া পড়িয়া যান। তাঁহার প্রকাণ্ড শরীর ছিল। এই সব প্রজারা লক্ষ্য করিতেছিল। তাঁহার পরে ধামানা গিয়া উপস্থিত হন। এইরূপে পরপর করিয়া সবাই দরবারে উপস্থিত হয়। এবং রাত্রিও প্রভাত হয়। ধুর্য্যার মাথার পাগড়িখানা চিত্রিত অবস্থায় দেখা যাইতেছিল। পরিষ্কার প্রভাত হইলে সকলেই দেখিল, ধুর্য্যার মাথার পাগড়ীখানা স্ত্রীলোকের বুক বাধনী কাপড় খাদি কাপড়। বলা বাহুল্য তদকালে দেয়াশলাই ও কেরোসিন তৈল আবিষ্কার হয় নাই। পরিতাপের বিষয়, ধুর্য্যা নিদ্রা হইতে চেতন প্রাপ্ত হইলে উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত সমস্ততার দরুণ অন্ধকারে হাতড়াইয়া তাঁহার স্ত্রীর বুক বাঁধনী কাপড়খানা তাড়াতাড়ি ভাবে মাথায় বান্ধিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং দরবারের সমালোচনা হয় যে ধুর্য্যার যাত্রা খারাপ হইয়াছে। ধুর্য্যা সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হইয়া

রাজাসনে বসিতে সক্ষম হইলেও সে স্ত্রীলোকের কাপড় মাথায় তোলাতে দোষণীয় হইয়াছে। আর পিড়া ভাঙ্গারও যাত্রা ভাল হয় নাই। সে পিঁড়ীতে বসিবামাত্র চিৎ হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং উভয়কেই রাজা করা যায় না। তাহাদের দুইজনের মধ্যে যে কেহকে রাজা করিলে দেশের মঙ্গল হইবে না। পিড়াভাঙ্গার আসল নাম অজ্ঞাত। সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে ধামানাকই রাজা মনোনীত করা হইল। ধুর্য্যাকে প্রধান মন্ত্রীর আসন দেওয়া হয়। এবং অপর তিন জনকেও পাত্রের আসনে রাখা হইল। পাগলা রাজার ঔরষে কাটুয়া রাণীর গর্ভে একটি মেয়ে সন্তান ভিন্ন দ্বিতীয় সন্তান ছিল না। এই রাজকন্যার নাম অমঙ্গলী। এই রাজকন্যার সহিত অপর অমাত্য মুলীমা থংজার বিবাহ হয়। এই মুলীমা থংজার ঔরষে রাজকন্যার গর্ভে ধামানা ও পিঁড়াভাঙ্গা। এই মুলীমা থংজা হইতে মুলীমা গেজার উৎপত্তি হয়। মতান্তরে রাজকন্যা অমঙ্গলীর দুই স্বামী হয়। প্রথম স্বামীর ঔরষে ধুর্য্যা ও কুর্য্যার জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার এই প্রথম স্বামী কোন এক যুদ্ধে মারা যায়। প্রথম স্বামীর মৃত্যু হইলে তদ্‌পর মুলীমা থংজাকে দ্বিতীয় স্বামী বরণ করে। মতান্তরে ধুর্য্যা ও কুর্য্যা মন্ত্রী ছিলেন কেহ কেহ আবার বলিয়া থাকেন চারিজনেই রাজার মন্ত্রী ছিলেন। কোনটা সত্য বলা কঠিন। প্রথমটাই সত্য বলিয়া মনে হয় সে যাহা হউক এই চারিজন হইতে চারি প্রধান গোষ্ঠীর উদ্ভব হইয়াছে।

এই ঘটনা হইতে তাহার পিঁড়া ভাঙ্গা নাম হয়।

যথা :—

থৈন সুরেশ্বরী হইতে তৈন ছুরী— তন্ত্র্য গোজা। এই বংশে কুর্য্যার জন্ম। সুতরাং তাহার বংশ— কুর্য্যা গোষ্ঠী।
ধুর্য্যা বাকুখালিতে ছিলেন বলিয়া— বগা গোজা।
মুহুরী নদীর তীরে মুলীমা থংজা— মুলীমা গোজা।
উক্ত গোজার ধামানা হইতে— ধামানা গোষ্ঠি।
লাম্মা স্থানে পিড়া ভাজা ছিলেন বলিয়া— লার্ম্মা গোজা।
এতদ্ব্যতীত পিড়া ভাজার পুত্র গুজা ধাবেং ও লাম্মা ধাবেং গুজা ধাবেঙের কন্যা নূতন পদি। এই গুজা ধাবেঙের বংশ ও বেজা ধাবেং বংশ ধাবেঙ্গ গোজা। কুড়া থাঙুট্যা ছড়ায় মেন্দাব ছিলেন বলিয়া তাঁহার অধঃস্ত লোকদিগকে—কুড়াথুট্যা বলে। ফাস্যাখালীতে সর্দার ফাকুসা ছিলেন বলিয়া— ফাকুসা গোজা। পাগলা বড়ুয়া বা রণপাগলা সেনাপতি ও বুড়া বড়ুয়া পরে রাজা সাত্তুয়া বড়ুয়া, পাগলা রাজা হইতে বড়ুয়া গোজার উৎপত্তি হয়।

তৈন সুরেশ্বরী হইতে তৈন ডুবী তন্তা গোজার উৎপত্তি

অতঃপর ধামানা রাজা হইয়া ধুর্য্যা প্রধান মন্ত্রী পিড়া ভাজা কুর্য্যা অপর সকলকে যথোপযুক্ত পদবী দিয়া সম্মানিত

চন্দন খাঁ ও রতন খাঁকে পাগলা রাজার পুত্র, কাটুয়া রাণীরও পুত্র বলিয়া রাজানমায়ও অন্যত্র দেখিতে পাই। ইহা ভুল। তাঁহারা রণু খাঁর পুত্র। কোথায় রণু খাঁ আর কোথায় পাগলা রাজা রণু খাঁ রাজা ভুবনের প্রপিতামহের পিতা ও তৎ পিতা

করিয়াছিলেন, রাজা ধামানা খ্যাতি সম্পন্ন রাজা ছিলেন। সর্ব জাতি সমান চক্ষে চাহিয়া সমভাবে প্রজাপালন করিয়া তিনি ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন। রাজা ধামানার পুত্র ধরম্যা ধামানার পর রাজপাটে বসেন। প্রবাদ আছে রাজা ধামানার পরলোক প্রাপ্তির পূর্বে কোন এক বাদশাহ্ পুত্র তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কনিষ্ঠ সহোদর তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করাতে জ্যেষ্ঠ ভাই আত্মরক্ষার জন্য সদল বলে পলাইয়া আরাকানের দিকে আসিয়া রাজা ধামানার আশ্রয়ে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতে থাকে। তিনি এই চাকমা রাজ ধামানার সহিত সখ্যতা স্থাপন পূর্বক অনন্তর তদীয় কন্যা তাঁহার পুত্র ধরম্যার সহিত বিবাহ দেন। ধরম্যার ঔরষে সুজাউদ্দৌল্লার কন্যার গর্ভে মংগল্যা জন্ম-গ্রহণ করেন। মোগলের কন্যার গর্ভে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের সম্মতিক্রমে মংগল্যা নাম রাখা হইয়াছিল। মতান্তরে এই বৈবাহিক সম্বন্ধের পরে চাক্মা রাজা ধামানা ও তদ্পুত্র কুমার ধরম্যার অজ্ঞাতসারে চাক্মা সর্দারগণ গভীর রাত্রিতে বাদশাহ্ পুত্র সুজাউদ্দৌল্লার শিবিরাদি অতর্কিতে আক্রমণ পূর্বক পুরুষগণকে হত্যা করে এবং তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গদের স্ত্রীলোকদিগকে যথাযোগ্যানুসারে বিবাহ করে। ইহা চাক্মাদের মুখে মুখে ছিল। বর্তমানে পূর্ব কথাগুলি বিস্মরণ হইতেছে। তাই উক্ত ঘটনা কতদূর সত্য মিথ্যা বলা যায় না। তবে চাক্মা জাতিতে কথা রহিয়া গিয়াছে যে,

চাকমা রমণীরা মুসলমান মেয়ের বংশধর উক্ত বাদশাহ্ পুত্রের কন্যার বিবাহকালীন সময়ে চাক্‌মা রাজ ও রাজপুত্র অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন যে, তাঁহাদের ধর্মানুসারে মোগল মেয়েগণের ধর্ম রক্ষা করিয়া দিবেন। তদ্‌বধি চাক্‌মা স্ত্রীলোক পরলোক গমন করিলে পূর্ব দাহক্রিয়া করিত না। কবর দেওয়া হইত। কবরে স্ত্রীলোকদিগকে পশ্চিম দিকে মাথা, পূর্বদিকে পা রাখিয়া কবর দেওয়া হইত। পরবর্তীকালে স্ত্রীলোকদিগকেও দাহ করা আরম্ভ হইয়াছে তথাপি দাহ করিয়া শ্মশানে চাক্‌মারা যে চিতোন টেঙেরা বলিয়া মৃত ব্যক্তির একরকম ঘর প্রস্তুত করিয়া থাকে উহার দরজা মেয়েদের পশ্চিম দ্বারী করিয়া দেওয়া হয় অর্থাৎ মক্কা মদিনা যাহাতে পিছন দিক্ না হইয়া সম্মুখ দিকে হয় যেন নামাজের অনুকরণে করিয়া দেওয়া হয়। পুরুষ ব্যক্তি পরলোক গমন করিলে পূর্বদিকে সম্মুখ করিয়া দেওয়া হয়। তাহার কারণ চাকমা জাতি পুরাকালে সূর্য্য বংশী বলিয়া সূর্য্যোদয়কালে যাহাতে সূর্য্যকে আরাধনা করিতে পারে তাহাই করা হয়। এখনও উক্ত নিয়ম প্রচলিত আছে। তবে বর্তমানে কিছুটা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত মেয়েদের নাম বি যেমন রাঙাবি, কলাবি, পথ্যাবি, মাচ্ছা বি. ধলা বি ইত্যাদি সেই হইতে বিবি নাম হইতে বি হইয়াছে। মুসলমান মেয়েদের অলংকার ও সেই হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার পর হইতে নামের পরে খাঁ রাখা হইয়াছে। রাজা ধরম্যার পর তৎপুত্র মংগল্যা রাজসিংহাসন

অলংকৃত করেন। রাজা মংগল্যার দুইটি পুত্র যথা জুবল খাঁ ও জল্লাল খাঁ। মংগল্যার পর তৎপুত্র জ্যেষ্ঠ পুত্র জুবল খাঁ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি কয়েক বৎসর রাজশাসন করিয়া পরলোক গত হইলে তদ্ কনিষ্ঠ সহোদর জল্লাল খাঁ রাজসিংহাসনে বসেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফতে খাঁ পিতাকে রাজকার্য অত্যধিক সহায়তা করেন বলিতে গেলে তিনিই সর্ববিষয়ে রাজকার্য পরিচালনা করিয়াছেন তাঁহার পিতা বার্ধক্যে উপনীত হওয়াতে ফতে খাঁর উপরই রাজকার্য নির্ভর করিত। উপর্যুপরি ঘন সন্নিবিষ্ট হওয়াতে বোধ হয়

বাবু মাধব চাকমা কর্মির রাজনামায় জল্লাল খাঁকে অন্য নামে ফতে খাঁ এবং বোধ হয় খাঁ দিয়ত অনিচ্ছায় তাহাদের নামে চাঁদ দিতেও চাহিয়াছেন। এবং বাবু সতীশ ঘোষও জালাল খা ও ফতে খাঁ ঘন সন্নিবিষ্ট বিধায় দুই ব্যক্তি বলিয়া সাহস করিতে পারেন নাই। কারণ রাজবাড়ার এক মুদ্রায় ফতে খাঁর নাম এবং জল্লাল খাঁর মোহায়ও পাইয়াছিলেন ইহাতে দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছেন। আমার পিতার বিয়োগে জল্লাল খাঁর পুত্র ফতে খাঁ পাইয়াছি। তিনি পিতার প্রতিনিধি হিসাবে নবাবের নিকট ও নবাবের নিযুক্ত কর্মচারী শাসনকর্তাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়াছেন। তদ্ পিতা জালাল খাঁ অল্পদিন রাজত্ব করার পর তদ্পুত্র ফতে খাঁ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। পিতা পুত্রে ঘন সন্নিবিষ্ট হওয়াতে জটিলতা ও ধাঁধাঁয় পড়িয়া গিয়াছেন।

বাবু সতীশ চন্দ্র ঘোষ ও বাবু মাধব চাক্‌মা কর্ম্মি জটিল ও ধাঁধাঁয় পড়িয়াছেন। রাজবাড়ীর এক মুদ্রায় ১৭১৪—১৭১৫ সনে (১১৩৩ হিজরী) ফতে খাঁ নামক জনৈক চাকমা রাজার শাসন বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। আবার পক্ষান্তরে প্রাগুক্ত রেভেনিউ বোর্ডের পত্রে প্রকাশ ১০৭৭ মঘী ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে রাজা জাবুল খাঁ অর্থাৎ জল্লাল খাঁ, আবার কাপ্তেন লুইন লিখিয়াছেন (জামোল খাঁ) কিছু কার্পাস কর দিবার বন্দোবস্ত ফরকসহ (ফরকসিয়ার) এবং মহম্মদ শাহ হইতে জুমিয়া দিগের সহিত নিম্ন প্রদেশের বাণিজ্য চালাইবার অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন। কাপ্তেন লুইন লিখিয়াছেন—জামেল খাঁ প্রায় ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে মোগল উজির তুমক শাহকে প্রথম কার্পাস কর দেন। সুতরাং একই সনে বা এক বৎসর পূর্বে দুইজনেরই নাম উল্লেখ থাকায় জটিল ও ধাঁধাঁয় পড়িবার কারণ হইয়াছে। রাজা জালাল খাঁ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে উহা সম্পাদন করিয়া সেই সনেই পরলোক গমন করিতে পারেন এবং একই সনে ফতে খাঁ রাজগদীতে বসিতে পারেন। সে যাহা হউক রাজা ফতে খাঁ যুবরাজ থাকার সময় হইতে স্বজাতীয়গণকে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিয়া শিক্ষিত করিয়া তুলেন এমতাবস্থায় তিনি পিতার মৃতু র পর রাজগদীতে বসিয়া প্রতাপান্বিত হইয়া উঠেন। চাকমা রাজার এতাদৃশ প্রতাপ শ্রবণ করিয়া মুসলমান নবাব জনৈক সেনাপতিকে বিস্তর সৈন্য ও কামান বন্দুকসহ অস্ত্রশস্ত্র দিয়া রাজা ফতে

খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। রাজা ফতে খাঁ বনপথে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধে মোগল সৈন্যদিগকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে মোগল সৈন্য বহু অস্ত্রশস্ত্র কামান বন্দুক ফেলিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। তাঁহার একটি জিত কামানের নাম রাজা ফতে খাঁর নামানুসারে নাম রাখা হয়। অপরটির নাম কালু খাঁ সেনাপতির নামে দেওয়া হয় উহা কর্ণফুলী জলে কোন কারণে পতিত হইয়া ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রবাদ আছে। রাজা ফতে খাঁর যুদ্ধের জলন্ত প্রমাণ আছে। এক মুদ্রায় অঙ্কিত হইয়াছে, ১৭১৪—১৫ সনে (১১৩৩-হি) ফতে খাঁ নামক জনৈক চাকমা রাজার শাসন বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। হোয়াগ্গার কিয়দ্দুর উপরে কর্ণফুলীর তীর ভূমিতে একটি জায়গা অদ্যাপি ফতে খাঁর চর নামে প্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ এক সময়ে এই চরে চাকমা মোগলে সংঘর্ষ হইয়াছিল। সুতরাং ফতে খাঁর এই যুদ্ধ ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। রাজা ফতে খাঁর প্রকৃত শাসনও ১৯১৪।১৫ সন হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। রাজা ফতে খাঁর তপুত্র (১) সেজ্জন খাঁ, (২) সে মুস্ত খাঁ, (৩) ওর মুস্ত খাঁ। রাজা ফতে খাঁর পরলোক গমনের পর জ্যেষ্ঠপুত্র সেজ্জন খাঁ রাজত্ব ভার গ্রহণ করিয়া কয়েক বৎসর রাজত্ব করার পর অল্পকাল মধ্যে পরলোক প্রাপ্ত হন। অতঃপর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সের মুস্ত খাঁ রাজগদীতে আরোহণ করেন।

তিনি পিতৃকৃত বন্দোবস্ত নূতন করিয়া লইলেন। ১০৭৭ মঘী ১৭১৫ খৃঃ জলাল খাঁ ফরোগ সিয়ারের উজির দুমক সাহের নিকট প্রথম কার্পাস কর দেন। অতঃপর সের মুস্ত খাঁ ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় জুম জঙ্গর বন্দোবস্ত নূতন করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি সমস্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনের ক্ষমতা লাভ করেন। রাজা সের মুস্ত খাঁর পুত্র সন্তান না থাকাতে তদীয় ভ্রাতা ওর মুস্ত খাঁর পুত্র শুকদেবকে পোষ্য শুকদেব পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বাদশাহ হইতে ঘাটের ও কার্পাসের নূতন ভাবে বন্দোবস্ত করিয়া লন শুকদেবের পিতা ওর মুস্ত খাঁ ও শুকদেবের পুত্র সেরদৌলত খাঁ উক্ত কার্য্যে সাহায্য দিয়াছিলেন। এই বুদ্ধিমান নরপতিকে 'রায়' উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল। তিনি শুকদেব তরপ নামে শিলক উপরদীর উপত্যকায় একটি তরপ বন্দোবস্ত দ্বারা প্রাপ্ত হন। তিনি পূর্ব রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া শিলক

---

* মাধব চন্দ্র চাকমা কম্মির রাজনামায় সের্জ্জন খাঁর নাম নাই। আর একজন খের মুস্ত খাঁ লিখিয়াছেন। বোধ হয় এই সের্জ্জন খাঁকে খের মুস্ত খাঁ লিখিতে পারেন। আবার বাবু সতীশ চন্দ্র ঘোষ ও মাধব চন্দ্র চাকমা তাহাদিগকে জালাল খাঁর পুত্র বলিয়া লিখিয়াছেন। তাহার কারণ রাজা জলাল খাঁ ও ফতে খাঁ উভয়কে একব্যক্তি ধরিয়া এরূপ লিখিয়াছেন। আমি পিতার বিয়োগ মতে লিখিলাম। পিতার বিয়োগে খের মুস্ত খাঁ নাই।

উপনদীর তীরে একটি মনোরম প্রাসাদ নির্মাণ পূর্বক শুক-বিলাস নাম দিয়া নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। শুক-বিলাসের অদ্যাপি ভগ্নাবশিষ্ট অট্টালিকা দীঘি পরিখা বর্তমান। তিনি হিন্দুধর্মের পক্ষপাতি ছিলেন। ত্রিপুরা মহারাজের নিকট ব্রাহ্মণ দূত পাঠাইয়া কালী পূজার ব্যবস্থা আনয়ন করিয়াছিলেন এবং কর্ণফুলী নদীর অপর পাড়ে ত্রিপুরা সুন্দরী নামে একটি কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতঃ তাঁহার পূজার বন্দোবস্ত করেন। ত্রিপুরা মহারাজ পরস্পর বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ কয়েক ঘর ত্রিপুরা প্রজা উপহার প্রদান করেন। আর গোমতী নদীর অঞ্চলস্থ গাধাগাধি মইনে পাহাড়ের পাষাণ গাত্রে উভয় রাজার প্রতিমূর্তি অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া জনরবে প্রকাশ আছে। রাজা শুকদেব ১১১০ মঘীতে ১৭৬২ কি ৬২ খৃষ্টাব্দে পূর্ব রাজধানী মাতামুহুরী ত্যাগ করিয়া শিলকে রাজধানী পরিবর্তন করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করা হয়। তিনি ১৭ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করিয়া থাকিবেন। তাঁহার জীবদ্দশায় মোগলের সহিত সন্ধি অনুসারে চট্টগ্রাম ১৭৬০ সালে ইংরেজদের দখলে যায়। ১৭৬৬ সালে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামেও ইংরেজ হস্তক্ষেপ করেন। রাজা শুকদেবের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র

---

* এই রাজা সের মুস্ত খাঁর সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। আদি রাজা সের মুস্ত খাঁ রোয়াং ছিল বাড়ী, তার পুত্র শুকদেব বাঁধে জমিদারী।

সের দৌলত খাঁ রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। রাজা লের দৌলত খাঁর রণু খাঁ নামক এক বিচক্ষণ মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। তাঁর পরামর্শে তিনি ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া যুদ্ধ করার জন্য স্থির করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে ইংরেজগণ দুইবার অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি দুইবারই ইংরেজ সৈন্যদিগকে পরাজিত করেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দেই রাজা লের দৌলত সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দ মিঃ লেনের নেতৃত্বে প্রথম আক্রমণ ও ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ১১৪২ মঘী টরমারের নেতৃত্বে দ্বিতীয় আক্রমণ সংঘটিত হয়। শিলকের নিকটে কীল্লামুড়া বলিয়া এখনও নাম আছে। কাপ্তেন লুইনও এই বিদ্রোহ স্বীকার করিয়াছেন। স্বয়ং বোর্ডও ইহা রেকর্ড করিয়াছেন বলিয়া লুইন স্বীকার করিয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায়

সেনাপতি রণু খাঁ রাজা ভুবনের প্রপিতামহ বটে। নজরটীলায় রণু খাঁর খেদার ভগ্নাবশেষ এখনও আছে বলিয়া বলা হইয়া থাকে। সেনাপতি রণু খাঁ ব্যবহৃত রেশমী কাপড়ের একটি জীর্ণ পট্টুলন ৪ ফুট ২½ ইঞ্চি উচ্চ এবং বেষ্টনী ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি পাওয়া গিয়াছিল। রাজা সের দৌলত খাঁ এক প্রকার স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করার পর ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে স্বর্গলাভ করেন। তৎপুত্র জানবক্স খাঁ ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে রাজগদী লাভ করেন। তাঁহার সময়ে ইংরেজেরা পুনরায় জলপথে অভিযান না করিয়া রামমণি দোভাষী নামক রিয়াং সর্দারকে অর্থে বশীভূত করিয়া স্থলপথে অভিযান করেন। রাজা জানবক্স খাঁ উপায়ান্তর না দেখিয়া ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। উক্ত রিয়াং সর্দারের পুত্র জয়মণি দোভাষী। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে কার্পাস মহাল খাজানার দফা বিশেষ ছিল। রণু খাঁর সহিত বার্ষিক ৫০১/ মণ কার্পাসের চুক্তি ছিল। সেই সময়ে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা (১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল) গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়ারেন হেষ্টিংস্ এর নিকট লিখেন — রণু খাঁ নামধেয় জনৈক পর্বতবাসী কোম্পানীকে কার্পাসের

নিমিত্ত সামান্য কর দিয়া থাকেন। আমি এখানে আসিয়াছি যাবত কর দাতাদিগের মন্দ ব্যবহারে বা বিদ্রোহ মানসে কয়েক মাস পূর্বে কোম্পানীর ভূম্যাধিকারীদের উপর অকারণ রাজকীয় দাবীর বহির্ভূত নানাবিধ শুল্কভার চাপাইয়া অতিশয় অত্যাচার করিয়াছেন। রণু খাঁকে ধরিতে পারা যায় নাই। কেননা সে পলাইয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় পত্রে জানাইয়াছেন যে বর্তমানে সে অধিক সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং অন্তঃস্থলবাসী আগ্নেয়াস্ত্রে অনভিজ্ঞ উলঙ্গ কুকিগণকে অধিক সংখ্যক হিসাবে সাহায্যার্থে আহ্বান করিয়াছেন। ইহার পর রণু খাঁর অবাধ্যতায় যাবতীয় আমদানী বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং পাহাড়ীদেরকে ইংরাজ অধিকৃত চট্টগ্রামের হাটবাজারে আসা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বস্তুতঃ রণু খাঁ রাজা জান বক্স খাঁর প্রধান দেওয়ান ও সেনাপতি ছিলেন। শান্তি রক্ষার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। রাজা জান বক্স খাঁ মহাপ্রুম দুর্গে পলায়ন করেন। তাঁহাকে বন্দী করিতে পারা যায় নাই। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইহা ঘটে। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে রাজা জানবক্স খাঁ প্রেশিডেন্সীতে গিয়া গভর্ণর জেনারেলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি পার্বত্য প্রদেশের শান্তিরক্ষা করিবেন বলিয়া স্বীকারোক্তি দিয়া রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু তখনও কোন বন্দোবস্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। চট্টগ্রামের তদানীন্তন শাসন-কর্তা মিঃ ইরুইন। যাঁহার প্রতাপে কোন কর আদায়

করিতে সক্ষম হন নাই, তিনি এবার ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর কালেক্টর রাজা জান বক্স খাঁর অধিকারভুক্ত পার্বত্য প্রজাগণ হইতে কার্পাস করের পরিবর্তে তদ্‌মূল্য নির্ধারণ ক্রমে তঙ্কায় পরিবর্তন করিতে রিপোর্ট মূলে অনুরোধ করেন। ১৭৯১ ইং ফেব্রুয়ারী অনুমতি দেন যে সর্দারগণ কার্পাসের বিনিময়ে তৎপরিমিত তঙ্কায় খাজানা দিতে স্বীকার না হওয়া পর্যন্ত কার্পাস গৃহীত হইবে। পরে ১৮১৫ টাকা কর নির্ধারিত হয়। অনুমান ১৭৯৭—৯৮ সনে রাজা জান বক্স খাঁ শিলক রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাঙ্গনীয়ায় বা রাউন্যায় রাজধানী পরিবর্তন করেন। তাঁহার শাসন ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত চলিয়াছিল। এই বৎসরই তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। রাজা সের মুস্ত অনুমান ২২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজা জান বক্স খাঁর তিন পুত্র ছিল। অন্য মতে, চারি পুত্র যথাক্রমে (১) টব্বর খাঁ, (২) জব্বর খাঁ; (৩) ডোল পেটা, (৪) ছলা জব্বর খাঁ। তদ্‌কালে চাকমারা কর্ণফুলীর পূর্ব্ব পাড় ত্যাগ করিয়া অধিকাংশ কাউখালী, গুজরা, মরিয়ম নগর, সৈদবাড়ী, ঘাটচেক, নঙ্গরটীলা, মণ্ডলখীল, ধামাইরখীল, সোনাইছুরী, রাউজান ইত্যাদি স্থানে ও সম্পূর্ণ ইছামতী অঞ্চলে মগ-চাকমাগণ বসতি স্থাপন করিয়াছিল। কর্ণফুলীর পূর্ব্ব পাড়ে লোকসংখ্যা কমিয়া যায়।

রাউজান অর্থ—উজান রাজা।

রাজা জান বক্স খাঁর মৃত্যুর পর যুবরাজ টব্বর খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অধিক কাল রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। খুব বিশ্বাস তিনি ২ | ৩ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজা নগরের সম্মুখীন দিঘী তাঁহারই খোদিত। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার পরলোকের পর তদকনিষ্ঠ দ্বিতীয় রাজপুত্র জব্বর খাঁর হস্তে রাজ্যভার অর্পিত হয়। ১১৬৩ মগাব্দ অর্থাৎ ১৮০১২ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসন লাভ করেন। রাজা জব্বর খাঁ দশ বৎসর রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জ্ঞাতিগণের ষড়যন্ত্রে অল্পকাল মধ্যে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে তাঁহার অকাল মৃত্যুতে রাজ্য মধ্যে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পাইয়াছিল। পূর্ব পুরুষগণের নবাব প্রদত্ত সনদ তাম্রলিপি রাজকীয় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আত্মীয়েরা গোপন করিয়া ফেলে। ইহাতে রাজা জব্বর খাঁর অল্প বয়স্ক নাবালক পুত্র ও তদীয় জননী বড়ই নিরাশ্রয় অবস্থায় পতিত হন। বালক পুত্র ধরম বক্স খাঁ বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইলে কতিপয় বিশ্বস্ত সর্দারগণের সহায়তায় ১৮১২ ইং সিংহাসন লাভে করেন। রাজা ধরম বক্স খাঁ পিতৃবিয়োগের পর জন্মিয়াছিলেন। তাহাকে সকলেই আঠার মাস্যা বলিয়া থাকে। তাঁহার খুল্লতাত ডাল পেটার একটা দুর্নাম আছে। তাঁহার স্বার্থ সিদ্ধির মানসে ষড়যন্ত্রক্রমে তন্ন্যা গোছার অন্যতম নেতা ধরম বক্স খাঁকে বলি দিবার নিমিত্ত কৌশলে গভীর বনে লইয়া

যায়। রাজপক্ষীয় লোকেরা সন্ধান পাইয়া গভর্ণমেণ্টের বরকন্দাজ সৈন্যের সহায়তায় তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনেন ইহা কতদূর সত্য বলা যায় না। তাঁহার সম্বন্ধে চাকমা সমাজে অনেক কথা প্রকাশ আছে। তাঁহার শিশু অবস্থায় তাঁহার জননী দুঃখে পতিত হইয়াছিলেন। একদা খোলা মাঠে এক বস্ত্রখণ্ড বিছাইয়া তাঁহাকে তথায় শোয়াইয়া রাখি। তদীয় জননী কোন এক কাজে ব্যস্ত ছিলেন। শিশু রাজপুত্রের মুখে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইলে এক কাল সর্প ফণা বিস্তার করিয়া ছায়া দিয়া রাখিয়াছিল। ইহা খেজু রোয়াজা নামক অথবা তদ্‌পিতা ম্না স্রু রোয়াজা নামক এক মগ সর্দার দেখিতে পান। মগ সর্দার তথায় উপস্থিত হইলে কাল সর্পটি চলিয়া যায়। মগ সর্দার যখন এই দৃশ্য দেখেন তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, এই শিশু কালক্রমে সিংহাসন লাভ করিবেন, এবং পরাক্রমশালী রাজা হইবেন। সুতরাং উক্ত মগ সর্দার শিশুটিকে বুকে জড়াইয়া শিশুর জননী রাণী মাতার নিকট লইয়া যান এবং তাঁহার ক্রোড়ে সমর্পণ করেন। এইজন্য এই মগ সর্দারের পরবর্তী বংশধররা চাক্‌মা রাজবাড়ীতে সম্মানিত ও সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছেন এবং ঘনিষ্ঠ ও আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। উক্ত মগ সর্দারের পরবর্তী বংশধর সরদ রোয়াজা. তদ্‌পুত্র নিজাম প্রু রোয়াজা বর্তমান ইছামতী কচুখালী মৌজার হেড,ম্যানের পিতা বলিয়া মনে হয়। নিজাম প্রু রোয়াজা এখনও জীবিত আছেন।

রাজা ধরম বক্স খাঁ সকলের নিকট মহারাজ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ২৭০৫৲ টাকা জমার দশ বৎসরের জন্ত বন্দোবস্তি স্থাপিত হয়। আবার ১৮২১ খৃষ্টাব্দে অতিরিক্ত ৭০০৲ টাকা হ্রাস হইয়া পুনরায় ২০০৫৲ টাকার জমা স্থিরীকৃত হইয়াছিল। রাজানগরেই তাঁহার আসল রাজধানী বা বাসস্থান ছিল। তিনি রাঙ্গামাটির নিকটবর্তী ধর্মখীল নামে বিস্তীর্ণ সমভূমি আবাদ করিয়াছিলেন। আবাদের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীয়া হইতে ১২ ঘর মুসলমান আনাইয়া বসবাস করাইয়াছিলেন। কাপ্তেন লুইনের কথায়—ধরম বক্স খাঁর সময়ে চারি হাজার টংচঙ্গ্যা আরকান ও টেকনাফ হাঙ্গর, বাঘখালী, তৌনছুরী মাতামুহুরী প্রভৃতি স্থান হইতে এদেশে আসিয়াছিল। তাহারা তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে সর্দার মনোনীত করিতে প্রার্থনা করে। তাহার নাম ফাপ্রু। কিন্তু রাজা উহাতে অসম্মতি প্রকাশ করায় অধিকাংশ পুনরায় আরকানে প্রত্যাবর্তন করে। চট্টগ্রামের রাজকুঠি বা লালকুঠি তাহাদের দেওয়া চাঁদার টাকায় প্রস্তুত হয়। লাল কুঠির ভাড়া বৃটিশ আমলে ১৫০৲ টাকা। মহারাজ ধরম বক্স খাঁ একদা জমিদারী পরিভ্রমণ করিতে করিতে একদা রাস্তায় থাকিতে বৃষ্টি শুরু হয়। ইহাতে তিনি দৌড়াদৌড়ি করিতেছিলেন। ইহা দেখিতে পাইয়া রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য তাহার পর্ণ ছত্র ধরিয়া দেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া নিকটবর্তী উচ্চ স্তূপে উঠিয়া চতুর্দিকস্থ সমুদয় ভূমি তাহাকে দান করেন।

তদ্‌বধি রাজদরবারেও তাহার প্রতিপত্তি হইয়াছিল। উক্ত ব্রাহ্মণকে মহারাজ ভট্টাচার্য্য উপাধিতে ভূষিত করেন তদ্‌বধি তাঁহার বংশধররা মহারাজ ভট্টাচার্য্য বংশগত হইয়াছে। তদীয় বংশধরেরা অদ্যপি সেই ব্রহ্মোত্তর ভূমি ভোগ করিতেছেন।

রাজা ধরম বক্স খাঁ সিংহাসনে আরোহণের কিছুকাল পরে একদা সৈন্য সামন্তাদি সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় বহির্গত হন। বহুদূর বন ও শিলাময় পথ পরিভ্রমণ করতঃ রাজা অতিশয় পিপাসায় কাতর হইলে গুজাং চাকমার বাড়ীতে যান। গুজাং চাকমা স্বস্ত্রীক বীজ বপণ করিতেছিলেন। তাঁহার কন্যা কালাবী মৃন্ময় বারিপূর্ণ শীতল জল পান করিতে দেন। এই কালাবীর প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং গুজাং চাকমাকে সপরিবারে রাজবাড়ীতে লইয়া গিয়া অনন্তর মহাসমারোহে সহকারে উক্ত কালাবীর পানি গ্রহণ করেন। তদ্‌বধি—কালাবী কালিন্দী নাম ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান না দেখিয়া তিনি নিজেই তদীয় জ্ঞাতিভগ্নী আটকবিকে রাজার সহিত দ্বিতীয় বিবাহ করাইয়া দেন। গুজাং চাকমাকে তদ্‌বধি দেওয়ান উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার বাড়ী তদ্‌কালে কাঁটাছুরি সাবিনে ছিল বলিয়া বলা হয়। রাণী কালিন্দীর এক পুত্রসন্তান হইয়া সেই সন্তান মারা যায়। পরে কালিন্দী রাণীর জ্ঞাতি অপর সর্দার দৌলত খাঁর কন্যা হারিবিকে ধরম বক্স তৃতীয় রাণী হিসাবে গ্রহণ করেন।

এই তিনটি রাণীকে রাজা ধরম বক্স খাঁ বিবাহ করায় কুরা খুট্যা গোজার প্রতি সাতিশয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। এই হারিবির গর্ভে একটি মাত্র কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার নাম মেনকা ওরফে চিকনবি। অনন্তর তিনি প্রায় সাড়েউনিশ কি কিছু কম বিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালা ১২৩৯ সালের আষাঢ় মাসে রাজানগর রাজ প্রসাদে স্বর্গধামে চলিয়া যান। তাঁহার পরলোকের পর ইংরেজ গভর্ণমেন্ট প্রথমে কন্যাকে রাজ্যের উত্তরাধিকারিনী সাব্যস্ত করিয়া কন্যার অভিভাবক রূপে ৩য় রাণী হারিবিকে প্রথম রাজ্যভার দেন। ইহাতে প্রথমা মহিষী কালিন্দী রাণী আপত্তি উত্থাপন করেন। তাঁহার আপত্তিতে উহার সম্যক মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত রাজা বক্স খাঁর স্বগোষ্ঠীজ রাজ চন্দ্র দেওয়ানের জ্যেষ্টতাত সুখলাল খাঁ দেওয়ানকে রাজকন্যা চিকণ বির অবিবাহিত অবস্থায় সরবরাহ কারত্ব প্রদান করেন এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডসে রাজ্য শাসন করা হয়। মহিয়ষী কালিন্দীকে অবজ্ঞা এবং তাঁহার মত গ্রহণ না করিয়া কাপ্তাই হইতে গোপীনাথ দেওয়ানকে আনাইয়া রাজ কন্যা চিকনবির সহিত তৃতীয় রাণী হারিবি বিবাহ করাইয়া দেন এবং ৩য় রাণী হারিবি জামাই গোপীনাথ দেওয়ানকে লইয়া সোনাই ছরীতে বসত বাটী করিয়া পৃথক ভাবে বসবাস করিতে থাকেন। প্রথমা মহিষী কালিন্দী মৃত স্বামীর যাবতীয় সম্পত্তি ও রাজ্যভার প্রাপ্তির জন্য গভর্ণমেন্টর নিকট আপত্তি উত্থাপন করায়

উহা সাব্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত যে দুই বৎসর কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসে ছিল এই দুই বৎসর পরে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কালিন্দী রাণী বার্ষিক ২৫৮৩।/২ পাই জমায় ইজারা গ্রহণ করেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার ইজারা পরিত্যাগ করেন। পরিশেষে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে কালিন্দী রাণী মৃত স্বামীর যাবতীয় সম্পত্তির ও রাজ্যের উত্তরাধিকারিনী বলিয়া সাব্যস্ত হন। এবং আটকবি, হারিবি, চিকনবি প্রভৃতি সকলকেই ভরণ পোষণ নির্ব্বাহের জন্য তাঁহার উপর ভার পড়ে। অতঃপর হারিবি উপায়ান্তর না দেখিয়া সোনাই ছুরীর বাসগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জামাতা গোপিনাথ দেওয়ান সহ রাজানগর রাজবাড়ীতে ফিরিয়া আসেন এবং কালিন্দী রাণীর নিকট ক্ষমা চাহেন। কলিন্দী রাণী দুই বাহু বেষ্টন করিয়া হারিবিকে সকল অপরাধ মার্জ্জন পূর্ব্বক সস্নেহে গ্রহণ করিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য প্রদেশের আভ্যন্তরীন শাসনে মুখ্যভাবে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রকৃত পক্ষে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কাপ্তেন লুইন ইহা লিখিয়াছেন। রাণী হারিবির কন্যা চিকনবির গর্ভে গোপীনাথ দেওয়ানের ঔরসে হরিশ্চন্দ্র শরচ্চন্দ্র ও চন্দ্রকলা জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু শরচ্চন্দ্র ও চন্দ্র কলা মৃত্যু মুখে পতিত হন একমাত্র হরিশ্চন্দ্রই বাঁচিয়া রহিলেন। কাল ক্রমে হারিবি ও তদ্‌কন্যা চিকনবি পরলোক গমন করেন। রাণী কালিন্দী জামাতা গোপী নাথ দেওয়ানকে আরও দুইটি বিবাহ দেন। তন্মধ্যে স্বীয় ভ্রাতা জয়মনি দেওয়ানের কন্যা কান্দরী অন্যতম।

তাঁহার গর্ভে উর্ম্মিলা জন্ম গ্রহণ করেন। কান্দরীর মৃত্যু হইলে পুনরায় আভু গোজা চিকন খা তালুকদারের কন্যা হীরালাল তালুকদারের ভগ্নি জানকীর সহিত বিবাহ দেন। তাঁহার গর্ভে হরচন্দ্র নবচন্দ্র, ভগীরথ চন্দ্র, ভগবান চন্দ্র, ও মেয়ে চন্দ্রবলী জন্ম গ্রহণ করেন।

জনরবে অদ্যাবধি শুনা আছে কাপ্টেন লুইন একদিন চাকমা রাজ বাড়ীতে গিয়া কালিন্দী রাণীর সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছিলেন। তেজস্বিনী রাণী কাপ্টেন লুইনের সঙ্গে দেখা করেন নাই। তখন ও রাণী কালিন্দীর স্বাধীনতার তেজ ও গৌরব নিষ্প্রভ হয় নাই বলিয়া লুইনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় রাণী এহেন মহাশক্তি বলিয়া বুঝিতে সমর্থ না হওয়াতে অন্যায় করিয়াছেন বলিয়া ধরা যেতে পারে। পরিতাপের বিষয়, ইহাতে রাণীর উপর কাপ্টেন লুইন মনে অত্যধিক আঘাত পাইয়াছিলেন। তদবধি রাণীর উপর ক্রোধ পরবশ হইয়া চাক্‌মা রাজশক্তি খর্ব্ব করিতে লুইন রাণীর বিরুদ্ধে লাগিয়া রহিলেন। কাপ্টেন লুইন বোমাং এর প্রথম রাজা মংফ্রুকে নূতন রাজপদ দিয়া স্বতন্ত্র বোমাং রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর পরে মগ সর্দ্দার ক্যজ চাঁই নামক এক মং চৌধুরীর ব্যবহারে লুইন সন্তুষ্ঠ হইয়া চাক্‌মা রাণীকে মাটি পোড়া খাজানা না দিবার পরামর্শ দেন। এই মগ সর্দ্দারের পিতা কুঞ্জ ধামাই ৭।৮ শত পরিবার প্রজা লইয়া প্রথম সীতাকুণ্ড পাহাড়ে আসিয়া বস্তি করেন। তিনি

পরে ক্রমশঃ পূর্ব্বাভিমুখে সরিয়া আসেন। চাক্‌মা রাজাকে বার্ষিক ৫০ টাকা মাটি পোড়া খাজানা দিবার স্বীকারে উক্ত স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও কুঞ্জ ধামাই এর পুত্র এই কাজ চাঁই লুইনের শাসন কালের প্রথম ভাগে কালিন্দী রাণীকে মাটি পোড়া খাজানা দিয়াছিলেন। তদানীন্তন নায়েব ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত ধুরুং গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গগত হরগোবিন্দ রাজা মহোদয় ও স্বর্গীয় গিরীশ চন্দ্র দেওয়ান উক্ত মগ সর্দ্দার হইতে মাটি পোড়া খাজানা উশুল করিয়াছিলেন। অতঃপর লুইন কালিন্দী রাণীর রাজ্য খণ্ডিত করিয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মগ রাজ্য সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া দেন। এমন কি রাজগদী হইতে পর্যন্ত অপসরিত করিতে চাহিয়াছিলেন। কাচলং ও কর্ণফুলীর অঞ্চল বাবু ঈশান চন্দ্র দেওয়ানকে এবং চেঙ্গী জেলীর পূর্ব্ব তীর বাবু নীল চন্দ্র দেওয়ানকে দিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহারা রাজ ভক্ত ছিলেন বলিয়া কাপ্টেন লুইনের প্রস্তাব প্রত্যাখান করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২১ শে আগষ্ট বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের এক রিজিলিউসনে লুইনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি পরিবারে ৪টাকা জুমিয়া কর নির্দ্ধারিত হয়। ১৮৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে লুইন আগমন করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মগ রাজ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করাতে কালিন্দী রাণী আপীল করেন। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে জুম রাজস্বের ভিত্তি হয়।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হওয়ার পূর্বে কর্ণফুলি নদীর শুল্ক তাহাকেও দিতে হইত না। ১৮৭১ খৃটাব্দে সুইন উক্ত জল করের হিসাব চাহেন। বলা বাহুল্য উক্ত কর্ণফুলির শুল্ক সুইনকে কম করিয়া দেখান হইয়াছিল। মাত্র বার্ষিক ২২৮৬ টাকা দেখান হয়। সুতরাং তাহার অর্দ্ধেক ১১৪৩ টাকা মাত্র কালিন্দী রাণীকে দিয়া কর্ণফুলির বাণিজ্য কর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এর হাতে লইয়া যান। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা জেলার নিকট বর্ত্তী কুকীগণ খণ্ডলে বৃটিশ শাসনাধীন প্রজাদিগের উপর কয়েক বার হত্যাপূর্ণ অত্যাচার করিয়াছিল। এই বিপ্লব সমুহ এরূপ ভীষণভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল যে গভর্ণমেণ্টও ভয় পাইয়া ছিলেন। কালিন্দী রাণীর অধিকৃত কয়েক খানা গ্রামও পুড়িয়া দেয়। কালিন্দী রাণীর প্রার্থনায় কুকিদিগকে দমন করিতে ইংরেজ সৈন্য বরকল হইয়া ১৮ মাইল দূর স্থিত বিদ্রোহী কুকিরাজ রতন পুঁয়ার অধিকারস্থ কুকিদের ঘর বাড়ী জ্বালাইয়া দিলে কুকিরা পলাইয়া যায়। রতন পুঁইয়া আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে লুসাই ইংরেজের অধিকৃত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে লুসাই অভিযানে রাণীর আদেশ ক্রমে রাজা হরিশ্চন্দ্র ইংরাজকে যুদ্ধে সাহায্য করেন। তাহাতে তিনি রায় বাহাদুর উপাধি এবং ১৫০০ দেড় হাজার টাকা মূল্যের সোনার ঘড়ি ও চেন উপহার প্রাপ্ত হন। উক্ত কুকি বিদ্রোহে ১৬০জন হত্যা করিয়া শতাধিক লোক ধরিয়া লইয়া যায়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ১লা আগষ্ট ২২, আইনানুসারে

সুপারিনটেন্‌ডেন্ট শাসনাধীনে পার্ব্বত্যচট্টগ্রাম চট্টগ্রাম হইতে পৃথক করা হয়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী চন্দ্রঘোনা হইতে সমুদয় অফিস রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে বিচারালয়ে পারসি স্থলে ইংরাজী চলিতে আরম্ভ করে। রাজা জব্বর খা রাঙ্গামাটিতে নূতন রাজধানী করেন। ১৮৬৯ ইং সনে যখন চন্দ্রঘোণা হইতে রাঙ্গামাটিতে অফিস স্থানান্তর করিয়া লুইন খামায় বাড়ী করেন। চাকমা রাণী রাঙ্গামাটির বাংলো শৈল চূড়াগুলি ছাড়িয়া দিয়া কংযুলীর পূর্ব্ব-পাড়ে রাজনগর লইয়া যান। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ১২৩৮ মঘী ঝটীকা বৎসর রাজা ধরম বক্স খার দ্বিতীয় রাণী আটকবি স্বর্গগত হন। হরিশ্চন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে লর্ম্মা গোজার পীড়াভাঙ্গা গোষ্টিজ রত্ন খারম বা রত্তন খা ওরফে চুচ্যাং দেওয়ানের কন্যা সৌরি-ন্দ্রীর সহিত বিবাহ দেন এবং তদ কনিষ্ঠা ভগ্নি মন মোহিনীকে ও দ্বিতীয় বিবাহ দিয়াছিলেন। অতঃপর রাণী কালিন্দী বাংলা ১২৩১ সনের ৮ ই চৈত্র আরকানের অনুকরণে রাজা নগরে মহা মুনি বুদ্ধ মন্দির স্থাপন করেন। ১৮৫৭ইং সনে হাব্বং এর; মহাস্থবির সারমেধ বা সংঘরাজকে উপাধি প্রদান এবং ১৮৬৯ইং ১২৩২ মঘীতে রাজা নগরের সীমা স্থাপন করেন ও ১২৭৩ বাংলা সনে ৮ ই চৈত্র মহাদান এবং বৌদ্ধ রঞ্জিকা প্রচার করিয়াছিলেন। এই রূপে তিনি চাকমা জাতির ধর্ম্ম সংস্কার করেন। তদবধি চাকমাগণের মহাযান হইতে হীনযানের সূত্রপাত হয়। গোকুল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য সহ ৭।৮ জন ব্রাহ্মণ এবং বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু

সহিত অগ্রেয়াণী গোলবদনী হস্তী সহ ১৮টি হস্তী লইয়া যাহ্ওয়াং বুদ্ধ রঞ্জিকা প্রচারের টহল দেন। আরকান হইতে সংঘরাজ ও গুণামেজু এবং লংকা হইতে বহু ভিক্ষু আনিয়াছিলেন। সিংহলে অধিত বিদ্যা চট্টগ্রামবাসী হরিঠাকুর নামক জনৈক ভিক্ষুর দাবীও অগ্রগণ্য বলিয়া থাকে। রাণী কালিন্দী ভগবান বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে বিবিধ পূজা অর্ঘ্য দিয়া উপাসনা করিতে করিতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ১২৮৩ বাংলা সনের ৫ই আশ্বিন স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার গোলবদনী হস্তীও গড়াইতে গড়াইতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ ১৮৮৩ ইং সনেই রাণী কালিন্দীর স্বর্গারোহণ লিখিয়াছেন। ইহা বুঝা কঠিন। রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যাভিষেকও কেহ কেহ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে আবার কাহারও মতে ১৮৭৩ ইং সনেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একটি স্থানে দেখা যায় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৩রা তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার এলফর বসের সহিত রাজা হরিশ্চন্দ্রের মনোমালিন্য হওয়ায় তাঁহার বিরুদ্ধে লেঃ গভর্ণরের নিকট রিপোর্ট দেন এং ২২২৪ ॥ ৪ পাই জমা স্থলে ৪৫৫৩ টাকা জমায় নির্দ্ধারিত হয়। সুতরাং ইহাতে বুঝা যায় ১৮৭৩ ইং সনেই রাণী কালিন্দী স্বর্গারোহণ ও রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যাভিষেকও সম্পাদন হইয়াছে ইহা সত্য হইতে পারে। গভর্ণমেন্টের আদেশ ক্রমে রাজা নগর পরিত্যাগ করিয়া রাঙ্গামাটিতে ন পরিবর্ত্তন করেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র অসুস্থ হইয়া পড়িলে রাজ কার্য নির্বাহের নিমিত্ত রাজা হরিশ্চন্দ্রের

সাহায্যার্থে এক কাউন্সিল গঠন করা হয়। কাউন্সিলের সভ্য যথা—চেঙ্গী ভেলীর নীলচন্দ্র দেওয়ান বড়াদম চেঙ্গী, ঈশ্বর চন্দ্র বিশ্বাস, ধলঘাট চট্টগ্রাম, ত্রিলোচন দেওয়ান, কর্ণফুলী বড়দাম ও চেঙ্গী ভেলীর রাজচন্দ্র দেওয়ান কাউন্সিলের সভ্য নিযুক্ত হন। তাঁহাদের মাসিক বেতন ৫০ টাকা হিসেবে রাজ সরকার হইতে প্রদত্ত হইত। এই ব্যবস্থা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে নভেম্বর হইতে ১৮৮৫ ইং সনের ২২ শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল। উক্ত সনের ২৩শে জানুয়ারী মোতাবেক ১২৯১ বাংলার ১১ই মাঘ শুক্রবার প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে রাঙ্গামাটি রাজ প্রাসাদে ইহলোক ত্যাগ করিয়া অমর ধামে প্রস্থান করেন।

তৎপুত্র ভুবন মোহন ও রমনী মোহন রাজা হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের মে মাস পর্য্যন্ত নাবালকের পক্ষে উক্ত কাউন্সিল শাসন কার্য্য নির্বাহ করেন। নীল চন্দ্র দেওয়ান সভাপতি কৃষ্ণ চন্দ্র দেওয়ান ও রাজ চন্দ্র দেওয়ান সভ্য ছিলেন। চট্টগ্রামের জমিদারির ভার বাবু ত্রিলোচন দেওয়ান ও ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাসের হাতে ছিল। অনন্তর উক্ত ১৮৮৬ ইং জুন মাস হইতে চাকমা রাজ্যের শাসন ভার বাবু কৃষ্ণ চন্দ্র দেওয়ানকে সরবরাহকারিত্ব দেওয়া হয় এবং চট্টগ্রামের জমিদারীর ভার বাবু ত্রিলোচন দেওয়ানের উপর অর্পণ করিয়া অপর সকলকে বিদায় দেওয়া হয়। কয়েক বৎসর পরে ত্রিলোচন দেওয়ানের হাত হইতে চট্টগ্রাম কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে

দেওয়া হয়। যুবরাজ ভুবন মোহনের রাজ্যাভিষেক কাল পর্যন্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ানকে চাকমা রাজ্যের সরবরাহকারীত্ব রাখা হয়। তাঁহাকে রাজ সরকার হইতে মাসিক ১০০ টাকা বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১ লা হইতে পার্ব্বত্য প্রদেশ পুনরায় স্বতন্ত্র জেলারূপে পরিগণিত হয়। গভর্ণমেন্টের আদেশে ১৮৯৭ ইং ৭ই মে মোতাবেক ১৩০৮ বংলা ১২৫৯ মঘীর ২৫ শে বৈশাখ স্থানীয় এঃ সিঃ কমিশনার মিঃ ডাবালউ ডেলিভিন সি এস রাঙ্গামাটি যুবরাজ ভুবণ মোহনকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন এবং লেঃ এফ গভর্ণর সার্জন উডবরণ বেলভেডিয়া প্রসাদে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ১৬ ডিসেম্বর খেলাৎ প্রদান করেন।

১৮৯১ ইং ১৬ ই নভেম্বর হইতে এদেশের শাসন কর্ত্তার পদবী এঃ সিঃ কমিশনার ছিল। ১৯০০ ইং ২ রা মে হইতে তদ পদবী সুপারিনটেনডেন্ট হয়। রাজা ভুবণ ১৮৭৬ ইং ৬ই মে মোতাবেক ১২৮২ বাংলা ১২৩৭ মঘীর বৈশাখ মাসে রাঙ্গামাটিতে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৮৬ ইং সনে প্রথম বিভাগে উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করেন। দুই বৎসর স্থায়ী বৃত্তিলাভ করেন। চতুর্দ্দশ বৎসরে ১ম বিভাগে মধ্য ইংরেজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহাতে মাসিক ৮ টাকায় তিন বৎসর স্থায়ী বৃত্তি পান। তাঁহার পাঠ সৌকার্য্যার্থে গভর্ণমেন্ট রাঙ্গামাটি মধ্য ইংরাজী স্কুলকে উচ্চ ইংরাজী শ্রেণীতে উন্নীত করেন। এই সময় রাজ সরকার হইতে ২০ টাকা মাসিক ধার্য্য হয়। মধ্য ইংরেজী পাশের পর

চারি বৎসরেই প্রবেশিকার কৃতিত্ব লাভ করেন। ইহার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন কালে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন ফার্ষ্ট আর্ট পাশ করা ঘটিয়া উঠে নাই।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ১লা মার্চ্চ মোতাবেক ১৩০১ সনের ১৮ই ফাল্গুন রাজা নগর রাজ প্রাসাদে অত্রত্য কাটা ছুরী নিবাসী কুরাখুট্যা গোজার নেন্দাব গোষ্ঠীস্থ জয়মনি দেওয়ানের দ্বিতীয় পুত্র চন্দ্র কান্ত দেওয়ানের দ্বিতীয় কন্যা দয়াময়ীর সহিত ভুবন মোহনের শুভ-পরিণয় কার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই শুভ পরিণয়ের ফলে একটি কন্যা দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কন্যা বিজন বালা প্রথম সন্তান। জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার নলিনাক্ষ রায় ও কনিষ্ঠ কুমার বিরূপাক্ষ রায়।

রাণী দয়াময়ীর ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বড়ই পরিতাপের বিষয় ১৩১২ বাংলা ৭ই বৈশাখ ১৯০৫ ইং ২০শে এপ্রিল ১০ বৎসর ভোগ করিয়া চিরদিনের জন্য নির্বাপিত হন। ১৩১১ সনের বোম্বাই প্রদর্শনীতে দুই খানা স্বহস্ত নির্মিত তসরের কাপড় পাঠাইয়া তিনি ফার্ষ্ট হন। তাঁহার পরলোকের পর ১৩১২ বাংলা ৮ই অগ্রহায়ণ পরলোক গত প্রথমা রাণীর জ্ঞাতি ভগ্নি গঙ্গা মানিক দেওয়ানের প্রথমা কন্যা রমাময়ীকে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। এই দ্বিতীয় রাণীর গর্ভে দুই কন্যা ও পাঁচটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। প্রথমা কন্যা সুষমা বালা ও ২য়া কন্যা নীহার বালা এবং প্রথম কুমার উৎপলাক্ষ রায় কোর্ট অব ওয়ার্ডসে এসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজারের

চাকুরী করেন, ২য় কোকনাদাক্ষ রায় এম এ. ৩য় কুবলায়ক্ষ রায় ৪র্থ মঞ্জুলাক্ষ রায় ও ৫ম দিব্যাক্ষ রায়। রাজা ভুবন মোহন রায় বাহাদুরের রাজত্ব কালে রাজ্যে নানাদিকে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ১২৬৭ মঘীতে মাইয়নী রিজার্ভ খোলা হইলে উহা রাজার রাজ্য ভুক্ত হয়। ১৮৮১ ইং ৪ঠা এপ্রিল কুমার রমণী মোহনের জন্ম। তিনি রাঙ্গামাটি স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পাশ করেন এবং স্ব গোষ্ঠীজ প্রসিদ্ধ রঘু খার প্র-পৌত্রের পুত্র ইন্দ্রজয় দেওয়ানের কন্যা সরসী বালার সহিত বিবাহ হয়।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে চাক্‌মা সার্কেল ৯ (নয় খণ্ডে (ব্লক) বিভক্ত করা হয় অর্থাৎ ৯টি তালুক সৃষ্টি করা হয়।

যথা :—১নং তালুক— কাচলং ইন্দ্রজয় দেওয়ান।

২নং ,, চেঙ্গী নীলচন্দ্র দেওয়ান।

৩নং ,, মহা প্রেম রাজ চন্দ্র দেওয়ান

৪নং ,, সত্বা কমলাক্ষ্য চৌধুরী।

৫নং ,, ইছামতী শরশ্চন্দ্র রোয়াসা।

৬নং ,, রাঙ্গামাটি কৃষ্ণ চন্দ্র দেওয়ান।

৭নং ,, রাজা ভুবন রাজার খস।

৮নং ,, শুভলং ত্রিলোচন দেওয়ান।

৯নং ,, বড়কল কুমার রমনী মোহন রায়

রাজা ভুবন মোহন রায় বাহাদুর নানা প্রকার অসুবিধা দেখাইয়া উক্ত ব্যবস্থা রহিত করতঃ ১২৪টি মৌজায় বিভক্ত

হয়। প্রতি মৌজার পরিমাণ ১½ বর্গ মাইল হইতে ২০ বর্গ মাইল নির্দিষ্ট হয়। রাজা ভুবনের রাজ্য শাসন পটুতা ব্যতীত আর একটি বিষয়ে তাঁহার সৎগুণের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার জীবদ্দশায় পিতলের প্রকাণ্ড বুদ্ধ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া একটি মন্দির নির্মাণ করেন। উহাতে কার্তিক পূর্ণিমায় গৌতম মুনির মেলা বসিত। কুমারগণকে বিদ্যাশিক্ষা দিয়া যথোপযুক্ত করিয়াছেন এবং অন্যান্য দেশীয় রাজন্যবৃন্দের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তাঁহার প্রথমা কন্যা বিজন বালা রায়ের সহিত পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম গ্রাজুয়েট ধাবানা রাজ বংশোদ্ভব চন্দ্রমণি দেওয়ানের পুত্র যামিনী কুমার দেওয়ান বি, এ এর সহিত বিবাহ দেন। প্রথম রাজ কুমার যুবরাজ নলীনাক্ষ রায়ের সহিত প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারক অদ্বিতীয় বক্তা ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের পুত্র ব্যারিষ্টার সরল চন্দ্র সেনের কন্যা, ব্যারিষ্টার পি. সি. সেনের কন্যা নির্ম্মলা সেনের গর্ভজাত বিনীতা দেবীর সহিত শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। কুমার বিরূপাক্ষ রায়ের সহিত চন্দ্র বংশজাত ত্রিপুরা মহারাজ কুমার নবদ্বীপ চন্দ্র দেবরায় বাহাদুরের দৌহিত্রী নবদ্বীপ বাহাদুরের প্রথমা কন্যা মৃণালিনীর গর্ভজাত স্বর্গীয় কোচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের জ্ঞাতি ভ্রাতা ডাক্তার কুমার ভবেন্দ্র নারায়ণ বাহাদুর এম. ডি, সিভিল সার্জন মহোদয়ের কন্যা সুধীরা দেবীর সহিত শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই দুই রাজ কুমারের শুভ বিবহোৎসব যেরূপ ধুমধামে ও মহাসমারোহে

সম্পন্ন হইয়াছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে তদ্রূপ আর কখনও হয় নাই ! এতদ্ব্যতীত ১৯১৯ ইংরেজী ১৮ই অক্টোবর চাকমা রাজ বংশের ইতিহাস নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন।

১৮৭৫ খৃস্টাব্দে পর্য্যন্ত চাষ সংক্রান্ত কর মোটেই ছিল না। ১৯০৩-০৪ খৃষ্টাব্দ ২১,০১১ টাকা হইয়াছে। তাঁহার সময়ে এ দেশে চাষ আবাদের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।

তদানিন্তন চট্টগ্রাম কাউন্সিলের প্রধান কর্ত্তা মিঃ হারিংভে বিলিষ্ট ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে চাকমাধিপতির বিশাল রাজ্যসীমা স্বীকার করিয়াছিলেন সমগ্র পার্বত্য প্রদেশ যথা —

পূঃ দঃ বাঘখালী „ পঃ দঃ — সীতাকুণ্ড পাহাড় ইহার পরে কর্ণফুলী নদী এবং নিজামপুর রাস্তা পঃ — ফেনী নদী „ উঃ কুকি রাজ্য চাইচাল পর্ব্বতশ্রেণী এবং ত্রিপুরা রাজ্য। পরে আরও কমিয়া গিয়াছে অনন্তর তিনি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ ১৭ই সেপ্টেম্বর রাঙ্গামাটি রাজ প্রাসাদে অমরধামে প্রস্থান করেন। রাজা ভুবন মোহন প্রায় ৩৭ বৎসর রাজত্ব করার পর তৎপুত্র যুবরাজ নলিনাক্ষ রায় রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। বগত ১৯৩৫ ইং ৭ই মার্চ্চ বিভাগীয় কমিশনার টুইনাম সাহেব তরবারী উপঢৌকন দিয়া রাজগদীতে অভিষিক্ত করেন। তিনি ৬ই জুন ১৯০২ ইংরাজীতে রাঙ্গামাটি রাজ প্রসাদে শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সসম্মানে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংরাজী সাহিত্যে

এম. এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। ১৯২৬ ইং ১০ই ফেব্রুয়ারী ২৭শে মাঘ তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি ১৬ বৎসর রাজত্ব করার পরে ১৯৫১ ইং ৭ই অক্টোবর পরলোক গমন করেন। তাঁহার পর তৎপুত্র ত্রিদিব রায় ২৯৫৩ ইং ২রা মার্চ রাজ্যাভিষিক্ত হন তাহার জন্ম হয় ১৯৩৩ ইং ১৪ই মে রাঙ্গামাটি রাজ প্রাসাদে। তদ জ্যেষ্ঠ ভগ্নি অমিতা রায়; সমিতা; মৈত্রি; রাজশ্রী; নন্দিতা। ত্রিদিব রায়ের প্রথমা রাণী আরতি, ২য় রাণী প্রকাশ নাম কালা সোনা।

১। ধুর্য্যা বাশখালীতে ছিলেন তাঁহার অধঃস্তলোক বগা গোজা।

২। মুহুরী নদীতে মুলিমা থংজার অধঃস্ত — মুলিমা গোজা।

৩। লামা স্থানে স্থানে পীড়াতাঙ্গা তাঁহার অধঃস্ত লাম্মা গোজা।

৪। এতদ্ব্যতীত পীড়াভাঙ্গার পুত্র গুজাধাবেং ও মেজা ধাবেং — — — — — ধাবাঙ্গ গোজা।

৫। কুড়া আঙ্‌ট্যা ছড়ায় নেন্দাব ছিলেন বলিয়া তাঁহার অধঃস্ত লোক দিগকে - কুড়া খুট্যা গোজা ইহা নোয়া দাগিতে ও পুরাণ দাগিতে বিভক্ত।

৬। ফাস্যা খালীতে সর্দ্দার ফাকছা ছিলেন বলিয়া— ফাকছা গোজা ইহারা বড় ফাকছা ও গুরা ফাকছাতে বিভক্ত

৭। ১ম রণ পাগলা ও ২য় রন পাগলা বা পাগলা বড়ুয়া বুড়া বড়ুয়া ও সাত্তুয়া বড়ুয়া পরে পাগলা রাজার বংশধর বড়ুয়া গোজা।

৮। তৈন সুরেশ্বরী হইতে তৈনছুরী ইনি প্রথম মন্ত্রী ছিলেন পরে রাজা হন

তৈন্যা গোজার উদ্ভব ইহারা বড় তৈন্যা

ফেহুংছা তৈন্যা ও পেজয়শ্রী তৈন্যাতে বিভক্ত।

৯। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন রাজা রাম থংছা বা মৈস্যাং রাজের ১১ টি ছেলে ছিল। সেই রাজপুত্র গণের দুই পুত্র রাঙা কোঙর ও কালা কোঙর বা রাজ কুমার হইতে

বুড়া ওয়াংসা ও গাবুর ওয়াংসা হইতে —

ওয়াংসা গোজার উদ্ভব এবং কোঙর হইতে

কাঙারা গোষ্ঠী

১০। আর তৈন চেক এ রণ চেক। কাহারও কাহারও মতে ইহারা তৈন সুরেশ্বরীর পুত্র ছিলেন সঠিক জানা নাই

এই দুই রাজ পুত্র হইতে চেক গোজা

৯। বুং ধাবেং হইতে ———— বুং গোজার উৎপত্তি

১২। বুং নামাছা হতে গুড়া বুং গোজা বাগীগুলিবড় বং গোজা এই বুং গোজার ও রাঙী গোজার আদি পুরুষ বুং চেগে তৎপুত্র বুং থংচা তৎপুত্র বুং ধারেং। তৎপুত্র বুং নামাছা। উক্ত বুং থংচার দুই পুত্র বু ধাবেং ও দশভিঙ্গা ধাবেং হইতে তিন পুরুষ গতে ৪র্থ পুরুষ য়াঁথী ফানেশ্বর হইতে

১৩। রাঙী গোজার উৎপত্তি।

১৪। সর্দ্দার বার আঙু হইতে এক শাখা আঙু গোজা

১৫। বড়ুয়া গোজা হইতে একব্যক্তি শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত

হইলে তাহাকে লম্মা গোজায় ক্যাং প্রস্তুত করিয়া দিয়া রাখে। এই মইস্যাং এর নাম নুয়া। কারণ সে কাল ধর্ম্মে প্রবজ্যা ত্যাগ করিলে লাম্মা গোজার পীড়া ভাঙ্গা গোষ্ঠির এক সর্দ্দার তাহার মেয়েকে বিবাহ দেয়। তাহাকে লম্মা তালুকের এক অংশ প্রদান করে। তাহার পুত্র গণকে বাপ বড়ুয়া বলিয়া ঠাট্টা করিত। বাপ বড়ুয়া হইতে বাপুরো।

১৬। পরে বাবুরো গোজা হইয়াছে।

১৭। কাববুয়া গোজা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন রাজার পাল্লী বহনকারী। রামা ধামানা হইতে ইহারা মুলিয়া গোজার এক অংশ বলিয়া প্রাচীন লোকদের নিকট শ্রুত আছে ইহা সত্যা মিথ্যা জানা নাই। কার্ঝ্যা হইতে কাম্বেই গেছে।

১৮। তন্যা হইতে তালুকের এক অংশ তেইয়াগোজা ইহা দুইভাগে বিভক্ত যথা — পুরান তেইয়া ও নুয়া তেইয়া।

১৯। লম্মা — মুসলিম রাজত্বে সময় সেনাপতিকে লস্কর বলা হইত। সুতরাং ধুপী লস্কর হইতে লস্কর গোজা।

২০। শ্লেই এক প্রকার ধনু। উচ্ছুরী শ্লেই ধনু দ্বারা বড় বড় শিকার মারিতে সমর্থ হইত। সে বড় শিকারী ছিল। অসুরের কাজ করে বলিয়া আসুরী হইতে উচ্ছুরী। সে রকম বক্স খার সময় বড় বড় শিকার ভেট দিয়া খীসা পদবী পায়। পরে তালুক গঠন করে তাঁহার অধঃস্থ প্রজাদিগকে উচ্ছুরী গোজা করে।

২১। পচ্ছু পোমা হইতে ফচ্ছু খীসার বংশধর। তাঁহার

অধ্যস্ত প্রজাদিগকে পুমা গোছাকহে। বৌ অর্থে ধনু বৌ হইতে বৌ মাং অস্ত্রধারী — সেনাপতি বৌমাং শব্দ হইতে বোমং পরে অপভ্রংশে পেমা হইয়াছে। ম্যাং অর্থে রাজা—এই শব্দ হইতে বোমাং রাজা।

২১। কুতুক প্রেসু এক শক্তিশালী ব্যক্তি হইতে — কুতুগো প্রেজা। তাঁহার সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, মাতা মুহুরী অঞ্চলে অবস্থান করার সময় এই শক্তিশালী ব্যক্তি রাজা সেজ্জনি খার নিকট তালুক প্রার্থনা করিতে গিয়া রাজা সেজ্জনি খার এই ব্যক্তিকে দেখিয়া বিস্ময় উৎপাদন হয় এবং তাহার সহিত রহস্য করিবার ইচ্ছা জাগে। লোকটির দেহের লোমগুলি এবং গোঁপ দাঁড়ি সর্ব্ব সাধারণ লোকের দেহের লোম ও গোঁপ দাঁড়ি অপেক্ষা মোটা এবং খাড়া; শিরাগুলিও অতি মোটা এবং মোটা শিরা বহুল। লোকটি তখনও অবিবাহিত যুবক। এই পুরুষকে রাজা সেজ্জনি খা বলিলেন যে রাজ বাড়ির রাজ ঘাট হইতে উভয় তীর সংলগ্ন এক পাষাণ গাত্র প্রপাতের ন্যায় বিদ্যমান। উহা এক বাঁক পর্যন্ত এই পাষাণ গাত্রটি পাষাণের গাত্র বাহিয়া পাতলা ভাবে জল গড়াইয়া যাইতেছে। উক্ত পাষাণ গাত্রের উপর দিয়া নদীর একুল ওকুল যদি বিরামহীন ভাবে ১৩ বার দৌড়িতে সক্ষম হয় তালুকের পরিবর্তে তাহার যুবতী রাজকন্যা তাহাকে সমর্পণ করা হইবে। সুতরাং তাহাকে রাজ জামাতা করা যাইবে। রাজার এই প্রস্তাবে প্রেসু মনের উল্লাসে উক্ত পাষাণ গাত্রে দৌড়িতে আরম্ভ করেন। বিরাম হীনভাবে এগার বার দেড়িয়া বার বারে রাজার সম্মুখে আসিয়া পিছলাইয়া পড়িয়া যায়। ইহাতে রাজা হাঁসিয়া

প্রেসুকে বলিয়াছিলেন - তোমার শিক্ষা পূর্ণতা লাভ হয় নাই' সুতরাং তজ্জন্য কারণে তোমার রাজ কন্যা লাভের যোগ্যতা অর্জন হয় নাই। এই বলিয়া তাহাকে একটি তালুক বান্ধিয়া দেন। এই কুহুগ প্রেসুর অধস্তন লোকদিগকে কুহুগ গোজা বলে

২৩। হেইয় গোজা তন্যা গোজা হইতে বাহির হইয়াছে।

২৪। চেক্কর গোজা বগা গোজা হইতে বাহির হইয়াছে।

২৫। দার্য্যা গোজা—ইহা ও বগা গোজা হইতে বাহির হইয়াছে বলে

২৬। চাদঙ গোজা - জানা নাই॥

২৭। ছন্তা গোজা — অজ্ঞাত

২৮। কাস্তে— ইহারা বড় কাস্তে গুড়া কাস্তে এই দুই ভাগে বিভক্ত।

২৯। ফাকছা গোজা — ইহারা বড় ফাকছা ও গুরা ফাকছা এক দুই ভাগে বিভক্ত।

৩০। ফেনাগোজা বর্তমান ওয়াংজা গোজায় প্রবেশ করিয়াছে।

৩১। খ্যাংজে গোজা — কেহ কেহ বলিয়া থাকেন কোন এক খ্যাংজাতি চেগে গোজায় আশ্রয় লইয়া পরে চেগে গোজা হইতে তালুকের অংশ পাইয়া খ্যাং চেগে গোজা নাম হইয়াছে বলিয়া থাকে। আবার কেহ কহ বলিয়া থাকেন পুরাকালে চইদনীর পুত্র পর চইয়া নামক এক জ্ঞানবান লোক ছিল। সে অনাতম এক খ্যাং বৃদ্ধকে মন্ত্র তন্ত্র বিদ্যার পরস্ত করিয়া খ্যাংজয় হইতে খ্যাংজে হইয়াছে।

৩২। মুদিমা চেগে — মুদিমা ও চেগে গোজার দুই তালুক

৩৩। লেবা গোজা — জানা নাই।

৩৪। বড় চেগে গোজা — চেগে গোজার এক অংশ।

৩৫। বংচা গোজ — ওয়াংলা গোজার এক অংশ।

৩৬ পুয়া গোজা — সর্দ্দারটি ছোট ছেলের ন্যায় দেহের গঠন ছিল বলিয়া পুয়া গোজা।

চাকমা জাতির পুরাণিক ধর্ম্মশাস্ত্র

আগর তারা — আগের অর্থ অক্ষর ও পদ সমষ্টি।

(১) আরিন্নামা তারা ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। (২) সিপল মঙল তারা — মঙল অর্থ মঙ্গল। (৩) মালেম তারা। (৪) অনিচ্চ তারা। (৫) সাহস ফুলু তারা (৬) সাধেং গিরি তারা—পূর্ব্ব ভাগ ও (৭ সাধেং গিরি তারা উত্ত ভাগ। ৮। ত্রিপুত্তা তারা — ত্রিকুডড সুত্তং (৯) সুবাদিসা তারা বা জিয়ন ধরণ তারা। (১১) রাখেম ফুলু তারা দশ ধম্ম সুত্তং (১২) পুতুম ফুলু তারা (১৩) দ্বা পারামি তারা অর্থাৎ দশ পারমিতা সুত্তং। (১৪) চেরাগ ফুলু তারা। (১৫) সামি ফুলু তারা (১৬) বুদ্ধ ফুলু তারা। (১৭) বড় কুরুক (১৪) ছোট কুরুক ১৭ ও ১৮ এই দু'টি শান্তি মন্ত্র, অপদেবতা ও ব্যাঘ্রের উপদ্রবে পঠিত হয়। (১৯) শাক সুত্তং। (২০) রাজা হোড়া—অধুনা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। (২১) শাক বংশ— অধুনা পাওয়া যায় না (২২) তান্ত্রিক — চিকিৎসা শাস্ত্র

এই সমস্ত আগর তারা পালি ভাষায় রচিত। অনেক স্থলে পাঠ দুষিত ও বিকৃত হওয়ায় অর্থ দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে স্থল বিশেষে গদ্যে পদ্যে, গাথা, অনুগাথা বা দেড় গাথা ও ডবল গাথায় রচিত হইয়াছে।

কোন্ কোন্ কার্য্যে আগর তারাগুলি ব্যবহৃত হয়। যথা -

১। সিগল মঙ্গল তারা ও অরিন্নামা তারা প্রাচীন কালে রাজা কিংবা দেওয়ান ও তালুকদার প্রভৃতি চাকমা সমাজের সম্ভ্রান্ত লোকের বিবাহে পাঠ করা হইত। রাজা সমাজের নেতা; তিনি বৌদ্ধ মতেই বিবাহ করিতেন।

২॥ শব দাহে সাহস ফুলু তারা মালেম তারা ও অনিচ্চা তারা গৃহে পঠিত হয়। চিতায় সাধেং গিরি তারা পঠিত হয়।

৩। সিদ্ধি পূজা বা শিব পূজায় বা ভগবান বুদ্ধ পূজা (ধর্ম্ম নামে) সাহস ফুলু তারা মালেম তারা দ্বাপারাণী অর্থাৎ দশ পারমিতা তারা পঠিত হয়।

৪। পিণ্ডদান বা জ্ঞাতি ভোজন অন্য নামে ভাগুদ্যা ব্যাপার - এই সুবৃহৎ পুণ্য ধর্ম দ্বারা চাকমা জাতির ধর্ম্ম বিশ্বাস কিরূপ তাহা সবিশেষে পরিস্ফুট। ইহা রাজসূয় যজ্ঞ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না॥ বৌদ্ধশাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে যে মগধ সম্রাট বিম্বসার ভগবান বুদ্ধের উপদেশে জ্ঞাতিগণকে প্রেত হইতে মুক্ত করিবার জন্য পিণ্ডদান দিয়াছিলেন; সেই সময়ে ভগবান তিরকূডসুত্ত দেশনা করেন। ইহা যে বৌদ্ধ ধর্মের আদি প্রথা। ইহা চাকমা সমাজের মধ্যে বংশ পরম্পরা সঞ্জীবিত রহিয়াছে তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এই ব্যাপারে সমস্ত গোষ্ঠী ও গোষ্ঠীর স্ত্রী জাতি যথায় যথায় বৌ দেওয়া হউক না কেন সবাই একত্রিত হইয়া সম্পাদন করিতে হয়।

ইহাতে সাহস ফুলু তারা মালেম তারা পুতুম ফুলু তারা সামি ফুলু তারা, পুতুম ফুলু তারা, রাখেম ফুলু তারা, চেরাগ

ফুলু তারা, বুদ্ধ ফুলু তারা, দশ পারমিতা তারা পঠিত হয়। জ্ঞাতি পিণ্ড দানে, অপমৃত্যুতে প্রেতাত্মার উদ্ধারের জন্য ত্রিপুত্তা বা তিরো কুড্ড সুত্ত পাঠ করা হয়। পিণ্ড দানের সময় কেহ যদি পূর্ব্ব জন্মের দৈহিক স্মৃতি উদিত হইয়া বর্তমান জন্ম বা পিণ্ডদানের বিলম্ব ঘটে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। পিণ্ডদান দিয়াও যদি চেতনা না হয় তাহা হইলে সুবা দিসা তারা বা জিয়ন ধরণ তারা পঠিত হয়।

৫। শান্তির জন্য বড় কুরুক ও ছোট কুরুক তারা পঠিত হয়। চাক্‌মা জাতি বিদেশে নানা অবস্থার বিপর্য্যয়ে ও আন্তর্জাতিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া অধিকাংশ মাতৃকুলের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। এবং কালের পরিবর্ত্তনে আধুনিক নব নব পরিবেশে পিতৃকুলের ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। এই সকল ধর্ম্ম শাস্ত্র ও উপরোক্ত প্রধান প্রধান ধর্ম্ম কর্ম্মাদি কুসংস্কার বলিয়া গণ্য হইয়া অতল জলাধিগর্ভে মগ্ন হইয়া যাইতেছে। প্রাচীন যুগের বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ বিলুপ্ত হইলেও বর্তমানে যে সকল ধর্ম্ম শাস্ত্র আছে তদ্বারা পূর্ব্বে রাউলী সম্প্রদায় অনুন্ন সম্পন্ন শ্রামনের দ্বারাই ঐ সকল ধর্ম্ম কর্ম্মাদি পৌরহিত্য কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকিত। পূর্বে বাউলি সম্প্রদায় গ্রামের বহির্ভাগে দূরবর্ত্তী অরণ্যানীতে বিহার নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত।

পরিশিষ্ট- (নিজের কথা)

মাতা মুহুরী নদীর অঞ্চলে একদা চাক্‌মা জাতিরা যে বাস করিয়াছিল তাহার প্রমাণ জুম্মিয়া পাড়ার ১৭ মাইল উত্তরে ধামাই পাড়া। ইহার কিঞ্চিত উত্তরেই ধুর্য্যা দীঘি; উক্ত পাড়ার ও দীঘির মধ্যভাগে দুইটি পাগলা বিল বাক্‌খালী নদীর দক্ষিণে সমুদ্র প্রান্তে পাগলা মুড়া এবং গাভুর মুড়ির নিকটবর্ত্তী আর একটি পাগলা বিল; পাগলা রাজার স্মৃতি বহন করিতেছে। আলী কদমের নিকটবর্ত্তী নদী এর গাভুর মুড়ি বুড়ামুড়ি মাতামুড়ি; এই মাতামুড়ি আলী কদমের একটু উত্তরে তৈনছুরী আলী কদমের পার্শ্ববর্ত্তী বাক্‌খালী উত্তর পাড়ে চাকমাফুল. দক্ষিণ পাড়ে রাজাকুল এখনও প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। মণ সেনাপতি ছেন্দুইজার সহিত তৈনছুরী উপনদীর তীর ভূমিতে যুদ্ধ হইয়া মিল মিশ হইয়া রাজ্য সীমা এই বাক্‌খালী উভয় রাজার রাজ্য সীমা স্থির হইয়াছিল। বাক্‌খালীর উত্তর তীরে ওয়াংঝা মুড়া গাভুর মুড়ি দিয়া ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলে নদী তীর অনতিদূরে রামা বিল; প্রকাণ্ড মাঠ; তাহার প্রায় ১৫ মাইল ব্যবধানে রাজবাড়ী নামধেয় গ্রাম এবং উপনদীর রাজঘাটা এখনও নাম আছে। শিলক তীরে শুক বিলাস। এতদ্ব্যতীত-৫০-৬০ বৎসর পূর্ব্বে ঠাকুর দিদিরা ও সন্তান জননীরা শিশুদিগকে কোলে বক্ষে নাচাইবার সময় বলিয়া থাকিত-কুত্তুন এস্যাছ. এস্যাছ হাঙ্গর কূলত্তুন; হাঙ্গল খাল, উত্তর হাঙ্গর ও দক্ষিণ হাঙ্গল বোমাং

সার্কেলে।

ইং—১৯৬৬ ইং

বাংলা - ১৩৭৩

শকাব্দ—১৮৮৮

জন্ম ১৮১০ শকাব্দ ২রা বৈশাখ রবিবার।

তাং ১৫ই আশ্বিন ২রা অক্টোবর ইতিহাস গ্রন্থ লিখিত হয়।

চাক্‌মা জাতির ইতিহাস লেখকের অভিমত — কাহারও কাহারও মতে চাক্‌মা জাতি ত্রিপুরা জাতির এক অংশ। কারণ ত্রিপুরার ইতিহাস রাজা মালার বিজয় মানিক্যকে চাক্‌মা রাজ বিজয় গিরি বলিয়া অনুমান করেন; কিন্তু ত্রিপুরা রাজ বিজয় মানিক্যের বিবরণীর সহিত বিজয়গিরির কার্যকলাপের কোন প্রকার মিল নাই। তদুপরি বংশের নামের সহিতও মিল নাই। ত্রিপুরা জাতির স্ত্রীলোকের পরিধেয় পিণ্ডন ও বক্ষ বন্ধনী খাদী কাপড়ের সহিত মিল দেখিতে পান। বলা বাহুল্য চাক্‌মা রমণীদের পিণ্ডন ও খাদী কাপড়ের সহিত মিলমিশ মাত্র ত্রিপুরা জাতির কয়েক দফা স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয় বস্ত্রের সহিত আংশিক মিল আছে; কিন্তু চাক্‌মা রমণীদের পিণ্ডনের চাবুকী ফুল ও খাদী কাপড়ের ফুল উক্ত ত্রিপুরা রমণীদের ফুলের চেয়ে উন্নত ধরণের। কতেক অংশ মিল হবার কারণ তৎকালে চাক্‌মারা কালাবাঘা বা শ্রীহট্ট জেলায় অবস্থান করেছিল। ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরা জাতির সহিত পাশাপাশি প্রতিবেশী হিসাবে

বাস করিয়া ছল এবং মিলমিশ করিয়া বসবাস করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত শ্রীহট্ট জেলা বা কালা বাঘা প্রদেশের এক অংশ পরবর্ত্তী কালে ত্রিপুরা রাজের অধিকারভুক্ত হয় এবং এক অংশ আসামের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় হাজার দেড় হাজার বৎসর সুদীর্ঘ কাল অতিবাহিত হওয়াতে পরবর্ত্তী কালে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এক অংশ আসামী ও এক অংশ ত্রিপুরা জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ত্রিপুরা ও মগ-জাতির সহিত পাশাপাশি ভাবে বাস করায় ত্রিপুরা জাতি চাক্‌মাদের মধ্যে এবং চাক্‌মা জাতি ত্রিপুরা জাতে, এরূপ পরবর্ত্তী-কালে চাক্‌মাজাতি মগের মধ্যে মগজাতি চাক্‌মার মধ্যে সামান্য পরিবার বাস করিতে করিতে পরস্পর জাতিতে মিশিয়া গিয়াছে মধ্যে মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ করিয়া ও পরস্পর মিশিয়া গিয়াছে। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। যেমন রাঙ্গীগোজা জুড়ধন চাকমা মগরমণী বিবাহ করায় তাহার বংশধরেরা মগ জাতিতে মিশিয়া গিয়াছে। এখনও তাহার পুত্র পৌত্র চেঙ্গী চিনালা ও মহালছড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে থলী পাড়ায় মগজাতির সহিত মিশিয়া অবস্থান করিতেছে। চাকমা জাতির মধ্যে মগজাতি মিশিয়া মগ গোষ্ঠী ধাবেঙ্গ গোজায় ও আঙ্‌ গোজায় আছে এরূপ চাকমা জাতে যেমন পীড়াভাঙ্গা ও ধুর্য্যা গোষ্ঠী আছে ত্রিপুরা জাতেও ঐ বংশ আছে। বড়ুয়া জাতে চাকমা শিক বাড়াল হালি-য়াতে রহিয়াছে; তেমন বড়ুয়া জাতিও বড়ুয়া গোজাতে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। এই রূপে পাশাপাশি অবস্থায় বাস

করিলে এক জাতি অন্য জাতির পোষাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার পরস্পর মিশিয়া যায় ইহা স্বাভাবিক। ভাষাও তদ্রূপ যেমন চট্টগ্রাম জেলার বাঙ্গালীদের মধ্যে হার্ব্বাং, মইংখালী রামু, চাড়িংগ্যা বাংগালীদের পোষাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার এমনকি ভাষাও চট্টগ্রাম জেলার অন্য অংশের বাঙ্গালীদের সহিত পার্থক্য আছে। উক্ত অংশের লোকেরা মগ ভাষাপন্ন হইয়াছে সন্দেহ নাই।

এতদ্ সত্বেও ত্রিপুরা ও মগ জাতিদের সহিত প্রতিবেশী হিসাবে সুদীর্ঘকাল বসবাস করিয়াও কস্মিন কালে চাকমারা তাহাদের ভাষা একটুকুও গ্রহণ করে নাই। চাকমাদের প্রাচীন ভাষাতে পালি, সংস্কৃত ও শুদ্ধ বঙ্গভাষা ছিল। পরবর্ত্তীকালে মুসলমান রাজত্বের সময় আরবী, পার্শি ভাষার শব্দ বহু গ্রহণ করিয়াছে এবং মুসলমানের নামও অনুকরণ করিয়াছে।

—০—